পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 341 Wednesday, 5 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪১ সংখ্যা ❋ ১৮ কার্তিক ১৪৩২, বুধবার, ৫ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বিজেপির ক্যাম্পে ভুল করেও যাবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ বাংলার একজনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এসআইআরের প্রতিবাদে জোড়াসাঁকোর সভা থেকে আরও একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, বাংলার একজনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে কেন্দ্রে বিজেপির সরকার ভেঙে দেব। একই সঙ্গে কমিশনকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘‘মোদিবাবু, শাহবাবুকে খুশি করতে গিয়ে কুর্সিবাবু ইতিহাস তৈরি করতে চাইছেন! আপনার ইতিহাস পাতিহাস হবে।’’ বিজেপিকে ঘরেও বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে।’’ এসআইআরের নামে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে এদিন কলকাতায় মহা মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। রেডরোড থেকে জোড়াসাঁকো মিছিল শেষে বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় বিজেপি কোথায় ছিল? ওদের তো তখনও জন্মই হয়নি! ওরা কি করে জানবে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস! ওরা সবচেয়ে বড় জনগণের টাকা লুঠেরা জোতদার!’’ প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি হয় না, যেমন হিন্দি বা উর্দু ভাষায় কথা বললে পাকিস্তানি হয়ে যায় না। তাই বলে আপনি তাঁদের পাকিস্তানি বলে তাড়িয়ে দেবেন।’’ এরপরই বিজেপি

ফেকুবাবু বলে কটাক্ষ করে মমতা এও বলেন, ‘‘এতদিন পর প্রমাণ দিতে হবে আমরা ভারতের নাগরিক কিনা?’’ মমতার অভিযোগ, ‘‘বাংলার দু’কোটি মানুষের নাম কেটে বিজেপি বাংলা দখলের ছক কষছে। ওরা হিসেব কষে নাকি দেখেছে ওদের ভোট ৩৯ শতাংশ আর আমাদের নাকি ৪০ শতাংশ। ২ কোটি নাম বাদ দিলে নাকি ক্ষমতা দখল করতে পারবে। আমি বলে যাচ্ছি, ওরা যেভাবে এসআইআরের নাম করে মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে তাতে আমাদের হারানো তো দূরে থাক, ওদের নিজেদের ভোটও এবার আমাদের দিকে আসবে। কারণ, যেভাবে মানুষকে ওরা ভিটে মাটি উচ্ছেদ করতে চাইছে, তাতে ওদের নেতাদের ‘মুর্খ’, ‘অর্ধ শিক্ষিত’, ‘গন্ডমুর্খর’ সঙ্গে তুলনা করে কমিশন-বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ এনে মমতা বলেন, ‘‘এবারেই (গত লোকসভা) তো জিততো না। হঠাৎ করে ইলেকশন কমিশন ওদের ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে দিল, তাতেও কটা বেশি আসনে জিতেছে? আসলে ওরা জানে মানুষের ভোটে জিততে পারবে না, নোটে জিতবে। তাই এসব করছে।’’ মমতা প্রশ্ন তুলেছেন, এই ভোটার তালিকা যদি ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে এই ভোটার লিস্টেই তো তোমরা সরকার গড়েছো। আগে নিজেরা ইস্তফা দাও, তারপরে এসআইআর করবে।’’ নাম না করে শাহকে ফের মীরজাফর বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘‘আমি ইতিহাসের মীরজাফরের কথা বলছি না, আমি এখনকার মীরজাফরের কথা বলছি, যে সারা দেশে দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। মীরজাফরবাবু, আপনি অসমে কেন এসআইআর করলেন না?’’ কমিশনের আধিকারিককে কুর্সিবাবু বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘‘রোহিঙ্গারা এলে কোনটা দিয়ে আসবে। আসলে তো নাগালান্ড, মিজোরাম দিয়ে আসবে, তাহলে নর্থ ইস্টে কি এসআইআর করেছো? বাংলাদেশিরা তো এলে ত্রিপুরা, অসম হয়ে আসবে। সেখানে এসআইআর হল না কেন? ক্ষমতায় থেকে নিজেদের গোখরো ভাবছো! অপেক্ষা করো, মানুষের ছোবল খাওয়ার জন্য।’’ নোটবন্দির প্রসঙ্গ টেনে মমতা এও বলেন, ‘‘বিদেশ থেকে নাকি কালো টাকা উদ্ধার করে আনবে? উল্টে নিজেদের কালো টাকা সাদা করল, মধ্যিখান থেকে নোটবন্দির জাঁতাকলে পড়ে নিরীহ মানুষ মারা গেল। এদের রাজত্বে এমন অবস্থা যে এলআইসিকেও বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে।’’ তিনিই প্রথম সচিত্র ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যাঁরা মারা গিয়েছে তাঁদের নাম বাদ যাক, কিন্তু তা বলে যোগ্যদের নাম বাদ দিয়ে দেবে! এত বড় স্পর্ধা। এসআইআর হোক, কিন্তু বেছে বেছে বিরোধী রাজ্যে এসআইআর করার জন্য কেন এত তাড়াহুড়ো?’’ ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে অভিষেকেরও নাম নেই, জানিয়ে মমতা বলেন, ‘‘অভিষেক তো জন্মেছে ৮৭ সালে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে ওর নাম উঠবে কি করে? ও তো ২০০৬ সালে প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।’’ ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাঁদের মা-বাবারও নাম নেই, তাঁদের তৃণমূলের ক্যাম্পে আসার আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, ‘‘অযথা প্যানিক হবেন না। নিজেদের মূল্যবান প্রাণ এভাবে নষ্ট করবেন না। মা-বাবার সার্টিফিকেট ছাড়াও আরও অনেক নথি দেওয়া যাবে। সেই নথি গুলো করিয়ে নিন। আমাদের যে বিএলএ থাকবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। তা বলে বিজেপির ক্যাম্পে ভুল করে চলে যাবেন না। মনে রাখবেন, আমরা থালা, বাটি বেচে হলেও আপনাদের সাহায্য করব। মনে রাখবেন, আমাদের ভোট আমাদের অধিকার। এই হক আমরা কেড়ে নিতে দেব না, প্রয়োজনে বিজেপিকে উৎখাত করে দেব। জান দেব, কিন্তু মান দেব না।’’

এসআইআর-এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার শহরে মিছিলে পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি সৌরভ দত্ত

২ দিনে এই মিছিল করতে পারলে ২ মাসের ব্যবধানে দিল্লিতে আমরা কী করতে পারি দেখাব। অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ আগে মানুষ সরকার নির্বাচিত করত, আর এখন সরকার কিনা ঠিক করছে কারা ভোট দিতে পারবে আর কারা পারবে না! এসআইআরের প্রতিবাদে মঙ্গলবার জোড়াসাঁকোর সামনের সভা থেকে এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে একবন্ধনীতে রেখে আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি এবং কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘আমাদের ধমকে চমকে লাভ নেই! ২ দিনে এই মিছিল করতে পারলে ২ মাসের ব্যবধানে দিল্লিতে কী করতে পারি সেটা ভেবে দেখতে বলব বিজেপির বন্ধুদের।’’ সচিত্র ভোটাধিকারের দাবিতে নয়ের দশকে প্রথম আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন তদানীন্তন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের ফলেই আজ মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছে। বিজেপি কমিশনকে কাজে লাগিয়ে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে আমরা বরদাস্ত করব না। প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে আমরা ভোটাধিকার রক্ষা করব।’’ এরপরই জনতার উদ্দেশে অভিষেককে বলতে শোনা যায়, ‘‘নিজেদের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য আপানার কি দিল্লি যেতে প্রস্তুত?’’ সমস্বরে জবাব আসে হ্যাঁ। সম্মতি পেয়ে অভিষেক জানিয়ে দেন, ‘‘বাংলাকে যাঁরা অপমান করেছে, যাঁরা বাংলাকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছে, আগামীদিনে দিল্লিতে গিয়ে যার জবাব দেওয়া হবে।’’ এসআইআরের প্রতিবাদে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষার স্বার্থে এদিন রেড রোডে বি.আর. অম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর বিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিলেন ছিলেন দলের নেতা, কর্মীরাও। ছিলেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী। এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যে আতঙ্কে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দাবি, মৃতদের পরিবারের কয়েকজন সদস্যও এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন অভিষেক। ঠিক এই দিনেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ। সকাল থেকেই বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য যাচাই করছেন। আর সেই প্রেক্ষিতেই এদিন পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের বক্তব্য, সংবিধান ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক অম্বেদকর এবং বাঙালিয়ানার প্রতীক রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে এই মিছিলের শুরু ও শেষ যুক্ত করে তারা বার্তা দিতে চায়- ‘সংবিধান বাঁচাও, গণতন্ত্র রক্ষা করো’। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, এত অল্প সময়ে এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অভিষেক ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘‘এসআইআরের নামে যদি একজন প্রকৃত ভোটারের নামও বাদ যায়, তবে আমরা দিল্লিতে গিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।’’ মিছিলে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে রেড রোডের এই মিছিলে দুর দুরান্তের জেলার মানুষদের আসতে আগেই নিষেধ করেছিল অভিষেক। মিছিলে ছিলেন কলকাতার পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়ার নেতা, কর্মীরা। তা সত্ত্বেও মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে রীতিমতো পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। মঞ্চ থেকে এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মামলা খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, কেন জগন্নাথ ‘ধাম’ এই শব্দটি ব্যবহার করা হবে? এই অভিযোগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের তরফ থেকে বারবার মামলাকারীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে নথি দাখিল করতে হবে। কিন্তু একাধিকবার বলার পরও নথি দাখিল করতে পারেনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিরক্ত হয়ে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলা খারিজ করে দেয়। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। মামলাকারীর আবেদনের ভিত্তিতেই নথি জমা দেওয়ার শেষ দিন হিসাবে এই দিনটি ধার্য করে হাইকোর্ট। কিন্তু এদিনও নথি জমা করতে পারেনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাতে বিরক্ত হন বিচারপতি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত নথি দাখিল করার সুযোগ দেওয়া হলে নথি দাখিল হয় না। কতবার নথি দাখিল করার জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হবে? বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, বারবার ‘শেষ’ শব্দটা ব্যবহার করা হলে, এই শব্দটি তার গুরুত্ব হারাবে, তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। দীঘার মন্দিরের সঙ্গে ধাম শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

এসআইআর শুরু হতেই পুরসভায় লম্বা লাইন, শুধুই বাড়ছে আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গেল ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর। বাড়ি বাড়ি ইনুমিরেশন ফর্ম নিয়ে যাওয়া শুরু করে দিলেন বিএলও-রা। আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিটি ভোটারকে জমা দিতে সংশ্লিষ্ট ফর্ম। দিতে হবে প্রয়োজনীয় নথি। আর এই নথির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জন্ম শংসাপত্র। যে জন্ম শংসাপত্র নিয়ে কমিশনের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এসআইআর ঘোষণার আগে দৈনিক জন্ম শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা পড়ত প্রায় ৩০০টি। এই সংখ্যা অনলাইন ও পুরসভায় জমা পড়া হাতে লেখা ফর্ম, উভয়কে মিলিয়েই। কিন্তু ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন ঘোষণার পর থেকে পুরসভায় লেগে গিয়েছে জন্ম শংসাপত্র তোলার হিড়িক। সংশ্লিষ্ট দফতরে পড়ছে লম্বা লাইন। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিদিন দফতরে জমা পড়ছে সাড়ে পাঁচশোর অধিক আবেদন। এই আবেদনগুলি যে শুধুই জন্ম শংসাপত্র তোলার জন্য এমনটা নয়। জন্ম শংসাপত্রের নামের বানান ঠিক করা, জন্ম তারিখ ঠিক করার মতো বিভিন্ন ধরনের সংশোধন মূলক আবেদন জমা পড়ছে পুরসভায়। শুধুমাত্র গত দু’সপ্তাহেই জন্ম শংসাপত্র নিয়ে আবেদন বেড়েছে ৫০ শতাংশ। আর এই সব কাজ সামলাতে গিয়ে নাজেহাল পুরকর্মীরা। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ খুলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন তিনি বলেন, ‘‘আগে এত আবেদন জমা পড়ত না। সবটাই অনলাইনে হত। হঠাৎ করে দেখছি, প্রচন্ড লাইন পড়ছে। মানুষের মধ্যে এই জন্ম শংসাপত্র নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছি। এই সব বিজেপির কাজ। ওরা আগে ইডি-সিবিআই দিয়ে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। এখন সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে।’’ তবে এসআইআর নিয়ে সাধারণের চিন্তার কোনও কারণ নেই বলেই দাবি ফিরহাদের। তাঁর কথায়, ‘‘আমি মানুষকে একটাই কথা বলব, চিন্তা করবেন না। মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের পাশে রয়েছে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না।’’ অবশ্য যাঁরা বাদ যাওয়ার ঠিক বাদ যাবে বলেই ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। এদিন তিনি বলেন, ‘‘ওসব করে কিছু হবে না। বিএলও-দের হ্যান্ডবুকে সব লেখা রয়েছে। আমার যদি বার্থ সার্টিফিকেট না থাকে, আমি যদি এখন তুলতে যাই তা হলে হবে নাকি?’’

‘অ্যাইপাকের লোকজন মৃত ব্যক্তিদেরও জীবিত লিখতে বলছে’, কমিশনে নালিশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ রাজ্যে পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে এসআইআর। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন বিএলও-রা। ভোটারদের দিয়ে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করানো ছাড়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন তাঁরা। এই আবহেই সিইও দফতরে গিয়ে বড় অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ভুয়ো নথি বানিয়ে মৃত ভোটারকে জীবিত দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এসআইআরের বিরোধিতায় এদিনেই পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হচ্ছে সেই মিছিল। এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে সরাসরি শাসক দলকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। তাঁর মত, ‘‘যারা ভারতীয় তারা এই মিছিল করতে পারে না। এটা জেহাদিদের মিছিল।’’ বিরোধী দলনেতার কথায়, এই মিছিল করে আদতে সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু করেছে অথচ তাঁকেই অমান্য করছে তৃণমূল। শুভেন্দুর স্পষ্ট কথা, ‘‘যারা সাংবিধানিক বডিকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, যারা সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের বাপ তুলছে, যারা মনোজ আগরওয়ালকে ভয় দেখাচ্ছে, আক্রমণ করছে,

অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করছে, তারা আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে এই মিছিল করছে। এরাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়েছিল। তাই এই মিছিল ভারতীয়দের নয়। এটা জামাতিদের মিছিল।’’ বিজেপি বিধায়কের এও অভিযোগ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা দলে দলে এই মিছিলে যোগ দিয়েছে। পরে সিইও দফতরে নথি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি তৃণমূলের এই মিছিল নিয়েও অভিযোগ জানান শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন, ‘‘আইপ্যাক চিটিংবাজি করছে। ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট বানিয়ে দিচ্ছে যাতে মৃত ভোটারকে জীবিত দেখানো যায়।’’ এমনই একটি ‘ভুয়ো’ জন্ম শংসাপত্র নিয়ে তিনি তথা বিজেপি কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের মিছিল আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে শুরু হয়ে রানি রাসমণি রোড ধরে গিয়ে কে সি দাস মো. হয়ে মিছিল পৌঁছবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ছিল ২ নভেম্বর শহিদ মিনারে কেন্দ্রীয় সমাবেশ করার। কিন্তু ওই দিন জায়গা না পাওয়ায় সেই কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে এসআইআর শুরু হওয়ার দিনটিকে হাতছাড়া করতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব।

মালগাড়িকে ধাক্কা যাত্রিবাহী ট্রেনের, মৃত একাধিক

সংবাদ সংস্থা বিলাসপুর, ৪ নভেম্বরঃ আবারও ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। এবার ঘটনাস্থল ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর। হাওড়া রুটের একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। রেল সূত্রে খবর, দু’টি ট্রেন মিলিয়ে বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। যার জেরে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রেল সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের লালখন্ডের কাছে। যাত্রিবাহী ট্রেনটি কোরবা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যাত্রীবাহী ট্রেনটি রায়গড়ের গেভরা থেকে বিলাসপুরে যাচ্ছিল। আর মালগাড়িটি আসছিল বিলাসপুরের দিক থেকে। কিন্তু বিলাসপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে লালখন্ডের কাছে একই ট্র্যাকে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই যাত্রীবাহী ট্রেন এবং মালগাড়ির। দুর্ঘটনার জেরে মালগাড়ির মাথায় উঠে দুমড়ে মুচড়ে যায় ট্রেনের কামরা। এই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের ছবি-ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, যাত্রিবাহী ট্রেনটির একটি কামরা উঠে গিয়েছে মালগাড়িটির উপরে। আর বেশ কয়েকটি কামরা রেললাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। এই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান রেল আধিকারিক, উদ্ধারকারী ও কর্মচারীরা। ইতিমধ্যে

আহতদের উদ্ধারে বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুল্যান্সও পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে। প্রাথমিক ভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে প্রচুর ভিড় জমে যায়। রেলে তরফে জানানো হয়েছে, দুজন আহতকে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, স্বাভাবিক ভাবেই এখনও তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর পুরো রুটের ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক ট্রেনের। আপাতত লাইন থেকে মালগাড়ির কামরা সরানোর কাজ চলছে। বেশ কয়েকটি ট্রেন ঘুরপথে চলছে। কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে একাধিক রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে দেশ। তারমধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ২০২৩ সালের জুনে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা। ওড়িশার বালেশ্বরে আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০। আহতের সংখ্যা ছিল প্রায় হাজার। দুর্ঘটনার দিন শালিমার স্টেশন থেকে ছেড়েছিল আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। প্রায় চার ঘণ্টা পরে ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানগা বাজারের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ২৩ কামরার ট্রেনটি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত জাতীয় গীত বন্দেমাতরম এর সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করা হল

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃরাজ্য সরকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত জাতীয় গীত বন্দেমাতরম এর সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদযাপনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রীসভার সদস্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন এইজন্যে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের সুখনিবাসা ও খাগ।াসোল মৌজায় রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের হাতে থাকা ১৪৯ দশমিক ৬৪ একর জমি সব নিয়ম মেনে ফ্রি হোল্ড ভিত্তিতে মেসার্স ক্যাপ্টেন ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ও আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড কতৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া সংক্রান্ত আরও একটি প্রস্তাব আজকের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে বলে তিনি জানান। আগামীকাল থেকে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধনী এস আই আর এর কাজ শুরু হতে চলায় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বেশ কিছু সদস্যকে নিজেদের এলাকায় থাকার নির্দেশ দেওয়ায় আজকের বৈঠকে অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বঙ্গে শুরু এসআইআর প্রক্রিয়া, বিএলও-রা পৌঁছে যাচ্ছেন ঘরে-ঘরে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে গেল ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছেন বুথ লেভেল আধিকারিকরা (বিএলও)। এসআইআর শুরু হতেই এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।তবে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, দেশের আরও ১১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও একই সঙ্গে শুরু হয়েছে এসআইআরের কাজ। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দিচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের বুথ লেভেল অফিসারেরা (বিএলও)। ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা। যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁদের জন্য অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে মঙ্গলবার থেকে ওই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে না।

দিল্লির বাতাস দূষিতই, মঙ্গলেও গুণগতমান 'খারাপ' পর্যায়ে

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগতমান 'খারাপ' পর্যায়েই। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন অংশে বাতাসের গুণগতমানের সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল 'খারাপ' পর্যায়ে। দিল্লির কর্তব্য পথ ও আশেপাশের এলাকায় কুয়াশার আস্তরণ ছিল। এই এলাকার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৭৮।আবার দিল্লির অক্ষরধাম এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯২, যা খুব খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। দিল্লির আনন্দ বিহার ও সংলগ্ন এলাকাতেও এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯২। লোধি রোড ও তিলক মার্গে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ১৫৩। দূষণ কমাতে, লোধি রোডের আশেপাশের এলাকায় এদিন সকালে নতুন দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সলিরের পক্ষ থেকে গাড়ির মাধ্যমে জল ছেটানো হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহারে পরিবর্তনের হাওয়া! জনগণ তৈরি নতুন যুগের সূচনার জন্য, দাবি তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ৪ নভেম্বরঃবিহারের রাজনীতিতে যেন নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। ভোটের মুখে এখন গোটা রাজ্য জুড়ে একটাই আলোচনা-' আগামী ৬ নভেম্বর প্রথম দফার ভোটগ্রহণকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে প্রথম দফার প্রচারপর্ব। আর এই প্রচারের শেষ দিনে আরজেডি নেতা তথা মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, বিহারের জনগণ এখন পরিবর্তনের মেজাজে রয়েছেন। তাঁর কথায়, এই ভোট হবে বিহারের ভবিষ্যতের ভোট, উন্নয়ন আর মর্যাদার ভোট। বিহারের মানুষ এবার দীর্ঘ ২০ বছরের পুরনো শাসনকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত।ভ্রুসকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেন, আমরা সমগ্র বিহারে ঘুরে প্রচার করছি। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর-সব জায়গায় একটাই বার্তা পাচ্ছি, জনগণ পরিবর্তন চায়। মানুষ চাকরি চায়, শিক্ষা চায়, হাসপাতাল চায়, কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য চায়। তারা আর প্রতিশ্রুতির রাজনীতি নয়, বাস্তব উন্নয়ন দেখতে চায়। তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল আত্মবিশ্বাসের সুর-এই নির্বাচনে বিহারের মানুষ নিজেদের অধিকার বুঝে ভোট দেবে। তারা বুঝে নিয়েছে, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন।তেজস্বীর দাবি, বিহারের জনসাধারণ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এবার আর পুরনো রাজনীতিতে তারা বিশ্বাস রাখবে না। তিনি বলেন, গত ২০ বছরে যারা ক্ষমতায় থেকেও বিহারের যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারেনি, কৃষকদের জন্য কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, শিক্ষাক্ষেত্রকে পিছিয়ে রেখেছে, তাদেরকে এবার ঘরে ফেরার সময় এসেছে। মানুষ এখন উন্নয়ন চায়, মর্যাদা চায়, সমান সুযোগ চায়।আরজেডি নেতা আরও জানান, তাঁর দল জনগণের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তৈরি করেছে। তিনি বলেন, আমরা সরকার গঠন করলে প্রথম কাজ হবে মানুষের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। দুর্নীতি, বেকারত্ব, ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবক্ষয়-এই তিনটি ক্ষেত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।তেজস্বী যাদবের ভাষণে বিশেষভাবে উঠে আসে নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টি। তিনি ঘোষণা করেন, আমরা সরকার গঠনের পর ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন থেকে ' বহিন মান যোজনা' চালু করব। এই প্রকল্পের অধীনে বিহারের প্রত্যেক যোগ্য মহিলা বছরে ৩০,০০০ টাকা পাবেন, যা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। এই টাকা মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা বাড়াবে, তাদের পরিবার ও সন্তানদের শিক্ষার জন্য কাজে লাগবে।এই ঘোষণার মাধ্যমে তেজস্বী একদিকে যেমন মহিলাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে রাজ্যের অর্থনৈতিক দিককেও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, একটি রাজ্য তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তার মা-বোনেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন। আমরা সেই দিকেই এগোতে চাই।রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্যে তৈরি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। এনডিএ শিবির থেকে অভিযোগ উঠেছে, তেজস্বী যাদব নির্বাচনের মুখে জনগণকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন। কিন্তু আরজেডি শিবিরের দাবি, এটি কোনও প্রলোভন নয়, বরং ন্যায়সংগত প্রতিশ্রুতি। তাঁদের মতে, রাজ্যের দরিদ্র মহিলাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুরক্ষা তৈরি করাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।প্রচারসভা থেকে তেজস্বী বারবার তুলে ধরেছেন বিহারের বাস্তব চিত্র। তিনি বলেন, আজও বিহারের বহু গ্রামে রাস্তা নেই, স্কুল নেই, হাসপাতাল নেই। মানুষকে বেসরকারি সংস্থার দয়ায় চলতে হচ্ছে। রাজ্যের যুবসমাজ কাজের খোঁজে বাইরে পাড়ি দিচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। আমরা সেই পরিবর্তন আনব।আরজেডির নির্বাচনী কৌশলেও স্পষ্ট ' ও পরিবর্তন' থিম। প্রচারের সময় তেজস্বী নিজেকে তুলে ধরছেন এক তরুণ, উদ্যমী ও শিক্ষিত মুখ হিসেবে, যিনি পুরনো রাজনীতির বাইরে নতুন ধারার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর বক্তব্য, আমি রাজনীতি করতে আসিনি ক্ষমতা ভোগ করার জন্য। আমি এসেছি কাজ করার জন্য, মানুষের পাশে থাকার জন্য। আমরা এমন একটি বিহার গড়তে চাই, যেখানে কোনও যুবক কাজের অভাবে ঘর ছাড়তে বাধ্য হবে না।তেজস্বীর প্রচারযাত্রায় যেভাবে মানুষ ভি। করছেন, তা তাঁর দাবি আরও জোরালো করে তুলছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা, কৃষকরা, এবং বিশেষত তরুণ প্রজন্ম তাঁর সভায় ব্যাপক উপস্থিতি দেখাচ্ছেন। অনেক জায়গায় তেজস্বীর প্রচারে দেখা গেছে জনতার ঢল, যা শাসকদলের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।তবে শুধু প্রতিশ্রুতির রাজনীতি নয়, তেজস্বী যাদব তাঁর বক্তৃতায় বারবার বর্তমান সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনাও করছেন। তিনি বলেন, গত দুই দশকে প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের থেকে দূরে রাখা হয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেড়েছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধসে পড়েছে, কৃষকের ঋণ মুকুব হয়নি। মানুষ এখন পরিবর্তন চায় কারণ তারা আর মিথ্যা শুনতে চায় না।তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না, আমরা পরিকল্পনা দিচ্ছি। আমাদের রোডম্যাপে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে কোন ক্ষেত্রে কত বিনিয়োগ হবে, কোথা থেকে টাকা আসবে এবং কত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। আমাদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তেজস্বী যাদবের এই আত্মবিশ্বাস অনেকটাই নির্ভর করছে বিহারের তরুণ ভোটারদের উপর। রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার ৩৫ বছরের নিচে। এই বিশাল যুবশক্তি যদি আরজেডির পাশে দাঁ।ায়, তাহলে বিহারের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে একেবারে মূল থেকে।অন্যদিকে, এনডিএ শিবিরও পাল্টা প্রচারে নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করছেন, তাঁদের সরকারই রাজ্যে স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা এনেছে। তাঁদের মতে, তেজস্বী যাদবের প্রতিশ্রুতি অবাস্তব এবং অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব। তবে মাঠের পরিস্থিতি কিন্তু অন্য কথা বলছে-জনসভায় জনতার উচ্ছ্বাস, সোশ্যাল মিডিয়ায় তেজস্বী সমর্থকদের সক্রিয়তা, সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে জোরে।ভোটের আর মাত্র দুদিন

সংখ্যালঘুদের জেলে রাখার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, ঃ মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২টি রাজ্যে শুরু হচ্ছে এসআইআর! এমন আবহে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘুদের জেলে আটকে রাখার বিরুদ্ধে এবার কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন

জানানো হল।আবেদনকারীর বক্তব্য, ২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিল, এই তিন দেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তবু দেশের নানা প্রান্তে বহু মানুষ এখনও আটক রয়েছেন রাজ্যগুলির কারাগারে। তাঁদের দ্রুত মুক্তির দাবিতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আবেদনকারী।সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি-র ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, আগে মামলা আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়ের করুন, তারপর শুনানির ব্যবস্থা করা হবে।আদালত যদিও এখনও শুনানির দিন ঠিক করেনি, তবু এই আবেদনকে ঘিরে আইনি মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

প্রকৃতির দান রক্ষা করে টেকসই উন্নয়নের পথে হাঁটুক উত্তরাখণ্ড ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আহ্বান

দেহরাদূন, ৪ নভেম্বর ঃউত্তরাখণ্ড গঠনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার রাজ্যের রাজধানী দেহরাদূনে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল সমগ্র উত্তরাখণ্ড। রজত জয়ন্তীর এই বিশেষ দিনে উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে রাজ্যের জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল প্রকৃতি, উন্নয়ন, সংবিধান ও দায়িত্ববোধ-এই চারটি মৌলিক স্তম্ভের গুরুত্ব।রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, উত্তরাখণ্ড এক অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী। এই রাজ্যকে প্রকৃতি নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছে। তুষারশৃঙ্গ, নদী, বনভূমি-সবকিছুই একে করে তুলেছে ভারতের মুকুটের রত্ন। কিন্তু এই সম্পদ আমাদের কেবল গর্ব নয়, এটি আমাদের দায়িত্বও। প্রকৃতির উপহার সংরক্ষণ করেই রাজ্যকে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পাহাড়ি রাজ্যগুলির উন্নয়নের মডেল সমতলের রাজ্যগুলির মতো হতে পারে না। রাষ্ট্রপতির কথায়, উত্তরাখণ্ডের উন্নয়ন মানে কেবল স।ক বা বিল্ডিং নয়, বরং এটি এমন এক পথ যেখানে পরিবেশ ও প্রগতির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত নয়, সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নই হবে আগামী দিনের পথ।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উত্তরাখণ্ডের ২৫ বছরের যাত্রাপথের প্রশংসা করে বলেন, এই রাজ্যের উন্নয়ন একদিনে আসেনি। এটি সম্ভব হয়েছে বিধায়ক, প্রশাসন ও সর্বোপরি সাধারণ মানুষের অবদানের মাধ্যমে। আপনারা যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের অগ্রগতির জন্য কাজ করেছেন, তা সমগ্র দেশের জন্য অনুপ্রেরণা।তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ববোধের কথাও। রাষ্ট্রপতি বলেন, একজন বিধায়কের আসল শক্তি জনগণের সঙ্গে তাঁর সংযোগ। নির্বাচনী এলাকার মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, তাঁদের সমস্যা শোনা ও সমাধান করা-এই কাজই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। যারা জনগণের সেবা করার সুযোগ পান, তাঁরা প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের ভিত্তি।রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, সংবিধানই ভারতের আত্মা, আর সংবিধানের প্রতিটি নির্দেশিকার প্রতি সম্মান জানানোই জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন-' নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি'। এটি কেবল আইনি বিষয় নয়, বরং সমতার নীতি ও একতার প্রতীক। উত্তরাখণ্ড যে এই সাংবিধানিক নির্দেশিকা বাস্তবায়নের পথে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে, তার জন্য আমি এই বিধানসভার সদস্যদের প্রশংসা জানাই।ভ্রুরাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য বিশেষ তাপর্যপূর্ণ, কারণ উত্তরাখণ্ডই দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) প্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁর প্রশংসা যেন রাজ্য সরকার ও জনগণ উভয়ের প্রতি একটি স্বীকৃতি-যেখানে আধুনিক আইনব্যবস্থার সঙ্গে সাংবিধানিক চেতনা একত্রিত হয়েছে।দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, সংবিধান আমাদের শিখিয়েছে সমতা, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের পথ। আমাদের কাজ হবে সেই নীতিগুলিকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করা। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষ, শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে সুযোগের সমানতা নিশ্চিত করলেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।রাষ্ট্রপতি আরও জানান, উন্নয়নের পথে পরিবেশকে বাদ দিয়ে এগোনো কখনও টেকসই হতে পারে না। তিনি বলেন, উত্তরাখণ্ড হল গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী, অলকানন্দার জন্মভূমি। এখানকার প্রতিটি পাহা।, প্রতিটি নদী আমাদের জীবনের অংশ। আমাদের কর্তব্য এই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা। উন্নয়ন হবে, কিন্তু সেই উন্নয়ন হবে এমন যে, আগামী প্রজন্মও এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে।রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় তাঁর পরিবেশসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রপতি মুর্মু নিজেই বহুবার বলেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানই তাঁর জীবনের মূল দর্শন। উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ি রাজ্যের প্রেক্ষাপটে এই দর্শন আরও গভীর অর্থ পায়।দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, উত্তরাখণ্ডের মানুষ পরিশ্রমী, সাহসী এবং সৎ এখানকার মানুষ সীমান্তে দেশরক্ষা করেন, আবার পর্বতের দুর্গম পথে জীবনযাপন করেন। তাঁদের প্রতিটি সংগ্রাম আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই রাজ্য কেবল ভৌগোলিক নয়, এটি এক মানসিক শক্তির প্রতীক।রাষ্ট্রপতি এদিন আরও বলেন, আমরা যখন কোনও রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলি, তখন মনে রাখতে হবে, উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক নয়-এটি সামাজিক ও নৈতিকও হতে হবে। শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন-এই তিনটি ক্ষেত্রই রাজ্যের আসল অগ্রগতির মাপকাঠি। আমি আশা করি, উত্তরাখণ্ড আগামী দিনে এই ক্ষেত্রগুলিতে আরও অগ্রগতি দেখাবে।তিনি উত্তরাখণ্ড বিধানসভাকে আহ্বান জানান, যেন তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। রাষ্ট্রপতির কথায়, জনগণের মনের কথা শুনুন, তাঁদের স্বপ্নের সঙ্গে নিজেদের লক্ষ্য মিলিয়ে নিন। জনগণের কণ্ঠস্বরই গণতন্ত্রের আসল শক্তি।এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একদিকে যেমন উত্তরাখণ্ডের ২৫ বছরের সাফল্যের কৃতিত্ব দিলেন রাজ্যের নেতৃত্বকে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্যও একটি দিশা দেখালেন-যেখানে পরিবেশ, সংবিধান ও সমাজ একসঙ্গে চলবে।বিধানসভা চত্বরে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে তৈরি হয়েছিল এক অনন্য পরিবেশ। পাহাড়ের কোলে জন্ম নেওয়া রাজ্যটি যে আজ এক নতুন পথের সন্ধানে, তা তাঁর ভাষণের প্রতিটি শব্দেই প্রতিফলিত হয়।রাষ্ট্রপতির বার্তা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ-উন্নয়ন হোক, কিন্তু প্রকৃতির হাত ধরে। অগ্রগতি হোক, কিন্তু সংবিধানের পথ মেনে। আর রাজনীতি হোক, জনগণের কল্যাণের জন্য।এই আহ্বান যেন কেবল উত্তরাখণ্ডের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জন্য এক স্মরণীয় বার্তা হয়ে রইল-প্রকৃতির দান রক্ষা করেই আমরা টেকসই উন্নয়নের পথে এগোতে পারি, আর সেটিই হবে স্বাধীন ভারতের সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর সংবিধান ও সংস্কৃতির প্রতি।

আলোয় ভাসবে বারাণসী! দেব দীপাবলির আগে গঙ্গা ঘাটে সাজো সাজো রব, প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে

বারাণসী, ৪ নভেম্বর ঃদীপের উৎসব শেষে এখন বারাণসী প্রস্তুত আরও এক মহোসবের সাক্ষী হতে-দেব দীপাবলি। আগামী বুধবার, ৫ নভেম্বর, মহাপবিত্র গঙ্গার তীরে জ্বলে উঠবে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ, আর সেই আলোয় স্নাত হবে সমগ্র কাশী নগরী। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়। গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে মন্দির, অলিগলি, প্রতিটি কোণায় এখন শুধুই আলো আর আনন্দের উচ্ছ্বাস।ভ্রপ্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার দিন পালিত হয় দেব দীপাবলি। দীপাবলির প্রায় পনেরো দিন পর এই পবিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, এই দিনেই ভগবান শিব ত্রিপুরাসুর নামের রাক্ষসকে বধ করেছিলেন। সেই বিজয়ের আনন্দে দেবতারা স্বর্গলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসব পালন করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য আজও জীবন্ত রয়েছে বারাণসীর গঙ্গাতীরে।ই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া গঙ্গা মহোৎসব ইতিমধ্যেই শহরে উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। গঙ্গার তীরে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংগীত, নৃত্য, আলো ও শব্দের মেলবন্ধনে জমে উঠেছে কাশীর প্রান্তর। স্থানীয় শিল্পী থেকে শুরু করে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীরাও এই উৎসবের অংশ। আর তার পরদিনই দেব দীপাবলির মহোৎসব-যেখানে বারাণসীর প্রতিটি ঘাট এক একটি আলোকসজ্জিত মন্দিরে পরিণত হবে।এদিন শহরের বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাট, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট, অস্যী ঘাট, পঞ্চগঙ্গা ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট-সব জায়গায় চলছে কর্মব্যস্ততা। ঘাটে ঘাটে সাজানো হচ্ছে প্রদীপ, রঙিন ফুল, আর বন্দনার সাজ। প্রতিটি ঘাটে হাজার হাজার মানুষ মিলে আলো জ্বালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশের পাশাপাশি এনডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে গঙ্গার তীরে, যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে।বারাণসীর সাংস্কৃতিক হৃদয় এই দেব দীপাবলি শুধুই ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি এক মহাসংস্কৃতিক প্রদর্শনীর রূপ নিয়েছে। গঙ্গার আরতি, বেদ পাঠ, সঙ্গীত, নৃত্য, আর ফোটোতুল্য দৃশ্যের মধ্যে যেন কাশী নিজেই আত্মপ্রকাশ করে এক দেবনগরী হিসেবে। পর্যটকদের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন। হোটেল, লজ, ধর্মশালা-সব জায়গা ভর্তি। স্থানীয় প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, এবারের দেব দীপাবলিতে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ গঙ্গা ঘাটে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।উৎসব উপলক্ষে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা সাজানো হয়েছে রঙিন আলোয়। রাত নামলেই বারাণসী যেন পরিণত হয় আলোকময় স্বপ্নপুরীতে। গঙ্গার উপর ভেসে থাকা হাজারো প্রদীপের প্রতিফলনে তৈরি হয় এমন এক দৃশ্য, যা প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই দৃশ্যই দেখতে এবারও উসুক মানুষ আসছেন কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই থেকে শুরু করে বিদেশ পর্যন্ত।ভ্রদেব দীপাবলি কেবল আলো ও আধ্যাত্মিকতার উৎসব নয়, এটি মানুষের ভক্তি, ঐক্য ও আনন্দের প্রতীক। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে গঙ্গায় স্নান করলে জন্মজন্মান্তরের পাপ মোচন হয়। তাই সকাল থেকেই শুরু হবে তীর্থযাত্রীদের ভিড়। ঘাটে ঘাটে পূজার আযো়জন করা হবে ভগবান শিব, মা গঙ্গা ও দেবদেবীর উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যা নামতেই শুরু হবে গঙ্গা আরতি-যা বারাণসীর চিরচেনা অথচ প্রতি বছরই নতুন রূপে মুগ্ধ করে সকলকে।এ বছর দেব দীপাবলিকে ঘিরে বিশেষ আকর্ষণ থাকছে গঙ্গা আলোক উৎসব। প্রশাসনের উদ্যোগে গঙ্গার দুই তীরে প্রায় ১২ লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি থাকবে লেজার শো, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আতশবাজির প্রদর্শনী। শিল্পীদের পরিবেশনায় ভরপুর থাকবে ভজন, ক্লাসিকাল সঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং বেদোচ্চারণ।স্থানী বাসিন্দা অমিত পাণ্ডে বলেন, আমাদের কাছে দেব দীপাবলি মানে গঙ্গা মায়ের পূজা। এই দিনটি আমরা সারা বছর অপেক্ষা করি। বারাণসী যেন নিজের প্রাণ ফিয়ে পায় এই উৎসবে। আরেক ঘাটবাসী বৃদ্ধা সরস্বতী দেবী বলেন, আমাদের বাবা-মায়েরা যেমন ভক্তিভরে এই দিনটি পালন করতেন, আমরাও সেই ঐতিহ্য ধরে রাখছি। প্রদীপ জ্বালিয়ে মনে হয় যেন দেবতারা নিজেরাই আমাদের মাঝে নেমে আসেন।এই উৎসবের ধর্মীয় দিক যেমন গভীর, তেমনি সামাজিক অর্থও প্রবল। স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বলেন, দেব দীপাবলির সময়ে তাঁদের বিক্রি বহু গুণ বেড়ে যায়। প্রদীপ, ফুল, মাটির পাত্র, গঙ্গাজল-সবকিছুর চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এক অর্থে, এই উৎসব বারাণসীর অর্থনীতিকেও নতুন গতি দেয়।দেব দীপাবলির আগের দিন থেকেই শুরু হবে ঘাট পরিদর্শন। পর্যটন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তের পর্যটকরা যাতে নির্বিঘ্নে উৎসব উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। গঙ্গার দুই পাড়ে ফুড কোর্ট, হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক স্টল বসানো হচ্ছে, যাতে দর্শনার্থীরা উত্তরপ্রদেশের ঐতিহ্য ও স্বাদ উপভোগ করতে পারেন।বারাণসীর মেয়র অশোক ত্রিপাঠী বলেন, দেব দীপাবলি আমাদের শহরের আত্মা। এটি কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বারাণসীর পরিচয়। আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রতিটি অতিথি, প্রতিটি দর্শনার্থী এখানে এসে অনুভব করতে পারেন গঙ্গার পবিত্রতা ও বারাণসীর আতিথেয়তার উষ্ণতা।উৎসবের আগের রাতেই গঙ্গার ঘাটে rehearsals চলছে গঙ্গা আরতির। পুরোহিতরা ও সেবায়েতরা একযোগে প্রস্তুত হচ্ছেন মহা আরতির জন্য। ভক্তদের মধ্যে উচ্ছ্বাস তুঙ্গে। নদীর তীরে ভেসে চলা শঙ্খধ্বনি, ঢাকের আওয়াজ আর ভক্তিগান মিশে যাচ্ছে সন্ধ্যার নরম আলোয়।৫ নভেম্বরের সন্ধ্যায়, সূর্য অস্ত গেলেই শুরু হবে সেই মহাউসব-যখন গঙ্গার জলে প্রতিফলিত হবে হাজারো প্রদীপের আলো, আকাশে ছুটবে আতশবাজির রঙিন ঝলক, আর বারাণসী যেন মুহূর্তে পরিণত হবে দেবলোকের এক টুকরো প্রতিচ্ছবিতে।ভ্রদেব দীপাবলি শুধুমাত্র এক দিনের উৎসব নয়-এটি বারাণসীর আত্মার সঙ্গে জড়িত এক চিরন্তন বিশ্বাস। আলোয় অন্ধকারকে জয় করার এই প্রতীকী উৎসবে যেন মিশে থাকে প্রার্থনা, ভক্তি, ও মানবতার বার্তা। আর সেই কারণেই, বছর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, কাশী আজও জ্বলে ওঠে লক্ষ প্রদীপে-আলোয়, ভক্তিতে ও চিরন্তন ঐশ্বর্যে।

সামাজিক মাধ্যমে অঞ্জুম, মিতালি, ঝুলনের বার্তায় আবেগে ভাসলেন ক্রীড়াপ্রেমীরা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, ঃরবিবার রাতে ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। সেই দলকে ৫২ রানে হারিয়ে পূরণ হয় ভারতের স্বপ্ন। বিশ্বজয়ের পর উচ্ছ্বাসে ভাসে টিম ইন্ডিয়া। তবে এই উসব শুধু বর্তমানদের নয়, প্রাক্তনীদেরও। হরমনপ্রীত কৌর তা ভোলেননি। তিনি উদ্যাপনের মঞ্চে টেনে নিয়ে আসেন মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামী, অঞ্জুম চোপড়াদের। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর প্রাক্তনীদের হাতে ট্রফি তুলে দিয়ে বলেন, ' এটা আপনাদের জন্যও।' একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হচ্ছে।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)-এর চেয়ারম্যান জয় শাহের হাত থেকে ট্রফি নেওয়ার পর হরমনপ্রীত প্রথমে দলের সঙ্গে উদ্যাপন করেন। এর পর ভিডিয়োতে দেখা যায়, ভারত অধিনায়ক ও খেলোয়াড়রা প্রাক্তন ক্রিকেটার অঞ্জুম চোপড়া, মিতালি রাজ ও ঝুলন গোস্বামীর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে কিংবদন্তিরা তখন আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।সে ছিল এক স্মরণীয় মুহূর্ত, যখন প্রাক্তন, বর্তমান মিলেমিশে একাকার। একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। চোখে আনন্দের অশ্রু। সেই সময়ে ঝুলন গোস্বামীর কাছে গিয়ে হরমনপ্রীত ও স্মৃতি মান্ধানা বলেন, ' আপনার জন্য আমরা বিশ্বকাপ জিততে পারিনি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।' সেই মুহূর্তে ঝুলন একেবারে আবেগে ভেসে যান। আটকাতে পারেননি নিজের চোখের জলও।নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে ঝুলন লেখেছেন, ' আমার স্বপ্ন ছিল, আর তোমরা সেটা পূরণ করেছো। শেফালি বর্মার ৭০ রান ও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, দীপ্তি শর্মার হাফ-সেঞ্চুরি ও পাঁচ উইকেট দু'জনের অসাধারণ পারফরম্যান্স। ট্রফি এখন আমাদের কাছে।'

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য খুবই ইতিবাচক এবং আনন্দের দিন হবে। উদ্যমী এবং উৎসাহী বোধ করবেন, চারপাশের লোকেদের অনুপ্রাণিত করবেন। আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে, যা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন সুযোগের মুখোমুখি হতে সাহায্য ।

বৃষঃ শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বা।ে। নতুন টাকাপয়সা বানানোর সুযোগ লাভজনক হতে পারে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন। ভালোবাসার মানুষটি রোম্যান্টিক মেজাজে থাকবে।

মিথুনঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সর্দিকাশিতে ভুগতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবেন না। পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য গর্ব বোধ করবেন। গৃহঋণের আবেদন মঞ্জুর হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃদাম্পত্য জীবনে কিছুটা মানসিক অশান্তি থাকবে। ছোট অস্ত্রোপচার বা রক্তপাতের যোগ রয়েছে। আইনি কাজকর্মের ক্ষেত্রে আজ কিছুটা বাধা পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সিংহঃ সারাদিন আপনার মধ্যে ভরপুর শক্তি থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। ব্যবসায়ীরা ভালো ফল পাবেন। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে।।

কন্যা ঃআজ অবিবাহিতদের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হতে পারে। শারীরিক কষ্ট ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যেতে পারে। কর্মস্থানে অধস্তন কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়াতে পারেন। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে লোকসান হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

তুলাঃবিনিযো়গকারীরা ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভালো। চুক্তি সম্পন্ন হবে। এই রাশির কোনও কোনও জাতক ছোটখাটো স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগতে পারেন। আপনার মেজাজের পরিবর্তন পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে। যাঁরা নতুন বাড়ির সন্ধান করছেন, তাঁরা সঠিক জায়গা খুঁজে পাবেন। শুভ দিন।

বৃশ্চিকঃব্যবসায় আজ মুনাফা বাড়বে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের। আজ নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করুন, না হলে বড় বিপদে পড়তে পারেন। হাড়ে আঘাত পাওয়ার যোগ রয়েছে। আইনি সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাছের বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। শুভ দিন।

ধনুঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। এই রাশির জাতক-জাতিকার মধ্যে কেউ কেউ সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য

মকরঃ আজ আয় মন্দ হবে না মকর রাশির জাতকদের। প্রতিবেশীর কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। আগের আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। কাউকে বিশ্বাস করে আর্থিক সাহায্য করলে ক্ষতি হতে পারে। দাম্পত্যে মতভেদ বাড়বে। কমিশন ভিত্তিক কাজে আয় বাড়বে।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জন্য একটি ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক দিন হতে পারে। নতুন সুযোগ এবং অভিজ্ঞতা তৈরি হবে। সামাজিক জীবন প্রাণবন্ত এবং অর্থপূর্ণ হবে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলিকে ভালবাসা এবং সম্প্রীতির সঙ্গে সমৃদ্ধ করবেন। ঃ সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করবে।।

মীনঃ আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আপনার

আবহাওয়া

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে মোটের ওপর এখন আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। তবে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত ভাবে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী দুই থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।সেই মতো মঙ্গলবার সকালে পারদ সামান্য নেমেছে। মৃদু ঠান্ডাও অনুভূত হয়েছে। এদিন ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি কম। যদিও উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিনে তাপমাত্রার আর খুব বেশি হেরফের হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপর। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ফলে ৫ তারিখ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মিনিটে।

ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

সন্দেশখালি, ৪ নভেম্বর ঃ ভিন রাজ্যে পরিযায়যী শ্রমিকের ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার, কফিনবন্দি মৃতদেহ ফিরলো সন্দেশখালির বাড়িতে, শোকের ছায়া এলাকায়। পরিবার সুত্রে খবর,সন্দেশখালি দু নম্বর ব্লকের বছর উনিশের মোস্তাফা মিস্ত্রী, মাস ছয় আগে মুম্বাইতে কাজ করতে গিয়েছিলেন । সেখানে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি । যুবককে বিভিন্ন সমে বাঙালি ও বাংলাদেশি বলে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিলো । অতপূর সে বাড়িতেও ফিরে আসার মনস্থির করেছিলো বলে তার পরিবার সুত্রে জানা গেছে। কয়েকদিন আগে মুম্বাই রেল স্টেশন এর পাশে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় । স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরিবার কে প্রশাসনের তরফে বিষয়টি জানানো হয়। মঙ্গলবার তার কফিনবন্দী মৃতদেহ এসে পৌঁছায় সন্দেশখালির বাড়িতে। সন্দেশখালি দু নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মল্লিক বলেন এই ঘটনা নিন্দনীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবিতে লড়াই করছেন,বাঙালীদের প্রতি এই অমানবিকতা, বাংলার মানুষ ভালো ভাবে নেয় না। মৃত যুবকের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন বাঙালী হওয়ার কারনে ও বাংলা ভাষায় কথা বলার কারনেই অকালে প্রাণ গেলো এই খেটে খাওয়া মানুষটির। স্থানীয়দের কথায়,একদিকে যখন বাংলায় এস আই আর লাগু হয়েছে তারই মধ্যে বাঙালি শ্রমিকদের মৃতদেহ ভিন রাজ্য পাওয়া রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । কারণ সন্দেশখালি এলাকার বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে বাইরের রাজ্যে আছেন। মৃতের পরিবারের তরফে দাবি, কাজ করতে মুম্বাই যাওয়ার পর থেকেই বাঙালী হওয়ার কারনে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিলো তাদের ছেলেকে,বাঙালী হওয়ার জন্যই তাদের ছেলে কে মরতে হলো।

উপাচার্য চিরঞ্জীবের নির্দেশেযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসবে দ্রুত

নিজস্ব সংববাদদাতা, কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করলেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রায় আড়াই বছর পর এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থায়ী উপাচার্য পেল। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মান উন্নয়ন, নতুন অধ্যাপক নিয়োগ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মানোন্নয়নের জন্য অধ্যাপক নিয়োগ জরুরি। এনিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলব। ডিসেম্বরে সমাবর্তন করানো যায় কি না, দেখছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট নিয়েও সকলের সঙ্গে কথা বলব। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান অধ্যাপক, আধিকারিকরা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির উপর হামলা এবং ক্যাম্পাসের ভিতর ঝিলে পড়ে গিয়ে এক ছাত্রীর মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে যায়। এরপরই যাদবপুরের দু'টি ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত ৭৪টি সিসি টিভি বসানোর জন্য অর্থ মঞ্জুর করে রাজ্য সরকার। দ্রুত সিসিটিভি বসানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন চিরঞ্জীব। বলেছেন, শুধু সিসিটিভি নয়, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের ব্যাপারেও সরকারের সঙ্গে আলোচনা করব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনায় রাজ্যপাল রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আশুতোষ ঘোষ।

বন্ধুর প্ররোচনায় প্রেমিকা খুনের পরিকল্পনা,গ্রেপ্তার হরিদেবপুরের শুটার!

নিজস্ব সংববাদদাতা, কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ হরিদেবপুর শুটআউট কাণ্ডে এবার পুলিশের জালে ধরা পড়ল শুটারও। সোমবার রাতে বালিগঞ্জের ডেরা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বেহালার সরশুনা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র। এর আগে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুলিবিদ্ধ মহিলার প্রেমিক বাবলু ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাতেই তার বন্ধু বাপ্পা দাসকেও পুলিশের হাতে আটক করা হয়। বালিগঞ্জ থেকে ধৃত বাপ্পা জেরায় জানিয়েছে, সে গুলি চালিয়েছিল। এর পেছনের নেপথ্য কাহিনিও তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন। সোমবার প্রাতঃভ্রমণের সময় প্রাণঘাতী হামলা চলে হরিদেবপুরের বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব মৌসুমী হালদারের উপর। পিছন থেকে বাইকে এসে দু'জন তাঁকে গুলি করে। পিঠে গুলি লাগায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়তে পড়তেই প্রেমিক বাবলু ঘোষের নাম জানিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সেই বয়ান এবং প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ তিন ঘণ্টার মধ্যে বাবলুকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, মৌসুমী ও বাবলুর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণে এই হামলা। সম্প্রতি প্রেমের সম্পর্ক থেকে মৌসুমী বেরিয়ে আসতে চাইলেও নাছোড় বাবলু। আর তার জেরেই প্রাণে মেরে ফেলার ছক। পুলিশি জেরায় বাবলু জানিয়েছে, অপর ধৃত তথা শুটার বাপ্পা তার বন্ধু। একদিন মদের আসরে দুই বন্ধুর মধ্যে এনিয়ে আলোচনা হয়। সব শুনে বাপ্পা নাকি বলেছিল, মৌসুমীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটা সে করে দেবে। তাতে রাজি হয়ে দুই বন্ধু মিলে খুনের ষড়যন্ত্র করে এবং সোমবার সকালে সেই চেষ্টা করা হয়। পরিকল্পনামাফিক পিস্তল থেকে মৌসুমীকে গুলি করা হয়, কিন্তু তিনি বেঁচে যাবেন, তা কেউ ভাবতে পারেনি। শুটআউটের পর বাবলু ও বাপ্পা তড়িঘড়ি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরে বাবলু পুলিশের জেরায় বাপ্পার নাম জানায়, যার ভিত্তিতে বালিগঞ্জ থেকে বাপ্পা গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ জানায়, ব্যবহৃত পিস্তলটি বাবলুর। দেড় বছর আগে তিনি সরশুনার এক ব্যক্তির কাছ থেকে পিস্তলটি পেয়েছিলেন। বাপ্পা ওই পিস্তল থেকে মৌসুমীর দিকে গুলি চালিয়েছিল। বাবলুর দাবি, সরশুনার সেই ব্যক্তি তাকে পিস্তলটি রাখতে বলেছিলেন, পরে তিনি মারা যান, তাই পিস্তল বাবলুর কাছে এসেছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

হাই কোর্টে বিজেপির অবস্থান বদল, বর্ধমানে শুভেন্দুর ৯ নভেম্বর মিছিল

হাই কোর্টে পিছু হঠল বিজেপি! বর্ধমানে বুধবার বর্ধমানে বিজেপির মিছিলের সিঙ্গেল বেঞ্চের অনুমতি চ্যালেঞ্জ মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে নিজেদের অবস্থান বদল করল বিজেপি। আদালতের নির্দেশে ৯ নভেম্বর মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বে আরোপিত শর্তাবলীও বহাল থাকবে। তবে আজ, মঙ্গলবার সোদপুরের মিছিলের বিষয়ে হাই কোর্ট কোনো নির্দেশ দেননি। ৫ নম্ভেবর বর্ধমানের ব।নীলপুর থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করে বিজেপি। দ্বারস্থ হয় হাই কোর্টেরও। আজ, হাই কোর্টের একক বেঞ্চ মিছিলের অনুমতি দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। মামলাটি ওঠে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয.পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে বিচারপতিদের নির্দেশ ৯ তারিখ মিছিল করতে পারবে বিজেপি। আদালতে আগামিকাল মিছিলের বিরোধিতা করে রাজ্য জানায়, গুরু নানকের জন্মদিন রয়েছে বুধবার। তিনকনিয়া গুরুদ্বারা কার্জন গেট থেকে ৭০০ মিটার দূরে। আরেকটি চরণকমল গুরুদ্বার ৮০০-৯০০ মিটার দূরে। গুরু নানাকের জন্মজয়ন্তীর জন্য সারাদিন ভি। থাকবে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এরা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সারবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকের ভি। হবে। আমরা কি নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য অন্য কারো মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারি? পুলিশ শত্রু নয়। আদালত যদি মনে করে পুলিশের সমস্ত পদক্ষেপ খারাপ এটা কি করে হয়। অন্যদিন কর্মসূচি করা হোক। এছাড়াও রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বঃে দ্যাপাধ্যায় জানান, নদিয়া শান্তিপুর-সহ একাধিক জায়গা থেকে রাসের জন্য লোকের ভি। হয়। কার্জন গেট শহরের মধ্যমনিতে। সেখানে সমস্যা হবে। শিখ কমিউনিটি গুরুদ্বারা প্রবর্ধন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গুরুদ্বারাগুলো ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে ভারতীয় ভোটার হল বাংলাদেশি যুবক, আসল বাড়ি-বাংলাদেশে

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ , ৪ নভেম্বর ঃ নাম-নাজমুল গাজী, শ্বশুর নুর ইসলাম গাজী কে বাবা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি।হিঙ্গলগঞ্জের রামেশ্বরপুর সুতিরাটি সরদারপাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয়দের কথায়, নাজমুল গাজী হিঙ্গলগঞ্জের সুতিরাটি সরদারপাড়া এলাকায় এসে নুর ইসলাম গাজী র বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে নুর ইসলাম গাজীর

মেয়েকে বিয়ে করে, বিয়ে করার পরে স্ত্রীর বাবা- নুর ইসলাম গাজীকে বাবা সাজিয়ে ভারতীয় ভোটার কার্ড করে এবং ভারতীয় যতরকম নথিপত্র আছে সবই তৈরি করে সে। পাশাপাশি সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে শুরু করে। নাজমুল গাজীর দাবি তাদের বাবারা ওপারে চলে গেলেও তিনি যাননি,তার কথায় তিনি ছোট থেকে মামার বাড়ি মানুষ, তার কথায় যেহেতু তিনি শ্বশুরের কাছে আছেন তাই একাজ করেছেন।তাদের বাড়ি বাংলাদেশের শ্রীপুরে বলেও জানান তিনি। তাসলিমা বিবি বলেন তার স্বামী মামার বাড়ি থাকতো,বিয়ের পর তার বাবার কাগজপত্র নিয়ে ভোটার হয়েছেন। এই ব্যাপারে রামেশ্বরপুর বরুনহাট পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম বলেন-যদি কেউ অন্যায় ভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলে থাকে তাহলে প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নিক। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । মঙ্গলবার থেকে রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে এস.আই.আর এর কাজ,সেই আবহে আগামীদিনে কি হয় এই যুবকের তা সময়ই বলবে।

নথিতে নাম বিভ্রাট, উলুবেড়িয়ায় ‘আতঙ্কে’ তিরিশের যুবকের আত্মহত্যা!

নিজস্ব সংববাদদাতা, উলুবেড়িয়া, ৪ নভেম্বর ঃ এসআইআর আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার ঘটনা বাংলায়। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার খলিসানি এলাকার বছর তিরিশের এক যুবকের প্রাণহানির অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, সরকারি নথিতে নিজের নামের বানান ভুল হওয়ায় প্রবল মানসিক চাপে ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর নিথর দেহ। পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত আতঙ্কেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক। ঘটনার খবর পেয়েই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী পুলক রায়কে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জাহির মাল। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার খলিসানির বাসিঃদা ওই যুবকের বয়স ৩০ বছর। পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রি ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে তাঁর নাম ছিল না। তবে কমিশন প্রথমেই জানিয়েছিল, ২০০২ সালের লিস্টে যাদের নাম নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য ১১ টি নথি গ্রহণযোগ্য। শোনা যাচ্ছে, সেই ১১ টির মধ্যে কোনও নথিতে নামের বানান ভুল ছিল জাহিরের। এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর একাধিকবার সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন জাহির। বিভিন্ন জায়গায় যান। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেই ভুল সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। তাতেই আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেন জাহির। ঘরছাড়া হতে হবে না তো? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর মনে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। একই দাবি জানিয়েছে তৃণমূলও। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মন্ত্রী পুলক রায় পৌঁছেছেন মৃতের বাড়িতে। শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে নানা প্রশ্ন ও আশঙ্কায় ভুগছেন সাধারণ মানুষ। অজানা এক আতঙ্ক গ্রাস করেছে রাজ্যবাসীর মন।

দু- কুলই বজায় রাখতে সকাল সকাল ফর্ম হাতে বেরিয়ে পড়লেন বি.এল.ও-রা

নিজস্ব সংববাদদাতা, হাসনাবাদ, ৪ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এস.আই.আর এর প্রথম পর্যায়। আজ থেকেই বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন বুথ লেভেল অফিসার রা। একদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের গুরু দায়িত্ব পাশাপাশি বি.এল.ও র কাজ, দু- কুলই বজায় রাখতে সকাল সকাল ফর্ম হাতে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি বাড়ি। হিঙ্গলগঞ্জের রামেশ্বরপুর বরুণহাট পঞ্চায়েতের ৩৯ নাম্বার বুথে সকাল সকাল ই দেখা মিললো দায়িত্ব প্রাপ্ত বি.এল.ও ইকবাল হোসেনের। তিনি শিক্ষক ,পাশাপাশি বি.এল.ও র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার উপর। তাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন তিনি । সকালেই এলাকায় মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দায়িত্ব পালন করে তারপরে বিদ্যালয়ে যেতে হবে তারপর বিদ্যালয় ছুটির পর ফের বেরোবেন এস.আই.আরের কাজে । অন্যদিকে এস.আই.আর এর ফর্ম হাতে পেয়ে এলাকার মানুষ একটু হলেও চিন্তিত। যদি ভুল হয়ে যায় ফর্ম ফিলাপ করতে তাহলে কি হবে ? চিন্তিত গ্রামের সাধারন মানুষ থেকে বয়স্করা ।

চন্দননগরে এই প্রথম বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল অবস্থায় বিসর্জনের শোভাযাত্রা চাক্ষুষ করেন লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ৪ নভেম্বরর সকাল থেকেই চন্দননগরে বাইরের দর্শনার্থীরা ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রতি বছর বিসর্জনের শোভাযাত্রার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখতে হতো। আলোর শহর চন্দননগরে এই প্রথম বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল অবস্থায় বিসর্জনের শোভাযাত্রা চাক্ষুষ করেন লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী। ২০২৩ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের তৎপরতায় আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা। প্রায় ১২০ কোটি ব্যয়ে এ বারের জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেই সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায়, বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার পরম্পরায় ছেদ পড়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আঞ্চলিক আধিকারিক মধুসূদন রায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মাটির নীচ দিয়ে ১১ হাজার কিলো ভোল্ট লাইন গোটা চন্দননগর শহরে সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এর ফলে, শোভাযাত্রার দিন লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হবে না। রাজ্য সরকার ও মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে গোটা ফরাসডাঙা।
বাগবাজারের বাসিন্দা বলেন, ‘জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা বিশ্ববিখ্যাত। এই শোভাযাত্রা দেখতে বাইরে থেকে আত্মীয় স্বজনরা আমাদের বাড়িতে আসতেন। কিন্তু ওই দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় আলো, বাতাস ও পানীয় জল না থাকার সমস্যা হতো। গরমেও কষ্ট হতো। এখন আর এই কষ্ট ভোগ করতে হবে না।’ মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, ‘বিসর্জনের দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হতো। সেই কারণে পানীয় জলের গাড়ি বিভিন্ন এলাকায় পুরনিগম থেকে পাঠাতে হতো। নাগরিকদের সাময়িক অসুবিধেও হতো।কিন্তু আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগরকে মর্যাদা দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখার ব্যবস্থা করেছেন।’ এ দিন সন্ধে থেকেই চন্দননগর স্ট্র্যান্ড ঘাটে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। সেখানে ভিড় সামাল দিতে পুলিশ ও বারোয়ারি পুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা হাজির ছিলেন। গঙ্গার ঘাটেও ছিল বাড়তি নজরদারি। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির বিসর্জন ও শোভাযাত্রা উপসমিতির চেয়ারম্যান মানব দাস জানান, এ বারে ৭০টি বারোয়ারি শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ২৪৫টি ট্রাক শোভাযাত্রায় হাজির ছিল। চন্দননগর স্ট্র্যান্ড ঘাট থেকে শোভাযাত্রা শুরু হবে। সেখান থেকে লক্ষ্মীগঞ্জের বাজার হয়ে তালডাঙা, বিদ্যালঙ্কার, পালপড়া হয়ে জ্যোতির মোড় ঘুরে স্ট্র্যান্ডে এসেই শোভাযাত্রা শেষ হবে। সারারাত ধরে শোভাযাত্রা ও বিসর্জনপর্ব চলে। ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর মিলিয়ে মোট ১৭টি গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বামীর পরকীয়ায় আপত্তি! অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ প্রেমিকার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা,মধ্যমগ্রাম, ৪ নভেম্বর ঃ স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় নির্মম পরিণতি! মধ্যমগ্রামের রোহন্ডা এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্বামীর প্রেমিকার বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই গৃহবধূর স্বামী ইন্তাজ আলি ও প্রতিবেশী প্রেমিকা আকলিমা বিবিকে গ্রেপ্তার করেছে। গুরুতর আহত অন্তঃসত্ত্বা মামুদা বিবি বর্তমানে বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অভিযোগ, ধৃত আকলিমার সঙ্গেই ইন্তাজের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে মামুদার বিবাদ দীর্ঘদিনের। টিউবওয়েল খারাপ হয়ে যাওয়ায় জল আনার জন্য অন্তঃসত্ত্বা মামুদা স্বামী ইন্তাজকে অনুরোধ করেন। তা নিয়ে দু'জনের অশান্তি চরমে পৌঁছয়। সেই সময় প্রতিবেশী আকলিমা এসে মামুদার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, তখনই আচমকা আকলিমা বাঁশ দিয়ে মামুদাকে মারধর শুরু করে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গুরুতর জখম হন মামুদা। তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। আক্রান্তের বাপের বাড়ির তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আক্রান্ত মামুদার মা করিমন বিবি বলেন, জামাইয়ের সঙ্গে পাশের বাড়ির এক মহিলার সম্পর্ক ছিল। তা থেকেই অশান্তি হয়। এদিন সামান্য জল আনা নিয়ে বচসার সময় মেয়েকে মারধর করে পাশের বড়ির মহিলা ও তার মেয়ে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

নিখোঁজ এক ব্যক্তির মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৪ নভেম্বর ঃ দুদিন নিখোঁজ থাকার পর খাল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ এক ব্যক্তির দেহ। মৃতের নাম ফিরোজ লস্কর।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে। রবিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল বারুইপুর থানার মল্লিকপুর ফরিদপুর লস্কর পাড়ার বছর ২৯ এর ফিরোজ

লস্কর। সোমবার রাতে বারুইপুর থানায.পরিবারের লোকজন নিখোঁজের ডায়েরি করে। মঙ্গলবার সকালেই বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর আকনা কাটাখালে এক ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখে পথ চলতি মানুষ।আর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায.বারুইপুর থানার পুলিশ। ফিরোজের পরিবারের লোককেও খবর দিলে সেখানে গিয়ে তারা দেহ শনাক্ত করে। সূত্রের খবর ফিরোজ সোনারপুর স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে হকারি করতো। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি নিয়ে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ এদিনই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। খুন না দুর্ঘটনা তার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, রবিবার সকালে কাজে বেরিয়েছিল ফিরোজ। তারপর দুপুরে ফোন করে জানায় দেরিতে ফিরবে। আফতাব বলে এক বন্ধুর সঙ্গে বাইকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বিকালের পরে আর তাঁর ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। আফতাব পরে জানিয়েছে ও ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। মদ্যপানের জন্য গিয়েছিল।পরিবারের লোকজনের দাবি খুন করা হয়েছে ফিরোজ কে। আফতাব কে ধরলে সব জানা যাবে। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে।আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

কুলতলিতে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংববাদদাতা, কুলতলি, ৪ নভেম্বর ঃ কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চাযেতের সানকিজান এলাকায. ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আইফোন না কিনে দেওয়ায় আত্মহত্যা করল নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। নাম দীপাঞ্জন দাস, বয়স ১৭ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীপাঞ্জন নিমপীঠ বিদ্যাভবনের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কয়েক মাস আগে প্রায.৩২ হাজার টাকা দিযে.তাকে একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দিয়েছিলেন তার বাবা ভাস্কর দাস। যিনি পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু জন্মদিন সে আবারও মা বাবার কাছে আইফোন কিনে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। তার পরিবার তা দিতে অস্বীকার করায় দীপাঞ্জন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। পরিবারের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে সে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছিল না। সোমবার বিকালে দিদার বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ দীপাঞ্জনকে না দেখতে পেয়ে খোঁজ করতে গিয়ে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। দ্রুত তারা জয়নগর কুলতলি ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার রাতেই মৃতদেহ উদ্ধার করে কুলতলি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

মেট্রো বিভ্রাটে চরম ভোগান্তি যাত্রীদের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ ফের মেট্রো বিভ্রাট। ব্লু লাইনের পাতালপথে থমকে যায় রেক, আংশিক মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকে। মঙ্গলবার দুপুরে কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয়, অনিবার্য কারণে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো চলবে, আর সেন্ট্রাল থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত আলাদাভাবে পরিষেবা থাকবে। যাত্রীদের ভোগান্তি হলেও বিকেল ৪টার দিকে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানা যায়। কলকাতায় মিছিল। বাস, ক্যাব ছেড়ে যাঁরা মেট্রোয় উঠেছিলেন, চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাঁদের। কবি নজরুল স্টেশন থেকে ২টো ৪০-এ যে মেট্রো ছেড়েছিল ৩টে ১০ মিনিটে এসে পৌঁছয় নেতাজি স্টেশনে। কোনও মতে রবীন্দ্র সদন এসে থামে। এর পরেই মেট্রোর আলো, এসি নিভিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীদের নেমে যেতে ঘোষণা করা হয় বলে জানান এক যাত্রী। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ময়দান স্টেশনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটেছে। তবে সেন্ট্রাল থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত কোনো অসুবিধা হয়নি। মেট্রোর ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্যার সমাধান করেন, এবং বিকেল ৪টার দিকে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

দুই প্রতিবেশীর ঝামেলা

মিনাখা,৪ নভেম্বর ঃ মিনাখা থানার ঘাগড়া গ্রামের ঘটনা। এখানে অমিত মন্ডল ও টিংকু প্রামানিক দুটি পরিবার পাশাপাশি বসবাস করে। এই দুই পরিবারের সাথে বহুদিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

নোটিস নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ০৪.১১.২০২৫, শিয়ালদহ ডিভিসনের নভেম্বর'২০২৫-এর ই-নিলাম কর্মসূচি যেটি চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস্ কর্তৃক ইতিপূর্বে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেটির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধনী, আংশিক পরিবর্তনটি নিম্নরূপঃ শিয়ালদহ ডিভিসনের বর্তমান নিলামের তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫। **শিয়ালদহ ডিভিসনের নিলামের পরিবর্তিত তারিখঃ ২৮.১১.২০২৫।** অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

STORES-47/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ভিডুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24239WB1980PLCO32554

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,
কলকাতা -৭০০০১৭
ফোন ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ / ২২৪০ ৩৩০৬
ওয়েবসাইটঃ www.vcmil.com ই-মেইলঃ companysecretary@groupmanjushree.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্তসার

প্রতি শেয়ারের তথ্য ব্যতীত লক্ষ টাকায়

বিশদ বিবরণ	তিন মাস শেষ ৩০.০৯.২০২৫	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ ৩০.০৬.২০২৫	সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বছরের শেষ তিন মাস ৩০.০৯.২০২৪	বছর থেকে আজ পর্যন্ত বর্তমান শেষ হওয়া সময়ের পরিসংখ্যান ৩০.০৯.২০২৫	সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বছরের শেষ ছয় মাস ৩০.০৯.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫ শেষ হওয়া পূর্ববর্তী সময়ের বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যান
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট পরিচালনা থেকে রাজস্ব -		১.৬১	৯.৮১	১.৬১	২১.৭২	৩৩.৪১
এই সময়ের জন্য নিট মুনাফা (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	২২৮.০৭	(২.৮৭)	১৭.৪১	২২৫.২০	২৩.২৯	১৩.১১
এই সময়ের জন্য নিট মুনাফা(কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	২১৪.১০	(২.৮৭)	১৭.৪১	২১১.২৩	২৩.২৯	৯.৮১
এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয়(এই সময়র জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় সহ)	২১৪.১০	(২.৮৭)	১৭.৪১	২১১.২৩	২৩.২৯	৯.৮১
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)				১১৭.৪২		(৯৩.৮১)
প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) (ক) মৌলিক	৪৭.৫৮	(০.৬৪)	৩.৮৭	৪৬.৯৪	৫.১৮	২.১৮
(খ) মিশ্রিত	৪৭.৫৮	(০.৬৪)	৩.৮৭	৪৬.৯৪	৫.১৮	২.১৮

দ্রষ্টব্যঃ
ক) উপরে উল্লেখিত তথ্যটি SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vcmil.com এ পাওয়া যাবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
ভিডুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর-
কেশব ছেত্রী
পরিচালক
DIN: 02177646

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৩১, সংখ্যা, বুধবার ১৯ কার্ত্তিক ১৪৩২

ঋত্বিক সত্যজিৎ

রায় বনাম ঘটক। 'অভিযান' দেখতে গিয়েছেন সত্যজিতের অনুরোধে। মাঝপথেই উঠে পড়লেন। প্রকাশ্যেই সত্যজিৎকে গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। কেন মেজাজ হারিয়েছিলেন? মদ্যপান করে একদিন তুষার তালুকদারকে বলেছিলেন তার উত্তর। ''মৃণাল ছবিটি দেখে এসে বলল, ঋত্বিক ছবিটি দেখে এসো। তুমি দেখবে মানিকবাবু বহু জায়গায় অযান্ত্রিক-এর প্রায় হুবহু কপি করেছেন। আমি ইন্দিরাতে ছবিটি দেখতে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই! অসংখ্য ফ্রেম এক্কেবারে হুবহু এক। মাঝপথে খেপে গিয়ে উঠে পড়লাম। কারণ আমার মনে হল, ছবিটা কিছুই দাঁড়ায়নি।'' অথচ, নিজের 'অযান্ত্রিক' রিলিজ হওয়ার পর তার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত সত্যজিৎ রায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন! যখন সত্যজিতের 'অশনি সঙ্কেত' রিলিজ করল, তখনও! ঋত্বিক হাসপাতালে। ঠিক করলেন উৎপল দত্তর 'ব্যারিকেড' দেখতে যাবেন। হঠাৎ করেই মত বদলে দেখলেন 'অশনি সঙ্কেত'। সেবারও হল থেকে বেরিয়ে হতাশ! বললেন, ''অশনি সঙ্কেত দেখিয়ে কেন আমার মতো অসুস্থ লোককে আরও সঙ্কটে ফেললে। মানিকবাবু চূড়ান্ত ধেড়িয়েছেন। শেষ দৃশ্যটা মনে করো, সেখানে মন্বন্তরের কোপে পড়া হাজার হাজার ভুখা মানুষের মিছিল দিয়ে ছবি শেষ হয়েছে, তাই তো?'' ঋত্বিক মনে করতেন, গল্পের মতোই শেষটা হওয়া দরকার ছিল। বলেছিলেন, ''মৃত্যুর মিছিল নয়, নতুন জীবনের সৃষ্টি। এইটাই শেষ কথা।'' নিজেও সব ছবির শেষে তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন। এর মানে এই নয়, মানিকের সঙ্গে ঝগড়া ছিল ঋত্বিকের। ৬৫-তে সত্যজিতের সুপারিশেই তাঁর পুণের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে কাজ হয়। শোনা যেত, সারা কলকাতা ঘুরে ঋত্বিক লেক রোডে সত্যজিতের বাড়ি দেখিয়ে দিতেন ট্যাক্সিওয়ালাকে। আর বাইরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। ড্রাইভারকে কেবল জিজ্ঞেস করতেন, ''কত?'' সত্যজিৎ মিটিয়ে দিতেন বিল! জানলায় এসে দাঁড়াবেন চিরচেনা সওয়ারিকে দেখতে, ততক্ষণে ঢোলা পঞ্জাবি, কাঁধে ব্যাগ ভবা হাওয়া! স্মৃতি থেকে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই চিনতেন। সেটা 'ছিন্নমূল' ছবির সুবাদে। ফিল্ম সোসাইটির একটা মিটিং-এ প্রথম আলাপ হয়। স্মৃতি থেকে তিনি বলেছেন, ''সে সময় বোম্বেতে বিমল রায়ের সঙ্গে কাজ করছে, বিমল রায়ের ছবির চিত্রনাট্য লিখছে। তার কিছু আগে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, সে ছবি দেখেছে এবং দেখে তাঁর খুবই বেশিরকম ভালো লেগেছিল। সেটা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু আমার কাছে যে-জিনিসটি সব চাইতে ভালো লেগেছিল সেটা সে যে ভাবে ছবিটাকে বিশ্লেষণ করেছিল, তার কয়েকটা দৃশ্যকে, সেটা থেকে আমার মনে হয়েছে, ঋত্বিক যদি ছবি করে তাহলে সে খুব ভালোই ছবি করবে।'' সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' দেখে কয়েকটি দৃশ্যের সমালোচনাও করেছিলেন ঋত্বিক। তাঁর মনে হয়েছিল, ''দুর্গা মারা যাওয়ার আগের ঝড়বৃষ্টির দৃশ্য, সেটা বেশ কাঁচা। দুর্গার মৃত্যুর খবর হরিহর বা সর্বজয়ার প্রতিক্রিয়াও ঠিকমতো ফোটেনি।'' ঋত্বিক বলছেন, ''অভিনয়ের দুর্বলতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে দক্ষিণা ঠাকুরের তার সানাইয়ের সুর।''

গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেন

একটা নোটবুকে তিনি লিখেছিলেন, ''বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?'' দীনেশচন্দ্র সেন কবি হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু পথিকৃৎ সাহিত্য -ইতিহাসবিদের যে ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন তা চিরস্থায়ী স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর কাছে বাঙালি কতটা ঋণী সেকথা আমাদের বারবার স্মরণ করতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বেশ অনেকগুলো বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। সেদিন সদ্য বি এ পাশ যুবকটি মনে মনে স্থির করে নিয়েছেন সংস্কৃতে এম এ পড়বেন। পথে দেখা শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে,সংস্কৃতে এম এ পড়ার ইচ্ছা শুনে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে বললেন, আজ সকালেই সুশীলবাবুর (সুশীলকুমার দে) বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি কাগজপত্র এবার থেকে এম এ বাংলায় দেওয়া যাবে। ঠিকানা দিচ্ছি নিজে গিয়ে দেখে এসো। পরীক্ষায় রচনার বিষয় ছিল place of Chandidas in lyrics of Bengal. প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। এরপরে ঘটেছিল অভাবনীয় সেই ঘটনা, দীনেশচন্দ্র যতীন্দ্রমোহনকে নিজের বাড়িতে ডেকে জানালেন সেই প্রথম হয়েছে কিন্তু বাংলা বিভাগে মেয়েরা পড়তে আসে খুবই কম। আরও অধিক সংখ্যায় মেয়েরা বাংলা পড়তে আসুক তিনি চান। তাই মেয়েদের উৎসাহিত করতে তিনি চান পুরস্কারটা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে শোভা সেনকে ভাগ করে দিতে। শিক্ষকের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। দীনেশচন্দ্র বেহালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন নিজের ঘোড়ার গাড়িতে ছাত্ররা নাম দিয়েছিল 'পংখীরাজ ঘোড়ার গাড়ি'। যতীন্দ্রমোহন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থাকতেন তখন সবেমাত্র এম এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখলেন দীনেশচন্দ্র ভৃত্য আন্নুকে নিয়ে তাঁর ঘরে। ভৃত্যকে আদেশ করছেন আন্নু, যতীনবাবুকে সামান গাড়ি মে লে যাঁও। সেকি! বিস্ফারিত ছাত্রের চোখ, দীনেশচন্দ্র বললেন কেন এম এ পরীক্ষার ফলাফল বেরোলে তুমি আমার বাড়ি যাবে বলেছিলে না? অগত্যা ছাত্রকে শুধু যেতে হল না টানা একবছর সেখানে থাকতে হয়। সেই সময় 'বৃহৎ বঙ্গ' লিখেছেন দীনেশচন্দ্র, তিনি মুখে বলেন শ্রুতিলিপি করে যান যতীন্দ্রমোহন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

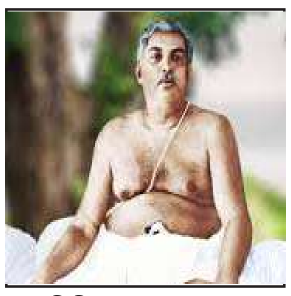

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছে থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, পরিবারের জন্য কাজ, মানুষের জন্য কাজ এবং সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনের দিকে তাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলা হয়েছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা।

বাংলার লোক সাহিত্যের আগ্রহে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ করেন মৈমনসিংহ গীতিকা

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে গেলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্থানে এসে উপস্থিত হলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তখন দীনেশ চন্দ্রে সহকর্মী ছিলেন কবি জসীমউদ্দিন। সেই সময়ে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বড়ই অসহায় ছিলেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার

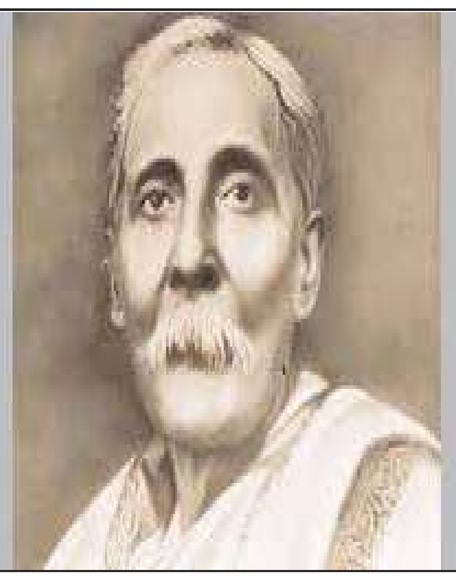

চট্টোপাধ্যায় এর গোষ্ঠী তাঁকে একেবারে কোনঠাসা করে দিয়েছিলেন। সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি'তে 'শ্রীদীনেশ' নাম ব্যঙ্গ করে বহু নকসা প্রকাশিত হতে শুরু করে। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনকে রক্ষা করতে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তার ফলে দীনেশচন্দ্র সেনকে বিদায় গ্রহণ করতে হল। বিদায় কালে ফুল মালাও পর্যন্ত জোটে নি তাঁর কপালে। তবুও নিরাশ হননি তিনি। বাংলা সাহিত্য চর্চা আজীবন করে গিয়েছেন। ময়মনসিংহ গীতিকা নিয়ে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বক্তব্য পেশ করেছেন। বাংলার সাহিত্য মহল তাকে কোনও সম্মান না দিলেও বহু বিদেশি লেখকেরা তাঁকে সম্মান দিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। শিল্পরসিক সিলভ্যাঁ ও লেভি স্টেলা ক্র্যামরিশ পর্যন্ত মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে চর্চা করেছেন। তিনি লিখেছেন, '' জ্বরের ঘোরে সারাদিন আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোমরাকে যেন স্বপ্নের মতো দেখছি। আমি ভারতীয় সাহিত্য যত পড়ছি, তার মধ্যে এমন মর্মস্পর্শী এমন সহজতর সুন্দর আখ্যান কোনও সময়ে পড়িনি।'' বাংলার মুসলিম কবি সৈয়দ আলাওল দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যটি বঙ্গানুবাদ করে বাংলার কবি জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। হিন্দি কবি মুহম্মদ জায়সীর মদুমাবৎ অবলম্বনে তিনি 'পদ্মবতী' রচনা করেছিলেন। বাংলার সাহিত্যউচ্চাঙ্গের ইসলামিক রোমান্টিক কবিত্যর স্পর্শ অনুভব করতে শুরু করলো। তবে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলার নিজস্ব সম্পদ। কারোর থেকে ধার করা নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত ''বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'' গ্রন্থে মৈমনসিং গীতিকা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখছেন, '' গাথা হল কবিতায় বা গানের বিবৃত লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তব-জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। এ কাহিনীর মূলে ক্বচিৎ কদাচিৎ ঐতিহাসিক তথ্যের একটু আধটু ইঙ্গিত থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোককবিগণ (প্রায়ই কৃষক, পাটনী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির জনসাধারণ) কোন প্রণয়ঘটিত রোমান্টিক আখ্যান, বা জমিদারদের দলাদলি, বা লোক-জীবনের অন্য কোন কৌতুহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া-পাঁচালী ঢঙে মুখে মুখে আখ্যানকাব্য রচনা করতেন, গায়েনের দল তাতে সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে গেয়ে বেড়াত। পূর্ববঙ্গের এর নানা দল-উপদল ছিল, যাদের ব্যবসাই ছিল পাগাগান গেড়ে বেড়ান। সংগৃহীত পালা গানের মধ্যে যেগুলিতে বাস্তাব প্রেম প্রণয়ের গল্প বলা হয়েছে, কাব্যের দিক থেকে সেগুলি উৎকৃষ্ট - যেমন মহুয়া, মুলয়া প্রভৃতি। শুধু প্রেমের জন্য জাতিপাতি বিলিয়ে দেওয়া, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের কন্যাকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া এমনকী বেদিয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণপুত্রের বিবাহ, হিন্দু -মুসলমানের মধ্যে প্রেমের চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ঘটনা অশিক্ষিত কবিরা বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।'' মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে 'মহুয়া' গাথা সাহিত্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই গীতিকাব্যকে অবলম্বন করে নাটকও পর্যন্ত মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। 'মহুয়া' গীতিকাকে নিয়ে সিনেমা পর্যন্ত হয়। কাজি নজরুল ইসলাম, মন্মথ রায় থেকে শুরু করে ব্রজেন্দ্র কুমার দে সহ একের পর এক নাট্য ব্যক্তিরা এই 'মহুয়া' গীতি কাব্যকে ধরে নাট্য রূপ দিতে থাকেন। ১৯৬০-৭০ দশক চলা সালে 'সোনাইদীঘি' যাত্রা পালার পিছনের পর্দায় রয়েছে 'সোনাই মাধব'। ১৯৮০ সালে বিভাস চক্রবর্তী নির্মাণ করেছিলেন 'মাধব মালঞ্চ কন্যা'। এই সবগুলির কিন্তু রসদ সংগ্রহ করা হয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে। মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে ভাষাটার্য সুকুমার সেন মহাশয় বলেছিলেন মুদ্রিত গাথাগুলিকে লোকসাহিত্যের ভেজালহীন নিদর্শন বলিয়া নেওয়া চলে না'। চন্দ্রকুমার দে এগুলির ওপরে কলম চালিয়ে ছিলেন। সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বহু স্থানে পরিমার্জন করেছেন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এদিকে ঢাকার বাংলা আকাদেমি থেকে শামসুজ্জামানের সম্পাদনায় 'মহুয়া' গাথাগীতি প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে কিন্তু চন্দ্রকুমার দে বা দীনেশচন্দ্র সেনকে কোনও রকমভাবে খাঁটো করে দেখা হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে বাংলা তাঁর নিজস্ব লোক সম্পদকে সবার মধ্যে বিস্তার করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহ না থাকলে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশ কাল হয়তো বহু বছর পার হয়ে যেত নয়তো অকালে হারিয়ে যেত। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। এই বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসে কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে ফাল্গন সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী'। এর লেখখ ছিলেন চন্দ্রকুমার দে। তিনি লিখেছিলেন গৈগেরামের এক কবির বিষয়ে। এটিই ছিল তাঁর প্রথম রচনা। তারপর থেকে চন্দ্রকুমার দে একের পর এক পূর্ব বাংলার লোক গানকে প্রকাশ করতে থাকলেন 'সৌরভ' পত্রিকাতে। তখন বাংলার ছিল ১৯২০-২১ সাল। চন্দ্রকুমারের লেখা পড়ে দীনেশচন্দ্র সেন উৎসাহী হয়ে উঠলন। তিনি চন্দ্রকুমারের প্রকাশিত লেখার দিকে মনসংযোগ দিতে শুরু করে দিলেন। 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের। দীনেশচন্দ্র সেন এবারে বাংলার নিজস্ব লোক সম্পদকে উদ্ধার করার জন্য মনো নিবেশ করতে শুরু করলেন। তিনি চন্দ্রকুমার দে'র সঙ্গে যোগযোগ করলেন। কলকাতায় তাঁকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলার সাহিত্যকে রক্ষা করার ব্যাপারে পরম উৎসাহী ব্যক্তি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন সরাসরি উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব দিলেন। চন্দ্রকুমার দে'কে দয়িত্ব দেওয়া হল পূর্ব বাংলার 'ময়মনহিং গীতিকা'র আরও তল্লাশি করতে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর জন্য অর্থ মঞ্জুর করলেন। আরও ময়মনসিংহ গীতিকার অনুসন্ধান করার জন্য চন্দ্রকুমারকে নিয়োগ করা হল। এটা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের তাঁর মাইনে ধার্য করা হল সত্তর টাকা।। পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ এলাকায় ভ্রমণ করে পালা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন চন্দ্রকুমার দে। এই সব পালা লোকমুখে শোনা যেত। কোনও পুঁথি আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। গ্রাম বাংলার চষে খাওয়া মানুষেরা অবসর সময়ে এই গান গুলি গাইতো অবসর সময়ে। তিন বছর ধরে চলতে থাকলো পালা সংগ্রহের অভিযান। দ্বিজ কানাইয়ের 'মহুয়া', মলুয়া, নয়ানচাঁদ ঘোষের 'চন্দ্রাবতী' দ্বিজ ঈশানের 'কমলা', চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' ও 'কেনারাম' মনসুর বয়াতির 'দেওয়ান মদিনা' সহ আরও অনেক গানের পালা। ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। গ্রাম বাংলার রোমান্টিক লোককথা বলা যেতে পারে। ধর্মীয় আবেগ থেকে বের হয়ে মানব মানবীর প্রেম গল্পকে অবলম্বন করেই এই সব পালা গানগুলি ময়মনসিংহ এলাকার অতি সাধারণ মানুষ চাষাভুষো থেকে শুরু করে জেলে মাঝি মল্লারদের একান্ত সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

চন্দ্রকুমার দে'র বাড়ি ছিল নেত্রকোণায়। ময়মনসিংহ গীতি কবিতার যারা রচয়িতারা ছিলেন বলতে গেলে নেত্রকোণা জাতক। ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড়। পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র। ফুলবেড়িয়া, মুক্তগাছা। দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ। পশ্চিমে সিলেট। ১৯২৩ সালে একশো বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ করলেন ''ইস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড''। ইংরেজি ভাষায় এই দশটি মৈমনসিংগ গীতিকার তর্জমা প্রকাশ করেছিলেন। ইংজিতে অনুবাদ করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন স্বয়ং। বইয়ের মধ্যে দীর্ঘ ভূমিকা ছিল। বাংলার লোকসাহিত্য প্রকাশ পায়। ময়মনসিং গীতিকা প্রকাশ লাভ করতেই বাংলার লোক সাহিত্যের রোমান্টিক ভাব ধরা পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' এই বছর '১৫০' পদার্পণ

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

স্মারক বক্তৃতা বন্দেমাতরম্ঃ দেশবাসী জানেন কি আমাদের দেশে দুটো জাতীয় সঙ্গীত? 'জনগণমন... 'এটা আমরা জানি, বন্দেমাতরম্ যে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা পায় তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। সবচেয়ে বড়ো কথা বন্দেমাতরম্ আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবেই গাওয়া হতো। 'জনগনমন... ' কে বেছে নেওয়ার অনেক আগে থেকেই বন্দেমাতরম্ ছিলো সকলেরই জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম পছন্দ। কিন্তু মুসলিম লিগকে খুশী করতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু কৌশলে বন্দেমাতরম্ সাইড করে জনগণমন...'কে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই রাষ্ট্রসঙেঘর অধিবেশনে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাইয়ে দেন। পরে সবাই বিষয়টি চেপে ধরলে তিনি জানান বাদ্যযন্ত্রে বা যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে নাকি বন্দেমাতরম্ ভালো মানাবে না। কিন্তু বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত হবে বলে দেশের তৎকালীন বিভিন্ন শিল্পীরা বন্দেমাতরম নিজের নিজের সুর দিয়ে রেকর্ড করতে থাকেন, যন্ত্র সঙ্গীতেও রেকর্ড হতে থাকে সেইসব, সুর তাল লয় শুনে মনে হয় নি যে বন্দেমাতরম্ বাদ্যযন্ত্রে ভালো মানাবে না। এ বিতর্ক ছিলো, আছে ভবিষ্যতেও ইতিহাসে থাকবে। এমনই সব নানা তথ্য, সুর, শিল্পীদের গলায় বন্দেমাতরম জাতীয় সঙ্গীতে এক সম্ভার নিয়ে ২রা নভেম্বর ২৫ রবিবার বিকালে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ সভাগৃহে একটি অনেক অজানা তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা হয়ে গেলো। বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীতের ১৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ আয়োজিত ২৩ তম নির্মলচন্দ্র চৌধুরী স্মারক বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন ছিলো সেই বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত নিয়েই।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর স্মরণে স্মারক বক্তৃতায় এবারের বিষয় ছিলো ক্ষ্মবন্দেমাতরম্ একটি গান ও বহু সুরক্ষ্ম, বন্দেমাতরম্ জাতীয় সংগীত হিসাবে গীত হবে কিনা তা নিয়ে স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন বিতর্ক হয়। অবশেষে ১৯৫০ সালে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ Constituent Assembly -তে ঘোষণা করেন বন্দে মাতরম্ জাতীয় সংগীতের সমান মর্যাদায় গীত হবে। বন্দেমাতরম্ রচনার পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিতর্ক ছিল। অনেক শিল্পী গানটিতে অনেক রকম সুরারোপ করেছিলেন। এই আলোচনায় বিভিন্ন সুরের আলোকে গানটি ফিরে দেখা হলো, আলোচক বিশিষ্ট সংগ্রাহক ও গবেষক ইন্দ্রানী দাশশর্মা তাঁর গবেষণা কাজের নানা পর্যায় তুলে ধরে একটি সমৃদ্ধ আলোচনা করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি গত দুটি দশক ধরে কাজ করছেন গ্রামোফোন রেকর্ড নিয়ে। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে আছে নানা সুরে ও বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া বহু দুষ্প্রাপ্য গান। এছাড়াও বিভিন্ন আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত বন্দেমাতরম্ গানের সম্ভার সহ তিনি আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। শুরুতে আকাশবাণীর প্রথম রেকর্ড হওয়া বন্দেমাতম গানকে উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এবং অলোচনার শেষেও পূর্ণাঙ্গ বন্দেমাতরম্ রেকর্ড হওয়া গানকে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সহ একাধিক শিল্পীর রেকর্ড সহ কখনও আকাশবাণী, কখনও বিশ্বভারতী, কখনও আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে রেকর্ড করা বন্দেমাতরম্ -এর বাদ্যযন্ত্র সহ গান, সুর এদিন

শোনানো হয়। পুরো অডিও ভিজ্যুয়ালে পুরানো রেকডিং হওয়া গান গুলোএডিটিং করে প্রযুক্তি সহায়ক হিসাবে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ করে তোলেন আই, আই,টি, মাদ্রাজের ছাত্র ঈশান দাশশর্মা। প্রদীপ প্রজ্বলন করে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক করেন হুগলির মাখলা হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভময় সরকার। সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অভিজিৎ কুমার ভৌমিক শুরুতেই বন্দেমাতরম্ নিয়ে নানা বিতর্কিত অধ্যায় আলোচনা করেন, বন্দেমাতরম্রে ৫০ বছরে ডাক বিভাগ প্রকাশিত ডাকটিকিটেও তার ছাপ তুলে ধরেন, সেখানে শস্য বানান সস্য করায় তখন বিতর্ক হয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন বন্দেমাতরম্রে ১৫০ বছর অথচ সরকারীভাবে এখনও সব চুপচাপ। সেদিক থেকে স্মারক বক্তৃতার বিষয় নির্বাচনের তিনি প্রশংসা করেন। স্বাগত ভাষন দেন এই স্মারক বক্তৃতা নির্বাহী সমিতির অন্যতম সদস্য ও নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র পুত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী। সভার শুরুতেই মঞ্চে সকলকে স্মারক, পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন পরিষদের সদস্য-,সদস্যরা। সভায় পৌরোহিত্য করেন এই স্মারক বক্তৃতা নির্বাহী সমিতির সভাপতি সুশীল কুমার গুছাইত। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সাংস্কৃতিক কর্মী প্রদীপ্ত গোস্বামী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৫০ বছর বন্দে মাতরম সঙ্গীতের বর্ষদিবস পালন করছে।

পাকিস্তানের হিন্দু মন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্যামল কর্মকার

মৃ'ত্যুর পর গায়ে থুতু দেয়ার জন্য তাঁর ম'রদেহ বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলা হচ্ছে। যদি জিজ্ঞেস করি কে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব রাখেন? সেই ইতিহাস আমরা অনকেই মনে রাখি নি। ইতিহাসে যিনি আড়ালেই থেকে গেলেন। আসুন একটু জেনে নিই- পাকিস্তান স্বাধীন হয় ১৯৪৭

খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট। মাত্র ছয় মাসের মাথায় করাচিতে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে যিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবি তুলেন - বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক, সেই মানুষটির নাম 'ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত'। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে ছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সেই দাবি পাকিস্তান পার্লামেন্টে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপরই ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ''পূর্ব পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ মানুষ বাংলায় কথা বলে, তাই আমার বিবেচনায় বাংলা হওয়া উচিত রাষ্ট্রভাষা।'' তার এই বক্তব্যকে জিন্নাহর ''উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা'' ঘোষণার প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ বলা যায়। আমরা উনাকে মনে রাখি না। অথচ পাকিস্তানের শাসকেরা তাঁকে মনে রেখেছিল! ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ পাক-আর্মিরা ধরে নিয়ে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে নিষ্ঠুরভাবে হ'ত্যা করে বাইরে ফেলে রাখে।

আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ (২ নভেম্বর, ১৮৮৬-২৯ মার্চ, ১৯৭১)। ১৮৮৬ সালের ২ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উত্তরে রামরাইল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগবন্ধু দত্ত ছিলেন মুনসেফ কোর্টের সেরেস্তাদার। তিনি ১৯০৪ সালে নবীনগর হাই স্কুল হতে প্রবেশিকা, ১৯০৮ সালে কলকাতা রিপন কলেজ হতে বি.এ এবং ১৯১০ সালে একই কলেজ হতে বি.এল পরীক্ষা পাস করেন।

তিনি প্রায় একবছরকাল কুমিল্লার মুরাদনগর বাঙ্গুরা উমালোচন হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি কুমিল্লা জেলা বারে যোগদান করেন। তিনি ১৯০৭ সালে ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'র সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং ১৯১৫ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে বড় ভূমিকা পালন করে প্রাথমিক যশ অর্জন করেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে তিনি মুক্তি সংঘ নামে একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা গঠন করেন। কুমিল্লার অভয় আশ্রম-এর কর্ম কান্ডের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন-এ যোগ দেন। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে কখনো বিনাশ্রম আবার কখনো সশ্রম দন্ড ভোগ করেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস দলের পক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য ঐ বছর ডিসেম্বরে পূর্ববঙ্গ হতে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালের পর একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক হিসেবে পাকিতস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি অধিবেশনের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও অন্তর্ভুক্ত রাখার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আতাউর রহমান খান-এর মন্ত্রিসভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর ১৯৬০ সালে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের উপর 'এবডো' আইন প্রয়োগ করা হয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁকে গৃহবন্দি করা হয় এবং এর ফলে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হন। এককথায় রাষ্ট্রের চোখে তখন থেকেই শূলের মতো বিঁধেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাতে ছোট ছেলে দিলীপকুমার দত্তসহ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং ময়নামতির সেনা ক্যাম্পে পাকি নরমেধের অন্যতম বলি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কুমিল্লার ময়নামতির সেনাক্যাম্পের খৌরকার রমণীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন রশীদ হায়দার। নিজের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগ্রন্থে তাঁর উল্লেখ- 'ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর যে অমানবিক নির্যাতন হয়েছে তা দেখে কোন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের চোখের জল সংবরণ করা সম্ভব নয়। সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, ধীরেন বাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমণী চোখের জল বাঁধন মানেনি। মাফলারে চোখ মুছে তিনি বলেন, 'আমার সে পাপের ক্ষমা নেই। বাবু স্কুলঘরের বারান্দায় অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে জেজ্ঞেস করেছিলেন কোথায় প্রস্রাব করবেন। আমি আঙ্গুল দিয়ে ইশরায় তাকে প্রস্রাবের জায়গা দেখিয়ে দিই। তখন তিনি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে হাতে একটি পা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামেন। তখন ঐ বারান্দায় বসে আমি এক জল্লাদের দাড়ি কাট ছিলাম। আমি বারবার বাবুর দিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলাম।

দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি এখন বাংলাদেশ সরকারের

সুমন দেব, ঢাকা

দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি রাজপ্রাসাদ থেকে গণভবন ; তিন শত বছরের জীবন্ত ইতিহাস! বাংলার রাজ বংশগুলোর ইতিহাসে নাটোরের দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি এক অনন্য অধ্যায়। বাংলাদেশে রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ি ঘুরে বেড়ালে যে এক ধরনের বেদনা, বিস্ময় আর গর্ব একসাথে আঘাত করে;এই প্রাসাদ তার এক নিখুঁত প্রতীক। রাজা -জমিদাররা একসময় ক্ষমতা, ঐশ্বর্য আর শিল্প-সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তাদের দেওয়া স্কুল -কলেজ, রাস্তাঘাট, মন্দির-মসজিদ এখনও গ্রাম-গঞ্জে নিঃশব্দে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বাস্তবের নির্মমতা; দেশভাগ আর রাজনৈতিক পালা বদলে;এদের অনেকেই বাধ্য হয়েছেন নিজ জন্মভূমি ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে। দিঘাপতিয়া রাজবাড়ির পথে যেতে যেতে ঠিক ৩ কিলোমিটার দূরে নাটোর রাজবাড়ি পেছনে ফেলে যখন আপনি এগোতে থাকবেন। দূর থেকে হলুদাভ প্রাসাদের সিলুয়েট দেখা যায়। যেন এক অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্য।

দয়ারাম রায় ; ৮ আনার কর্মচারী থেকে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের কাহিনী রূপকথার মতো। বলা হয়। তিনি ছিলেন এক সাধারণ তিলি পরিবারের সন্তান। নাটোরের রাজা রামজীবনের অধীনে মাত্র ৮ আনা বেতন থেকে শুরু। কিন্তু নিজের বুদ্ধি, সামরিক দক্ষতা ও কৌশলগত বিচক্ষণতায় তিনি হয়ে ওঠেন রাজা-রামজীবনের প্রধান নীতি-পরামর্শদাতা। সীতারাম বিদ্রোহ দমনে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে বন্দী করে নাটোরে নিয়ে আসার পরই দয়ারামের সম্মান সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে যায়। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রায় উপাধি প্রদান করেন। তারপর রামজীবন দয়ারামকে দিঘাপতিয়ায় জমি দান করেন। সেই ভূমির উপরই ১৭৩৪ সালে গড়ে ওঠে দিঘাপতিয়া রাজবংশ। ভূমিকম্প, ধ্বংস আর নতুন নির্মাণ ঃ ১৮৯৭ সালে বিধ্বংসী ভূমিকম্প রাজ বাড়ির বড় অংশ ধ্বংস করে। কিন্তু দিঘাপতিয়ার ষষ্ঠ রাজা প্রমদানাথ রায় হার মানেননি। বিদেশি প্রকৌশলী, ইতালিয়ান শিল্পী, কলকাতার কারিগর;১১ বছর ধরে পুনর্নির্মাণ চলেছে। ফলে আজ আমরা যে আর্কিটেকচার দেখি;তার অধিকাংশই সেই পুনর্নির্মাণের ফল। প্রবেশদ্বারের উপরে যে ঘড়িটি আছে;সেটি ইংল্যান্ড থেকে আনা। ঘণ্টাধ্বনি নাকি একসময় অনেক দূর থেকে শোনা যেত। দুই শতকের রাজপাট। আর তারপর হঠাৎ নীরবতা ১৭১০ থেকে ১৯৪৭;দুই শতকেরও বেশি সময় দিঘাপতিয়া রাজবংশ রাজত্ব করে। কিন্তু দেশ ভাগের পর শেষ রাজা দেশ ছেড়ে গেলে;প্রাসাদ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার এটি গভর্নরের ভবন ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর;১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসান। সেই মুহূর্তেই এ প্রাসাদ পরিবর্তিত হয় উত্তরা গণভবন নামে। ইতিহাসের পরতে পরতে এই ভবন আজও জীবন্ত। ইতালিয়ান গার্ডেন। রাজকীয় নান্দনিকতার এক অসম্ভব নিদর্শন এই প্রাসাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ইতালিয়ান গার্ডেন। ইটালির কালো মার্বেলের মূর্তি, বেঞ্চ, বিশাল বৃক্ষরাজি আর রাণীর টি-হাউস;সব মিলিয়ে যেন ইউরোপীয় রুচিশৈলীর ছোঁয়া। রাজ-অশোক, পরিজাত, কর্পূর, যষ্টিমধু। বৃক্ষ রয়েছে এখানে।

এসআইআর শুরুর প্রথম দিনই হোঁচট মুর্শিদাবাদে, বহু জায়গায় এনুমারেশন ফর্ম সময় মতো পৌঁছলো না

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ নভেম্বর ঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার জন্য বিশেষ গণনার কাজ, এসআইআর। তবে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর দিনই হোঁচট খেয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক প্রান্তে। জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিএলও-রা মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সময় এনুমারেশন ফর্ম হাতে না পাওয়ার কারণে আজ সকাল থেকে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম তুলে দিতে পারেননি। আবার কয়েক জায়গায় বিএলও-রা হাতে এনুমারেশন ফর্ম পেলেও তা সংশ্লিষ্ট বুথের মোট ভোটার সংখ্যার থেকে বহু কম বলে অভিযোগ এসেছে। এর ফলে বিএলও-দের কাজের ক্ষেত্রে হয়রানি বাড়তে পারে বলেই প্রশাসনিক মহলের একাংশের ধারণা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বিডিও অফিস থেকে বিএলও-দের ফর্ম দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এরপর বিএলও-রা এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে তাদের হাতে সেই ফর্ম তুলে দিচ্ছেন। তবে অভিযোগ উঠেছে বহু ক্ষেত্রে বিএলও-রা ভোটারদেরকে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক এনুমারেশন ফর্ম মঙ্গলবার পাননি। এর ফলে অনেক বিএলও এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছে গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই একটি বাড়িতে যতজন ভোটার রয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে সেই ফর্ম তাঁরা তুলে দিতে পারেননি। এই ঘটনা সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের বিএলও -১ মহম্মদ আলী। তিনি বলেন, 'গোটা এসআইআর প্রক্রিয়ার দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাই তাঁদেরকেই এই অব্যবস্থার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এসআইআর-কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষকে অকারণে হয়রানি এবং ভীতির শিকার হতে হচ্ছে।' তিনি অভিযোগ করেন, 'মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত আমি যা খবর পেয়েছি আমার নিজের বিধানসভায় এলাকায় মোট প্রয়োজনীয় এনুমারেশন ফর্ম-এর মাত্র ৩০ শতাংশ বিএলও-রা পেয়েছেন। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'এসআইআর শুরুর আগেই অনেক বিএলও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন। এখন বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিতরণ শুরুর পর সাধারণ ভোটার যদি কাউকে ফর্ম পেতে দেখেন এবং সে যদি এনুমারেশন ফর্ম না পায় তাহলে আতঙ্কিত হতে পারেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন সমস্যা দেখা দিলে তার দায়ভার নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।' জঙ্গিপুর মহকুমার এক বিএলও জাবিদ আলী বলেন, 'প্রশিক্ষণের সময় আমাদেরকে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে বারণ করা হয়েছে। আমি শুধু এটুকু জানাতে পারি আজ এসআইআর শুরুর প্রথম দিন আমার বুথে ভোটারদেরকে দেওয়ার জন্য যত সংখ্যক এনুমারেশনফর্ম ফর্ম দিতে হতো তার চার ভাগের একভাগ আমি হাতে পেয়েছি। এর ফলে একটি বুথের কোনও বাড়িতে আমাকে একাধিকবার যেতে হবে। এই কাজের জন্য হাতে এমনিতেই সময় কম। তারপরে এই ধরনের সমস্যায় আমাদের কাজের জটিলতা বাড়ছে।' ফারাক্কা বিধানসভা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প এলাকার বাসিন্দা অভিজিত মন্ডল বলেন,'আমার বাড়ির মোট তিনজন ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম পাওয়ার কথা। আজ বিএলও কেবলমাত্র আমাকে সেই ফর্ম দিয়ে গেছে, আমার স্ত্রী এবং মা এই ফর্ম আজ পাননি।' হরিহরপাড়ার বিএলও মেহেরুন্নেসা খাতুন বলেন,' আমার বুথে মোট ১২৭৩ জনকে এনুমারেশন ফর্ম দিতে হবে। সকালে স্কুল করে বাড়ির কাজ সামলে এই ফর্ম দেওয়া এমনিতেই যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ কাজ। তার মধ্যে একটি বাড়িতে ফর্ম দেওয়ার জন্যই যদি একাধিকবার যেতে হয়.তাহলে আমাদের কাজ বাড়বে। উপরন্ত এখনও আমরা এই কাজের জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে 'অন ডিউটি' থাকার নির্দেশিকা হাতে পাইনি।'

ঢালাই শেষ হতেই ধ্বসে পরল কালভার্টঃ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ নভেম্বর ঃ নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কালভার্ট। আর সেই ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার

উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের চকদীঘি পঞ্চায়েতের দক্ষিণসুরা এলাকায় তেলে মাঠপাড়ায়। অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেই কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণসুরা থেকে কালনা যাওয়ার সংযোগ সড়কের উপর থাকা পুরোনো কালভার্টটি বহুদিন ধরেই ভেঙে পড়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অবশেষে কয়েকদিন আগে নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু শুরু থেকেই কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সরু রড, কম পাথর, কম সিমেন্ট দিয়ে কাজ হচ্ছে। এমন নিম্নমানের জিনিসে টেকসই কাজ হওয়া সম্ভব নয়। ওয়ার্ক অর্ডার দেখতে চাওয়া হলেও ঠিকাদারি সংস্থা তা দেখাতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। এরপরই সোমবার রাতে ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়, আর মঙ্গলবার সকালেই কালভার্টের একাংশ ধসে পড়ে। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তারা ঠিকাদারি সংস্থার কর্মী ও পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এলাকার বাসিন্দা দুলালী মুর্মু ও লখিন্দর বাস্কে বলেন, আমরা আগেই বলেছিলাম কাজের মান ভালো নয়। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি। ঢালাই শেষ হতেই ধসে পড়ল - এখন বোঝা যাচ্ছে কতটা নিম্নমানের কাজ হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে চকদীঘি পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমূল নেতা গৌর সুন্দর মণ্ডল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিদর্শন করেন। তিনি স্বীকার করেন, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার কারণেই ধস নেমেছে। এ ধরনের কাজ বরদাস্ত করা হবে না। জামালপুরের বিডিও পার্থসারথী দে বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কাজে গাফিলতি বা অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিকও বলেন, তদন্তে অনিয়ম ধরা পড়লে ঠিকাদারকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হবে। স্থানীয়দের মতে, কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যান চলাচল শুরু হলে যদি কালভার্ট ধসে পড়ত, তবে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তাই তারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এবং নতুন করে মানসম্মতভাবে কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করা হোক।

নাদনঘাট থানায় সাইবার ডেস্কের উদ্বোধন, সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় নতুন দিগন্ত

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ নভেম্বর ঃ রাস উৎসবের প্রাক্কালে সোমবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমান জেলার নদনঘাট থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় নতুন সাইবার ডেস্ক। এই ডেস্কের মাধ্যমে স্থানীয় থানাতেই সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও তদন্তের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অ্যাডিশনাল এসপি রাজিব কুমার, ডিএসপি (ট্রাফিক) সুমন দাস, এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, এবং থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ সহ পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানের এক বিশেষ মুহূর্তে প্রায় ৪০ টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন কর্মকর্তারা। দীর্ঘদিন পর নিজের ফোন ফিরে পেয়ে খুশির হাসি ফুটে ওঠে মালিকদের মুখে। এই উপলক্ষ্যে জেলা পুলিশ সুপার সাযক দাস বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে সাইবার অপরাধের পরিধি দ্রুত বাড়ছে। প্রতারণা, হ্যাকিং, ভুয়ো প্রোফাইল, আর্থিক প্রতারণা-এসব এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরিকদের সচেতনতার পাশাপাশি আমাদের পুলিশকর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন সাইবার ডেস্কের মাধ্যমে আমরা আরও দ্রুত এবং কার্যকরভাবে এই ধরনের অপরাধের মোকাবিলা করতে পারব।তিনি আরও যোগ করেন, সাইবার অপরাধে ভুক্তভোগীরা প্রায়ই কোথায় অভিযোগ জানাবেন তা জানেন না। এখন থেকে নাদনঘাট থানা এলাকায় কেউ অনলাইন প্রতারণা বা ডিজিটাল অপরাধের শিকার হলে সরাসরি থানায়

এসে অভিযোগ জানাতে পারবেন। তদন্ত ও তথ্য বিশ্লেষণের জন্য প্রশিক্ষিত পুলিশকর্মীরা এই ডেস্কে নিয়োজিত থাকবেন। অন্যান্য বক্তারা বলেন, সাইবার ডেস্ক চালুর ফলে সাধারণ মানুষ আরও সচেতন হবেন এবং পুলিশের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হবে। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে পুলিশের এই উদ্যোগ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ নভেম্বর ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তৃণমূল কর্মীর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবগাছি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। বেসরকারি একটি মিনি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠায় পুলিশ। পরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ও মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মহম্মদ মামুল হক (৩৮)। বাড়ি মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চরকতলা এলাকায়। তাঁর মোথাবাড়িতে একটি গ্রিলের কারখানা ছিল। তিনি এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ও মোথাবাড়ি এজিএস হাই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No.2841/BDO/JLD-II   Dated: 31/10/2025

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-25(e)/BDO/JLD-11/2025-26 dt.31.10.2025**, for **25 nos.** scheme **(Tender ID 2025_DM_935324_1 to 2025_DM_935324_25)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission for Tender ID **(2025_DM_935324_1 to 2025_DM_935324_5)** is **19.11.2025** up to 18.00, to **(2025_DM_935324_6 to 2025_DM_935324_11)**, **(2025_DM_935324_13 to 2025_DM_935324_25)**, is **20.11.2025 up to 11.00AM** & **(2025_DM_935324_12) 21.11.2025 up to 10.00 AM** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Block Development Officer
Jhalda II Development Block

খড়গপুর ডিভিশনে পার্কিং এবং পে এন্ড ইউস টয়লেট চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, নিচে উল্লেখিত ই-নিলামের আমন্ত্রণ করেছেন: **(১) ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৫/১৫ তারিখ-০৩.১১.২০২৫, বর্ণনা:** খড়গপুর (দক্ষিণ) -এ চার চাকার গাড়ির পার্কিং, বাগনান (দক্ষিণ), রামরাজতলা, ধলভূমগড়, দাসনগর এবং নলপুরে দুই চাকার পার্কিং লটের জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পার্কিংকেজিপি২৫-১৫; নিলামের তারিখ:** ১৪.১১.২০২৫, **নিলাম শুরুর সময়:** ১১:০০ টা; **বন্ধের সময়:** ১২:২০ টা। **(২) ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: কেজিপি/পিএনইউ/২০২৫/১৩ তারিখ: ০৩.১১.২০২৫; বর্ণনা:** ৩ (তিন) বছরের জন্য শালিমারের প্ল্যাটফর্ম ০১ (এসআরসি প্রান্ত) এর নতুন স্টেশন ভবনের নিচতলায় অবস্থিত, খড়গপুরের ৫/৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম, খড়গপুরে দক্ষিণ দিকের বুকিং অফিসের কাছে, বারিপদা নতুন স্টেশন ভবন, সাঁতরাগাছিতে উত্তর দিকের পুরাতন বুকিং অফিসের কাছে এবং উত্তর দিকের পার্কিং এর কাছে এবং সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ৬/৭ -এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ব্লক-আই (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৮এ -এর কাছে) ও ব্লক-২ (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৪বি এর কাছে) সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ইউনিটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পিএনইউটিওআই-কেজিপি২৫-১৪, নিলামের তারিখ:** ১৪.১১.২০২৫, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১২:৩০ এবং ১৩:৫০ ঘন্টা যা **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে (ক্রম ১ এবং ২ এর জন্য) অবহিত করা হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-804)   **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

MANAPPURAM FINANCE LIMITED
Make Life Easy

मणप्पुरम फायनांस लिमिटेड CIN-L65910KL1992PLC006623
पंजीकृत कार्यालय: डब्ल्यू - 4/638ए, मणप्पुरम हाउस,
पी.ओ. वलपड़, त्रिशूर - 680 567, केरल, भारत

कब्ज़ा नोटिस
(सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जहाँ पर, अधोहस्ताक्षरी ने, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (The Security Interest (Enforcement) ठीश्रशी, 2002) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-08-2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित ऋण प्राप्तकर्ताओं से उपर्युक्त डिमांड नोटिस में उल्लेखित राशि 20,79,345/- रुपये (बीस लाख उनासी हजार तीन सौ पैंतालीस रुपये मात्र) जो दिनांक 22-08-2025 तक देय है, का भुगतान भविष्य के ब्याज सहित, उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया है: (1) अनूप जाना, कमल जाना, नामलडीहा दुर्गापुर, अमतालिया, पुरबा मेदिनीपुर/पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल -721 427. (2) कमल कुमार जाना, सुनील जाना, नामलडीहा, नामलडीहा स्कूल, अमतालिया, पुरबा मेदिनीपुर / पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल - 721 427. (इसके बाद ऋण प्राप्तकर्ता, सह-ऋण प्राप्तकर्ता और गारंटर को सामूहिक रूप से 'ऋण प्राप्तकर्ता' कहा जाएगा।)

ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, इस द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता तथा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (ज्ञलीळीूं खर्पीशीशीीं (एपषीलशाशपीं) ठीश्रशी, 2002) के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 नवंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा ले लिया है। ऋण प्राप्तकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को पुन: प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

विशेष रूप से ऋण प्राप्तकर्ता/गारंटर तथा सामान्य जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें, क्योंकि ऐसा कोई भी लेन-देन मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के 20,79,345/- रुपये (बीस लाख उनासी हजार तीन सौ पैंतालीस रुपये मात्र) की राशि एवं उस पर देय ब्याज के लिए प्रभार के अधीन होगा।

आल संपत्ति का विवरण

आल संपत्ति का वह भाग, जिसकी सर्वेक्षण संख्या 1435/2016 है, जिसका डेसिमल 30/13068 वर्ग फुट क्षेत्रफल है, जिसमें मकान सहित एल.आर. प्लॉट - 639, जेएल संख्या-441, मौजा-दुर्गापुर द्वितीय भाग का खतियान संख्या-1886, मार्गाधिकार और उससे संबंधित सभी संपत्ति का स्वामित्व, ग्राम - दुर्गापुर, उप-पंजीकरण जिला -कोंटाई, पंजीकरण जिला - पूर्वी मिदनापुर के भीतर स्थित है, जिसकी सीमा नीचे वर्णित अनुसार है:-

सीमाएँ
उत्तर में : कनाईलाल जाना का प्लॉट
दक्षिण में : 6 फीट पंचायत रोड
पूर्व में : जगन्नाथ गिरि का प्लॉट
पश्चिम में : जवाहरलाल जाना का प्लॉट।

स्थान : वलपड़
दिनांक : 03 - 11 - 2025

प्राधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनांस लि.

জেমস কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তল, কলকাতা (পঃবঃ)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিসঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, সেক্টর-১, নয়ডা (উত্তর প্রদেশ)-২০১৩০১
সিআইএনঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৭৭৭, ওয়েবসাইটঃ www.gemscommercial.co.in
ইমেলঃ gemscom@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফলের সংক্ষেপণ
(মূল্য লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৩৬৭.৫২	৩৬৭.৫৪	৩৬৭.৫২
২	মোট ব্যয়	৪.২৮	২.৪৯	৯.৬৯
৩	অন্যান্য কার্যক্রমের আগে লাভ/(ক্ষতি) আয়, আর্থিক খরচ এবং ব্যতিক্রমী বিষয়	৩৬৩.২৪	৩৬৫.০৫	৩৫৭.৮৩
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩৬২.৪৪	৩৬৩.৫৬	৩৫৬.৭৪
৫	করের পরের সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	২৭৪.৬৯	২৭৩.২৮	২৬৮.৯৯
৬	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৭৪.৬৯	২৭৩.২৮	২৬৮.৯৯
৭	ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০
৮	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	-	-	-
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) মৌলিক এবং মিশ্র	৪.৪১	৪.৩৮	৪.৩১

মন্তব্যঃ (ক) উপরে উল্লেখিত তথ্যটি এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৩৩ (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, ২০১৫) এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং সিএসই www.cse-india.com-এ উপলব্ধ।
খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS নিয়ম অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর-এর জন্য এবং পক্ষে
জেমস কমার্শিয়ান কোং লিমিটেড
স্বা/- রাজেন্দ্র সোনি, ডিরেক্টর

স্থানঃ নয়ডা
তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৫/৬৪ তারিখঃ ০৩.১১.২০২৫। প্রিন্সিপাল চীফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি** যথাক্রমে ঃ- (১) **১০২৫১৯২৬;** অ্যালুমিনিয়াম ইমপেলার এবং কেসিং । সহ ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলিং ইউনিট; ₹ ১,৪৯,৭৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২) **১১২৫১৮১৪;** ফুট স্টেপ ব্যবস্থা ইত্যাদি সংগ্রহ; ₹ ১,৪৮,১৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৩) **১৫২৫৫০৩১বি;** ৩০/০৫ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ইওটি ক্রেন সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং; ₹ ১,৫২,২০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৪) **১০২৫১৭৯১;** ৫৮ টিথ গিয়ার হুইল ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,৪৭,৯৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৫) **১১২৫১৮১৮;** টু-পিস গ্লাস শাটার (এফআরপি) অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,২৬,৩৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৬) **২০২৫১০৯২;** সংযুক্তি অনুসারে ১৩টি আইটেম সমন্বিত লেভেলিং ভালভের জন্য ওভারহলিং কিট; ₹ ১,৫২,১৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৭) **২০২৫১০৮৭;** এম/কোচের অ্যাক্সেল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য লোয়ার রাবার ওয়াশার; ₹ ১,১২,৯৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৮) **১৫২৫৫১২৮;** ০৩ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং ইত্যাদি; ₹ ১,২৬,৮৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৯) **১০২৫২১৪২এ;** পি৭/জি৯ লোকোর জন্য স্ফেরিব্লক; ₹ ১২,৫৪,৪৩০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১০) **১১২৫১৮৩৩;** সেকেন্ডারি ল্যাটারাল ড্যাম্পার; ₹ ২,১৭,৫১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৫, তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১১) **১১২৫১১৫০;** এলএইচবি এসি কোচ ইত্যাদির জন্য সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার সংগ্রহ; ₹ ৪,৯১,৯৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫, তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১২) **১১২৫১৫৪৮;** নাকল; ₹ ১,৬০,৭০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.১১.২০২৫, তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৩) **০৪২৫৫০২০;** স্টপ ব্রেক ভালভ এসবিএস-৩০বিএ এসএই৬ এমএইচ ৬৫৩৩৬৩ অথবা কন্ট্রোল ভালভ ব্লক এনজি৩২ কিউ৬০০ ডিপি৩০ আইডেন্টিটি নং ৬৫৩৩৬৩/০২ অথবা কাউন্টারেবল ভালভ ব্লক এনজি৩২ কিউ৬০০ ডিপি৩০ আইডেন্টিটি নং ৬৫৩৩৬৩/০২, মেক - মন্টান; ₹ ২,০৬,৪৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৪) **১১২৫১০১০;** সাইড বেয়ারার ইত্যাদির জন্য ওয়্যারিং পিস সংগ্রহ; ₹ ১,৮৩,৬৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৫) **০৭২৫১০০২এ;** ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড, ক্লাস-এ২ (রুটাইল টাইপ), কোটিং-এর ধরণঃ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মিডিয়াম আইআরএসঃএম-২৮/২০২০ এবং এসটিআরঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু০১ রিভ-০৩, কোড আইএসঃ ৮১৪-২০০৪ (আর ২০১৬) অনুযায়ী, আকারঃ ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি; ₹ ২,২৮,৩৮০; (১৬) **১১২৫১৬৪২;** রেগুলেটেড ব্যাটারি চার্জার ইত্যাদি; ₹ ১৭,০৭,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্রম নং ১৫ এবং ১৬ প্রতিটির জন্য ২৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৭) **১১২৫২৬২৩;** নাকল; ₹ ৫,৫৩,৯২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৮) **১৫২৫৫০০৫বি;** স্পেসিফিকেশন নং অ্যানেক্সার/ইওটিসি/৫টি/কেপিএ অনুসারে ইওটি ক্রেন ক্যাপাসিটি ৫টি; ₹ ১,৪১,৪০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৯) **১২২৫৪০০৭;** এইচভিএন ইনসুলেটিং লাইনার ৬৬ থেকে আরডিএসও ড্র. নং টি-৩৭০৬ পর্যন্ত রানিং কন্ট্রাক্ট; ₹ ২০,০০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২০) **২২২৫৫২২৭এ;** ইনজেকশন লুসপেটারসেপ্ট ২৫ মিলিগ্রাম আইটেম কোড নংঃ এম২৫১০৩৩, এআই ২৫-২৬; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ২০ প্রতিটির জন্য ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরে উল্লিখিত সমস্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটটি দেখুন। STORES-46/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund & C.C road under Pathashree-IV fund of **N.I.e.T. No.-19/HPS/APAS/2025-26, 20/HPS/APAS/2025-26, 21/HPS/APAS/2025-26, 22/HPS/APAS/2025-26 & 23/EO/HPS/Pathashree/2025-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **28/11/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_ ৪৮_ ২৫-২৬; তারিখ: ৩১-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ইএল_ টিআরডি_ ৪৮_ ২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ সম্পর্কিত "রানিপত্র স্টেশনে গেট লজ স্থানান্তরের মাধ্যমে একটি পণ্য লাইন নির্মাণ।" **টেন্ডার মূল্য:** ১,৪৩,৫৯,২০২.৬৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,২১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৪-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৪-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Block Development Officer

e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 3742 & 3743/BDO, Singur dt. 31.10.25 for Construction of 50 nos. Civil works under APAS within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 22/11/25. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2025_ZPHD_936049_1 to 25 & 2025_ZPHD_936265_1 to 25).

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block

Office of The
ANDULIA GRAM PANCHAYAT
Village - Mahadia, Post- Mahadia PS - Kandi, District-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) MSD/KAN/ANDULIA/03/2025-26, (2) MSD/KAN/ANDULIA/04/2025-26, (3) MSD/KAN/ANDULIA/05/2025-26, (4) MSD/KAN/ANDULIA/06/2025-26

On behalf of the ANDULIA G.P, the Prodhan ANDULIA G.P, invites e-tender for total **41(Fourty)Nos**. different works. Bid submission closing date(Both Technical & Financial): **17/11/2025 at 14.00 Hrs**. Bid opening for Technical Proposals: **20/11/2025 at 12.00 Hrs**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভা
মহেন্দ্র মিত্র রোড, পিপুলপাতি, পোঃ ও জিলা- হুগলী
ফোন নং- ২৬৮০ ২৮৯৯ / ২৩১৯, ফ্যাক্স নং-২৬৮০ ৬০৯১

বিজ্ঞপ্তি

পৌরসভার অভ্যান্তরে ষ্ট্রীট লাইট বিভাগের যে সকল অব্যবহৃত বাতিল বৈদ্যুতিক লাইট ও লাইট সামগ্রী রহিয়াছে (যেখানে যে অবস্থায়), তাহা দরপত্র সংগ্রহ করে বিক্রয় করা হইবে। সমস্ত তথ্য ও দ্রব্যাদি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার পর যে কোন দিন **বেলা ১১টা হইতে বেলা ০২ টা** পর্যন্ত দরদাতাগন পরিদর্শন বা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।
সীল করা খামে দরপত্র জমা দেবার শেষ দিন আগামী **১৩.১১.২০২৫ (বেলা ০২ টা পর্যন্ত)।**
স্মারক সংখ্যা- ২৩৮৩ / এল.পা. ভৌ   তাং- ২৯.১০.২০২৫
(স্থানঃ হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার উপ পৌরপ্রধানের কক্ষ)

পৌরপ্রধান / কার্যনির্বাহী আধিকারিক

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No.1932/BDO/P-I   Dated: 04/11/2025

Notice

Executive Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.- **WBPUR/EO/Niet-12/25-26** dt.04.11.2025, for **01 no. schemes (Tender ID 025_DM_938581_1) under PUAD** within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. Last Date of tender submission is **24.11.2025 up to 12:00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(C)/BR-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/94/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 25/4 etc. Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,537.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/95/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 25/1/33 etc. Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,804.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
3. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/96/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 99 etc. Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,59,698.00.** Earnest Money: **₹8,000.00.**
4. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/99/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of Bathing Platform at 35 Bonomali Chatterjee Street in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,19,860.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
5. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/100/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of damaged Asphaltum road at 2A, 2N, 2L etc. Nilmoni Mitra Row in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,44,885.00.** Earnest Money: **₹5,000.00.**
6. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/64/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS Footpath and passages at 37/W, 37R Raja Manindra Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,379.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
7. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/65/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passage at 20, 21 Anath Nath Deb Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,905.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
8. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/66/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 23, 25, 26 etc. Tara Shankar Sarani in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,953.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
9. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/68/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 1/20, 1/21 etc. Olai Chandi Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,926.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
10. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/69/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 3/H/5, 3/H/7, etc. Olai Chandi Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,863.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
11. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/71/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 17H/1, 17H/6 etc. Olai Chandi Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,49,835.00.** Earnest Money: **₹9,000.00.**
12. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/72/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 17H/15 etc. Olai Chandi Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,845.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.**
13. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/80/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 25/10, 25/16 etc. Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,323.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
14. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/73/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 1/16, 3/1, 3/5 etc. Nilmoni Mitra Row in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,54,808.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
15. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/74/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of Paverblock Footpath at 6, 7, 8 etc. Rai Charan Sadhukhan Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,99,583.00.** Earnest Money: **₹8,000.00.**
16. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/75/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 34/2, 34/3, 34/4 etc. Bonomali Chatterjee Street in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,99,905.00.** Earnest Money: **₹8,000.00.**
17. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/77/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 4/1H/10, 4/1H/12 etc. J.K. Ghosh Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,612.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
18. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/79/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 25/9 etc. Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,932.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
19. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/82/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 20/1/1 Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,387.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
20. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/83/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 9, 24 Sirish Chandra Chowdhury Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,867.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
21. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/85/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 1/16, 1/18 etc. Olai Chandi Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,49,419.00.** Earnest Money: **₹9,000.00.**
22. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/86/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 17H/16, 17H/19, Olai Chandi Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,931.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
23. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/88/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 12 Raja Sew Box Bogla Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,539.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.**
24. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/89/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 14A, 17, 18, 8/3 etc. Shashi Bhusan Chatterjee Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,782.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.**
25. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/90/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of Collapsed UG Sewer at 28D, 34/3 etc. Bonomali Chatterjee Street in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,805.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.**
26. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/91/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 24 Sirish Chandra Chowdhury Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,49,733.00.** Earnest Money: **₹3,000.00.**
27. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/92/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 38 etc. Rai Charan Sadhukhan Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,49,995.00.** Earnest Money: **₹3,000.00.**
28. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/93/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of UG Sewer at 25, 26, 27 etc. Nilmoni Mitra Row in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,49,766.00.** Earnest Money: **₹3,000.00.**
29. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/78/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS Footpaths at 89, 90A etc. Belgachia Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,99,767.00.** Earnest Money: **₹10,000.00.**
30. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/42/2025-2026** Name of the Work: **Rasing of PIT Covers at 28, 13, 6, 24 etc. Bonomali Chatterjee Street in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,61,295.00.** Earnest Money: **₹4,000.00.**
31. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/50/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of Bustee Privies at 24 Sirish Chandra Chowdhury Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,740.00.** Earnest Money: **₹6,000.00.**
32. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/54/2025-2026** Name of the Work: **Relaying of KERB and Channel at Nitya Gopal Chatterjee Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,877.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.**
33. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/55/2025-2026** Name of the Work: **Relaying of KERB and Channel at 126, 127 etc. Khelat Babu Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,842.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**
34. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/56/2025-2026** Name of the Work: **Relaying of KERB and Channel at 37/W, 37R etc. Raja Manindra Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,99,878.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**
35. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/57/2025-2026** Name of the Work: **Relaying of KERB and Channel at 21/3A, 21/3Q Anath Nath Deb Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,754.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.**
36. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/61/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of Paver Block Passages at 67/1, 67/3, etc. BT Road in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,897.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**
37. NIT No.: **KMC/EEC/I/005/63/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of IPS Passages at 75, 76, 127 etc. Khelat Babu Lane in Ward No.-5.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,99,731.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **21 days.** (for Sl. No. 1 to 37). Last date and time of submission of Bid: **17.11.2025 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 37). Tender will be opened on: **19.11.2025–11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 37). The bid forms and other details are available on and from **08.11.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 37). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 37).

1317/25-26

গৃহস্থালী

শখের সেরামিকের বাসন ঝকঝকে করতে চান? জল আর সাবান যথেষ্ট নয়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে রান্নাঘরের ধরণ। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলেছে রান্নায় বা খাবার টেবিলে ব্যবহৃত বাসনপত্রও। এই মুহূর্তে বেশিরভাগ ‘ পরিবারের মডিউলার কিচেনে জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন বাসনপত্রের সঙ্গে সমানভাবে সেরামিকের বাসনও। কিন্তু আর পাঁচটা বাসনের থেকে সেরামিকের থালা-বাটি পরিষ্কার করার নিয়ম একটু আলাদা। সঠিকভাবে তা পরিষ্কার করলে যত্নে থাকবে আপনার রান্নাঘরের সেরামিকের বাসনগুলি। কীভাবে তার যত্ন নেবেন জেনে নিন। ব্যবহার করা সেরামিকের বাসন বাজারচলতি সাবান দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। জেল্লাও যেন হারিয়ে যায়। তাই তা পরিষ্কার করতে জলের মধ্যে ১ কাপ মতো ভিনিগার মিশিয়ে নিয়ে তার মধ্যে পাত্রগুলো ভিজিয়ে রেখে দিন। সমস্ত দাগ ও গন্ধ দূর করতে এরপর বাসন মাজার সাবান দিয়ে ভালোভাবে মেজে ধুয়ে নিন। সেরামিকের বাসনে বাসন মাজার প্যাড দিয়ে ঘষলে মুশকিল হবে। সেক্ষেত্রে চটজলদি সমাধান পেতে ব্যবহার করতে পারেন বেকিং সোদা। সেরামিকের বাসনে ২-৩মিনিট বেকিং সোডা মাখিয়ে রেখে দিন। এরপর নরম স্পঞ্জ বা দিয়ে ভালোভাবে মেজে ধুয়ে নিলেই ঝকঝকে হয়ে উঠবে আপনার হেঁশেলের শখের বাসন। সেরামিকের পাত্র পরিষ্কার করতে পাতিলেবুর জুড়ি মেলা ভার। গরম জলের মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে তাতে লিক্যুইড বাসন মাজার সাবান দিয়ে সেরামিকের বাসন পরিষ্কার করলে চটজলদি সমাধান মিলবে।

অতিথি সমাগমে বিছানার দফারফা! গদি পরিষ্কারের মোক্ষম উপায় জেনে নিন

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এই পুজো-পার্বণে অর্থা

উসবের মরশুমে বা।রি অঃদরমহলের একটু বেশিই যত্ন নিতে হয় বৈকি। উসবের মরশুম শুরুর আগে একরকমের ব্যস্ততা থাকে বা।ঘির ঝকঝকে করে তোলার। আর তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বা।ঘির পরিষ্কার করে তোলার মতো একটা বড় বিষয় থাকে। পুজো আসার সঙ্গে সঙ্গে বিছানার নতুন চাদর পাতার রীতি প্রায় সকলের বা।তিেই রয়েছে। তবে নতুন চাদর পাতা থেকে ঘর সাজানো, অতিথি আপ্যায়ন সবকিছু মিটে যাওয়ার পর বা।রি বিছানা পরিষ্কার করে তার বিশেষ যত্ন নেওয়াও ভীষণ প্রয়োজন। কীভাবে তা করবেন জেনে নিন। পুজো-পার্বণ মিটে যাওয়ার পর আপনার বা।রি মতোই বিছানাও ‘ ক্লিন’ করুন। ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে গদি,তোষক পরিষ্কার করে নিতে পারেন। এছারাও অতিথি আপ্যায়নে বিছানায় বসেই চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা? এক্ষেত্রে অনেকসময়ই খাবার বা পানীয় বিছানায় পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে সামান্য শ্যাম্পু জলে গুলে নিয়ে তাতে কাপ। ডুবিয়ে আলতো করে ঘষে তোষক বা গদির দাগ মুছে নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বিছানা, বালিশ জীবাণুমুক্ত করতে পুরনো পন্থা অবলম্বনে সবকিছু রোদে দিয়ে নিতে পারেন। আর বাড়িতে যদি স্টিমার থাকে তাহলে তা দিয়েও বালিশ-বিছানা জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন উৎসবের মরশুম ছাড়াও মোটামুটি এক সপ্তাহ অন্তর বিছানার চাদর ও বালিশের কভার পালটানো দরকার বিশেষভাবে। তা যদি গরমকাল হয় তাহলে বিশেষ নজর দিতে হবে। রাতে শোওয়ার সময় সারাদিন বিছানার উপর পেতে রাখা চাদরখানা তুলে দিয়ে অন্য একটি চাদর পেতে শুতে পারেন। এটা সারাদিনের ধুলোময়লা লেগে থাকা চাদরে শোওয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং দিনের শেষে আপনার ঘুমও ভালো হবে।

জেনে নিন বাড়ির কোন কোন অংশে সিদ্ধিদাতার ছবি রাখা ভাল

প্রত্যেকটি মানুষের কাছে তাঁর বাড়িটিই সবচেয়ে প্রিয় স্থান। স্বাভাবিকভাবেই তাই নিজের বাড়িটিকে সু ন্দরভাবে মনের মতো করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেন সকলেই। আর হিন্দু বাড়িতে ঘর সাজানোর উপকরণগুলির মধ্যে গণেশের মূর্তি বা পেন্টিং থাকে না, এমন দৃশ্য বিরল। বিভিন্ন ধরনের গণেশের শো-পিস, পেন্টিং, মূর্তি দিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশ সাজিয়ে তুলতে অনেকেই ভালবাসেন। গণেশ চতুর্থীর আগেও ঘর সাজাতে গণেশের মূর্তি বা পেন্টিং এনেছেন কি? ভুলে গেলে হবে না, এগুলি শুধুই শো-পিস নয়, আরাধ্যও বটে। হিন্দু মতে, সমস্ত দেবদেবীর আগে পুজিত হন গণেশ। আর সেই কারণেই ঘরের যে সে স্থানে গণেশের পেন্টিং রাখা বাস্তুসম্মত নয়। এই প্রতিবেদনে মিলিয়ে নিন বাড়ির কোন কোন অংশে সিদ্ধিদাতার ছবি বা পেন্টিং রাখা ভাল।

দক্ষিণে নাঃ বাস্তু মতে বাড়ির দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে গণেশের ছবি বা পেন্টিং না রাখাই শ্রেয়। বরং উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিকে রাখুন গণপতির মূর্তি বা পেন্টিং। এতে বৈবাহিক জীবন এবং পারিবারিক সম্পর্কে শান্তি বজায় থাকে।

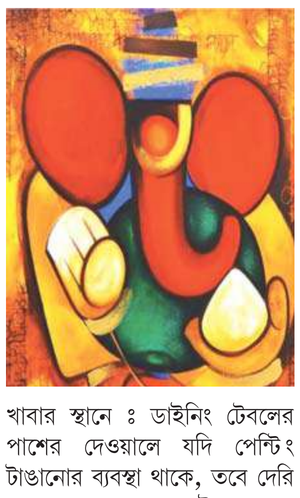

খাবার স্থানে ঃ ডাইনিং টেবলের পাশের দেওয়ালে যদি পেন্টিং টাঙানোর ব্যবস্থা থাকে, তবে দেরি না করে সেখানেই রাখুন সিদ্ধিদাতাকে। এতে শরীর সুস্থ থাকে। ঘরে শুভশক্তি বিরাজ করে।

শৌচাগারের দেওয়ালঃ অনেকেই শৌচাগারের বাইরের দেওয়ালটিতে গণেশের মূর্তি-যুক্ত টাইলস বসিয়ে ফেলেন। এতে ঘরের শোভা হয়তো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তু অনুযায়ী তা বাড়ির জন্য শুভ নয়। শৌচালয় বা চেঞ্জিং রুমের ভিতর বা বাইরের দেওয়ালে ভুল করেও গণপতির পেন্টিং নয়।

প্রবেশ পথেঃ আপনার বাড়িতে ঢোকার সময়ই কি চোখে পড়ে গণেশের পেন্টিং? তাহলে এক্কেবারে ঠিক কাজটি করেছেন। প্রবেশ দ্বারে বা সেই দেওয়ালে গণপতিকে রাখলে আপনার ভাল বই মন্দ হবে না।

শোওয়ার ঘরেঃ সম্ভব হলে শোওয়ার ঘর থেকে এখনই গণেশের পেন্টিং সরিয়ে ফেলুন। বাস্তু মতে এতে বাড়ির কলুশতা নষ্ট হয়।

ডান্সিং গণেশঃ দেখতে দারুণ। এমন পেন্টিং বাড়িতে থাকলে অতিথিদের প্রশংসাও কুড়োবেন। কিন্তু চেষ্টা করুন বাড়িতে ডান্সিং গণেশের মূর্তি বা পেন্টিং না রাখার। এতে দেবতার অগ্নিশর্মা রূপই লুকিয়ে থাকে।

সাদা গণেশঃ গণপতি দিয়েই যদি ঘর সাজানোর ইচ্ছা থাকে, তাহলে বেশি পরিমাণে সাদা রঙের পেন্টিং বা মূর্তিই রাখুন।

বারুইপুর পৌরসভার একাধিক রাস্তা বেহাল অবস্থা থেকে কবে মুক্তি পাবে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব সংববাদাতা,বারুইপুর, ৪ নভেম্বর ঃ কলকাতা শহরতলির বারুইপুর পৌর শহরের বেশিরভাগ রাস্তা বেহাল। বারুইপুর পুরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ডে রাস্তার অবস্থা অতি বেহাল। পিচ উঠে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। যাতায়াত করতে হিমশিম খেতে হয় বাসিন্দাদের।প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনাও। রাস্তা গুলি কবে মেরামত হবে,সেই প্রশ্ন তুলেছেন পৌর নাগরিকরা। আর এ ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস বলেন,ক্রমাগত বৃষ্টির জন্য রাস্তা মেরামতির কাজ আটকে ছিল। দ্রুত সব ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হবে। বারুইপুর পুরসভা মোট ১৭টি ওয়ার্ড। অধিকাংশ ওয়ার্ডেই রাস্তার অবস্থা খারাপ। জলের পাইপলাইন পাতার কাজের পরে রাস্তাগুলির হাল আর ও বেহাল হয়ে

গেছে।এই পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ঋষি বঙ্কিম নগরের গলি, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোলপুকুর মণ্ডল পাড়ার গাড়ি গ্যারাজ থেকে শুরু করে বৈষ্ণবপাড়া রেলগেট ছাড়িয়ে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। পিচ উঠে ইট বেরিয়ে গিয়েছে। আবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দত্ত পাড়া যাওয়ার রাস্তা, পালপাড়া অক্ষয় সঙ্ঘ ক্লাবের আগে এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকা, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উকিলপাড়া ময়লাপোতা রোড,৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাসমাঠের পুকুর সংলগ্ন পিচের রাস্তা ধসে পড়ে যাচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, রাস্তা খারাপ নিয়ে বলা হলেও হেলদোল নেই স্থানীয় সব কাউন্সিলারদের। দিনের বেলাতেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার পরে তা আরও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এটা পৌরসভার রাস্তা না গ্রামের রাস্তা তা বোঝা যাবে না। আদৌ কবে এগুলো সারানো হবে তা নিয়ে পৌর নাগরিকরা সন্দিহান।

আপনিও কী এই সময় আপনার বাড়ি সাজিয়ে তুলতে চান?

বাড়ির বাইরে হোক বা অনন্দরমহল সাজিয়ে তোলা হয় নানা ভূতুড়ে জিনিস দিয়ে। এদেশেও কিন্তু হ্যালোউইন সমানভাবে জনপ্রিয়। অনেকেই কিন্তু উদযাপন করেন বিদেশি ধাঁচেই। আপনিও যদি আপনার বাড়ি এইসময় সাজিয়ে তুলতে চান? মাসের শেষে বাড়িতে থাকা বিভিন্ন জিনিস দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন হ্যালোউইনে ঘর সাজানোর বিভিন্ন জিনিস। রইল তারই টিপস।

হ্যালোউইনে ঘর সাজাতে সবার আগে যে জিনিসটির কথা মাথায় আসে তা হল কুমড়ো। অদ্ভুতভাবে চোখ, নাক কেটে রাখা কুমড়ো ছাড়া এই দিনে বাড়ির সাজসজ্জা অসম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন বাজারে ডিম রাখার জন্য ব্যবহার হয় যে খাঁচার মতো দেখতে ঝুড়ি সেটিই। এর মধ্যে আলো ভরে, উপর থেকে কমলা রঙের কাপড় বা কাগজ আটকে নিয়ে তাতে চোখ, নাক কেটে বানিয়ে নিন হ্যালোউইনে । ঘরের বিভিন্ন কোণে যদি অল্প আলো দিয়ে মায়াবী এক পরিবেশ তৈরি করতে চান তাহলে কীট পতঙ্গের স্টিকার কিনে নিয়ে তার সঙ্গে আলো দিয়ে সাজিয়ে ফেলতে পারেন। অথবা ব্যাবহার না হওয়া কাচের বয়ামেও সেগুলি আটকে আলো দিয়ে তৈরি করতে পারেন ভূতুড়ে পরিবেশ। যা বাড়ির হ্যালোউইনের সাজের জন্য পারফেক্ট। মুখোশ ছাড়া কি আর এই দিন উদযাপন করা যায়? ভূতুড়ে মুখোশ মাস্ট। তাই দোকান থেকে মুখোশ বানানোর উপযোগী কাগজ কিনে নিয়ে তাকে সঠিকভাবে কেটে নিন। হ্যালোউইনে মানাবে এমন রঙ ও ডিজাইন করে বানিয়ে ফেলুন আপনার এদিনের ভূতুড়ে মুখোশ। বাজারে এই সময় নানা ধরনের আলো দেদার বিকোচ্ছে। অল্প দামের মধ্যে টুনি লাইটের বদলে প্রায় একইরকম দেখতে সারি দেওয়া কঙ্কাল দিয়ে বানানো আলো দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে ফেলুন আপনার ঘর।

ট্রলার থেকে ক্রমাগত চুরি হয়ে যাচ্ছে ডিজেল থেকে মাছ

,কাকদ্বীপ, ৪ নভেম্বর ঃ ট্রলার থেকে ক্রমাগত চুরি হয়ে যাচ্ছে ডিজেল ও মাছ। আর এই নিয়ে চিন্তিত ট্রলার মালিকেরা। বিষয়টি নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মালিকদের অভিযোগ, নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রলার গুলি থেকে রাতারাতি ডিজেল চুরি হয়ে যাচ্ছে। সেই ডিজেলই আবার বাজারের থেকে কম দামে খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। ট্রলার মালিকদের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে বেশ কয়েকজন অসাধু মৎস্যজীবী জড়িত আছে। এ বিষয়ে এক ট্রলার মালিক বলেন, এবছর সমুদ্রে সেভাবে মাছের দেখা মেলেনি। ট্রলার চালানোর খরচটুকুও ওঠেনি। তাই প্রত্যেক মৎস্যজীবী আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তার উপর ট্রলার থেকে এখন প্রায়ই দিন ডিজেল চুরি হয়ে যাচ্ছে। সেই ডিজেল আবার বাজারে বিক্রি ও হচ্ছে। কিন্তু কখন এই ডিজেল চুরি হচ্ছে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। আর শুধু তেল নয়, সমুদ্র থেকে ধরে আনা মাছও চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি মৎস্যজীবী সংগঠনকে জানানো হয়েছে। কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। নদীতে নোঙর করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ট্রলার থেকে তেল ও মাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে।

জগাছায় 'বাধা' পেলেন বিএলও, বালির চৈতলপাড়ায় বিএলএ'কে 'নিগ্রহে'র অভিযোগ, এসআইআর শুরুর দিনেই হাওড়ায় উত্তেজনা

নিজস্ব সংববাদাতা,হাওড়া, ৪ নভেম্বর ঃ হাওড়ার জগাছায় 'বাধা' পেলেন বিএলও, বালির চৈতলপাড়ায় বিএলএ'কে 'নিগ্রহে'র অভিযোগ। এসআইআর শুরুর দিনেই হাওড়ায় উত্তেজনা। বাংলায় এসআইআর শুরুর দিনেই মঙ্গলবার হাওড়ায় বালি, জগাছা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার অভিযোগ উঠলো। এদিন এসআইআর এর কাজ শুরু হতেই জগাছায় স্থানীয়দের হাতে 'বাধা' পান জনৈকা বিএলও। সকালে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার হাওড়া পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪ নম্বর বুথে। বাগনান খালোড় কবিগুরু শিক্ষায়তনের জনৈকা শিক্ষিকা এদিন উনসানি গড়পায় বিএলও হিসাবে বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ শুরু করেছিলেন। কয়েকটি বাড়িতে ফর্ম দেওয়ার পর বেশ কিছু বাড়ির লোক তাঁর কাছে নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র দেখতে চান। তিনি জানান, যেহেতু সোমবার পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের অফিস থেকে তাঁদের কোনও পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি সেই কারণে তাঁর পক্ষে তা দেখানো সম্ভব হয়নি। আর এতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ জাগে। তাঁকে ঘিরে শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। ওই শিক্ষিকা মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে কমিশনের দেওয়া চিঠি এবং অন্যান্য কাগজপত্র তাঁদের দেখালেও অনেকেই তা বিশ্বাস করেননি বলে অভিযোগ। এই নিয়ে বচসা শুরু হতেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ঘটনাস্থলে

ছুটে আসে জগাছা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, এই ঘটনার পাশাপাশি এসআইআরের কাজ শুরুর প্রথম দিনেই হাওড়ার বালিতেও উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় চৈতলপাড়া হপ্তাবাজারে ১৩নং বুথের বিএলও বাড়ি বাড়ি ভোটার লিস্ট নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। সেখানে ওই বুথের 'সিপিএম' নিযুক্ত বিএলএ, যিনি বিএলওকে বিভিন্ন বাড়ির ঠিকানায় ভোটার লিস্টে থাকা মৃত ও ভুয়ো ভোটারদের নামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। এই নিয়েই শুরু হয় দু'পক্ষের বিরোধ। অভিযোগ, অন্য রাজনৈতিক দলের কয়েকজন এসে ওই সিপিএম বিএলএকে মারধর করে ধাক্কা মেরে বের করে দেন। তাঁর কাছে থাকা ভোটার লিস্ট ছিঁড়ে ফেলে দেন। এনিয়ে উভয় দলেই চাপান উতোর শুরু হয়। সিপিএমের তরফ থেকে পরে এই নিয়ে বালি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। বলে জানা গেছে। তোতন ঘোষ বলেন, আমি বুথ নং ১৩র সিপিএমের বিএলএ। নির্বাচন কমিশনের বিএলওর সঙ্গে পার্টির পক্ষ থেকে থাকার কথা। অতর্কিতে কিছু গুন্ডা বাহিনী এসে ঘা। ধাক্কা দেয়, ভোটার তালিকা ছিঁ। দেয়। বলে যায় আমাদের থাকার কোনও অধিকার নেই। অন্যদিকে, অপর পক্ষের পাল্টা অভিযোগ, সিপিএম জন্মলগ্ন থেকে মিথ্যা কথা বলে। আমরা বিএলওকে সহযোগিতা করছিলাম। ওখানে কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি। আমরা সত্যি কথা বলেছি বলে আমাদের নামে মিথ্যা মামলা করছে। এদিকে, এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিএলও বলেন, আমি বা।ি বা।ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছিলাম। ফর্ম দিতে বা।তে যাওয়ার পর একটা আওয়াজ শুনলাম। পিছন ঘুরে দেখলাম দেওয়ালে একজন সেঁটে আছেন। তবে আমি কাউকে ধাক্কা দিতে দেখিনি। আমি তাঁদের বলি এমন করলে আমি কিভাবে কাজ করব ? এই ব্যাপারে আমার সুপারভাইজারকে জানানো হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী যাদের ১ হাজারের বেশি ভোটার তাদের নিরাপত্তা কর্মী দেওয়া হবে। আমার এলাকায় ভোটার সংখ্যা ১,১৩৮। কিন্তু আমাকে এখনও ব্যবস্থা করা হয়নি।

Name Change

I, Gajiur Rahaman (Old name) S/o-Said Sk, Resident at, Vill-Upar Diha, Po-Mukundapur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, 742187, I have changed my name to Gajiur Rahman (New name) I shall be known as Gajiur Rahman vide affidavit no.05AC 437203 before the Notry at Berhampore on 04/11/2025 Gajiur Rahaman and Gajiur Rahman same and one identical person

Name Change

I, Muskur (Old name) S/o-Mahasin Ali, Resident at, Vill-Islampuur, Po-Hasanpur, Ps-Suti, Dist-Murshidabad, 742201, I have changed my name to Muskur Sekh (New name) I shall be known as Muskur Sekh vide affidavit no. 05AC 437202 before the Notry at Berhampore on 04/11/2025 Muskur and Muskur Sekh same and one identical person

Name Change

I, Israil Sk, (Old name) S/o- Nesh Md, Resident at, Vill-Islampuur, Po-Hasanpur, Ps-Suti, Dist-Murshidabad, 742201, I have changed my name to Israil (New name) I shall be known as Israil vide affidavit no.05AC 437201 before the Notry at Berhampore on 04/11/2025 Israil Sk and Israil same and one identical person

Name Change

I, Rahimbaks Mandal (Old name) S/o-Jamal Mandal, Resident at, Vill-Nagarpota Po-Ulasi, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, 741502, I have changed my name to Rahim Box Mandal (New name) I shall be known as Rahim Box Mandal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 04/11/2025 Rahimbaks Mandal and Rahim Box Mandal same and one identical person

Name Change

I, Waresh Ali Zamader (old name) son of Wazed Zamadar, residing at Vill: Chutkia Radhanagar, P.O- Nababuna, P.S – Minakhan, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743425, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Waresh Ali Zamadar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/11/2025. Waresh Ali Zamader (old name) and Waresh Ali Zamadar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Yakub (old name) son of Late Shekh Reyajul, residing at Kamalpura Mathiya, Kawalpura, Muzaffarpur, Dist: Muzaffarpur, Bihar – 843101, have changed my name and shall henceforth be known as Shekh Yakub (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/11/2025. Mohammed Yakub (old name) and Shekh Yakub (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sultan Ahmed Mohammad (old name) son of Shekh Yakub, residing at 33, Mirza Galib Street, P.O & P.S – Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shekh Sultan Ahmad (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/11/2025. Sultan Ahmed Mohammad (old name) and Shekh Sultan Ahmad (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I PARTHA GHOSH MY FATHER OLD NAME MRITUNJOY GHOSH R/O VILL KRISHNAPUR P.O SHIBNIBAS P-S KRISHNA GANJ DIST NADIA DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY FATHER NAME MRITUNJOY GHOSH TO MRITYUNJOY GHOSH AND HENCE FORTH BE MY FATHER SHALL BE KNOWN AS MRITYUNJOY GHOSH IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT SL.NO 16 NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 4-11-25 MY FATHER MRITYUNJOY GHOSH AND MRITUNJOY GHOSH IS SAME PERSON.

Name Change

I NURJAMAL NAWDA MY FATHER OLD NAME MAJIJUL NAWDA R/O GOKHURA POTA P.O CHARATALA P.S. CHAPRA DIST NAIDA DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY FATHER NAME MAJIJUL NAWDA TO MOJIJUL NAWDA AND HENCEFORTH MY FATHER SHALL BE KNOWN AS MOJIJUL NAWDA IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SL NO - 34 NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 28/10/25 MY FATHER MAJIJUL NAWDA AND MOJIJUL NAWDA IS SAME PERSON.

Name Change

I, RAISHAN (OLD NAME) W/O-MAFIJUDDIN residing at SAMAGRA PALASBONA GRAM PO-KUMARGANJ PS-PUKHURIA DIST-MALDA PIN-732102, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from (old name) RAISHAN to (new name) ROSNARA BIBI and henceforth, I shall henceforth be known as ROSNARA BIBI (new name)in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Domkal court dated on 04/11/2025.(new name) ROSNARA BIBI and (old name) RAISHAN both name are same and one identical person.

Name Change

I, PRASHANT SHARMA S/O BHAGIRATH SHARMA Residing at 375 Prince Anwar Shah Road, Tower-2, Flat-22I, South City Residency, P.O.-Jodhpur Park, District - Kolkata, Pin - 700068, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PRASHANT KUMAR SHARMA as declared before the Ld. Notary Public at Kolkata vide affidavit No 02/2005, Dated 24-06-2005. PRASHANT SHARMA and PRASHANT KUMAR SHARMA both are same and identical person.

Name Change

I, Ajay Choudhary (old name) son of Vijay Kumar Choudhary, residing at 37, Dr. Abani Dutta Road, Salkia, Howrah - 711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Kumar Choudhary (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/11/2025. Ajay Choudhary (old name) and Ajay Kumar Choudhary (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHIUDDIN MIR S/O MAHIUDDIN MIR Residing at Maynan, Khariop, Joypur, District - Howrah, Pin - 711401, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MAHIUDDIN MIR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. MOHIUDDIN MIR and MAHIUDDIN MIR both are same and identical person.

Name Change

I, JAHIDA BEGUM W/O MAHIUDDIN MIR Residing at Maynan, Khariop, Joypur, District - Howrah, Pin - 711401, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JAHIDA BEGUM MIR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. JAHIDA BEGUM and JAHIDA BEGUM MIR both are same and identical person.

Name Change

I, SUMAJIT PAUL S/O ANIL PAUL Residing at Vill-Sultanpur, P.O-Guptipara, P.S.-Balagarh, District - Hooghly, Pin - 712512, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SOUMOJIT PAUL as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. SUMAJIT PAUL and SOUMOJIT PAUL both are same and identical person.

Name Change

I, Purabi Chaudhury(old name), D/o Late Prasanta Ranjan Ghosh W/O Bidhan Narayan Chowdhury residing at Rabindra sarani 2nd Lane, Rabindrapally, P.O.+P.S.-Bolpur, Dist.-Birbhum, Pin-731204, Shall hence forth be known as Purabi Chowdhury (New Name) as declared before the Executive Magistrate, Bolpur, Dist.-Birbhum, West Bengal Vide affidavit No. 100/2025 dt.-19.09.25. Purabi Chaudhury (old name) and Purabi Chowdhury (New Name)both are same and identical Person.

Name Change

I, Ronita Dutta (old name) wife of Deepojwal Chakraborty, resides at 37/1, Rabindranagar, Dankuni, Hooghly – 712311, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ranita Chakraborty (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly, vide affidavit No. 4452 dated 28/10/2025. Ronita Dutta and Ranita Chakraborty both are same and one identical person.

Name Change

I, Goutam Mitra on behalf of my father Late Swadesh Kumar Mitra, residing at Trayee Apartment, Barijahatty, Chanditala, Hooghly – 712702, West Bengal, declare that his actual and correct name is Swadesh Kumar Mitra but inadvertently his name recorded in my Educational Certificate as Swadesh Mitra instead of Swadesh Kumar Mitra. Swadesh Mitra and Swadesh Kumar Mitra both are same and one identical person as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly vide affidavit No. 4453 dated 28/10/2025.

Name Change

I Nasher Khan son of late Suleman khan aged about 65 years residance of B.B .Bye lane .Telinipara PS Bhadreswar of Dist Hooghly That my actual and Original name is Nasher Khan which has been rightly recorded in Aadhar card ,PAN card and other documents.That Hafiz Khan is my son and in his passport (no U9980672) my name is wrongly recorded as Nisar Khan in place of Nasher Khan and also my Son Hafiz khan's School certificate vide being no 54/1999 my name has been also wrongly recorded as Nesar khan in place of Nasher Khan.That Nasher khan , Nisar Khan and Nesar khan is the same and one identical person and my original and actual name is Nasher Khan vide an affidavit sworn before1st Class judicial Magistrate Chandan Nagore Hooghly on13 October 2025.

নাম পরিবর্তন

আমি Amjad Dafader (পুরাতন নাম) পিতা Majid Dafadar ঠিকানা Umarpur Paschimpara, Kumari Ramanagar, Hanskhali, District-Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 04-11-2025 এর Affidavit no 65/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Amjed Dafadar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Amjed Dafadar (নতুন নাম) ও Amjad Dafader (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Majibar Dafader (পুরাতন নাম) পিতা Gopal Dafadar ঠিকানা Umarpur Paschimpara, Kumari Ramanagar, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 04-11-2025 এর Affidavit no 64/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Majid Dafadar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Majid Dafadar (নতুন নাম) ও Majibar Dafader (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ramananand, Ramanananda Karuvan Shangunni (Old Name) S/o Thangappan K S Residing at 419B, Diamond Harbour Road, Sakher Bazar, P.o - Barisha, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin - 700008, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ramananand K S (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Ramananand, Ramanananda Karuvan Shangunni (Old Name) and Ramananand K S (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tapan Kumar Jana (Old Name) S/o Kanai Jana Residing at Vill - Moujbrindabanpur, P.o - Rampur, P.s - Nandigram, District - East Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Tapan Jana (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Tapan Kumar Jana(Old Name) and Tapan Jana (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sapan Sashibhusan Ghosh (Old Name) S/o Sashi Bhusan Ghosh Residing at 8A/1, G.T Road (West), P.o - Mallickpara, P.s - Serampore, District - Hooghly, Pin - 712203, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Swapan Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Sapan Sashibhusan Ghosh (Old Name) and Swapan Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Parna Mitra (Old Name) W/o Asim Mitra Residing at Duillya, P.o - Duillya, P.s - Sankrail, District - Howrah, Pin - 711302, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Parna Biswas (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Parna Mitra (Old Name) and Parna Biswas (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjoy Kr. shaw (Old Name) S/o Late Lalchand Shaw Residing at 24A, Nabin Sarkar Lane, P.o - Baghbazar, P.s - Shyampukur, District - Kolkata, Pin - 700003, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sanjoy Shaw (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit Dated 11-09-2025. Sanjoy Kr. Shaw (Old Name) and Sanjoy Shaw (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Jayashree (Old Name) W/o Ramananand K S Residing at 419B, Diamond Harbour Road, Sakher Bazar, P.o - Barisha, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin - 700008, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Jayashree Ramananand (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Jayashree (Old Name) and Jayashree Ramananand (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Saraj Kumar Haldar (Old Name) S/o Nabagour Haldar Residing at Opposite Panchayat Office, Madarat Purba Para, Baruipur, Atghara, District - South 24 Parganas, Pin - 743610, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Saroj Kumar Haldar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide affidavit 62 Dated 03-11-2025. Saraj Kumar Haldar (Old Name) and Saroj Kumar Haldar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Serajul Ali Sekh alias Serajul Islam Sek(Old Name) S/o Sek Based Residing at Bijayram Chak, Udaypur, District - East Midnapore, Pin - 721152 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Sek Serajul Islam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 91/2025 Dated 04-11-2025. Serajul Ali Sekh, Serajul Islam Sek (Old Name) and Sek Serajul Islam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Alak Kr Adak (Old Name) S/o Sambhu Nath Adak Residing at Naranga Dighi, Narangadighi, District - Paschim Medinipur, Pin - 721155 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Alak Adak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 92/2025 Dated 04-11-2025. Alak Kr Adak (Old Name) and Alak Adak (New Name) both are same and one identical person.

‘বেআইনিভাবে মজুত করা বোমার খবর দাও আর পুরস্কার নাও’, জাদুর মতো কাজ ! উদ্ধার প্রচুর বোমা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ নভেম্বর ঃ যে কোনও নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক হিংসায় রক্তাক্ত হওয়ার ইতিহাস মুর্শিদাবাদ জেলায় দীর্ঘদিনের। আর রাজনৈতিক হানাহানি রোখার জন্য নির্বাচনের আগে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা উদ্ধার করতে গিয়ে কাল ঘাম ছুটে যায় জেলার বিভিন্ন থানা আধিকারিকদের। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি ভাবে মজুত করা বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা উদ্ধারের জন্য আবার এক অভিনব পন্থা নিয়েছেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা আধিকারিকেরা। গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার তরফ থেকে বিভিন্ন থানা এলাকায় পোস্টারিং করে এবং সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটি ‘পোস্ট’। পুলিশের তরফে করা এই পোস্টের মূল বার্তা- বেআইনিভাবে মজুত করা বোমার খবর দাও আর পুরস্কার নাও। আর তাতেই যেন জাদু মন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। আগে লুকিয়ে রাখা বোমা অথবা বিস্ফোরকের খবর পেতে পুলিশের কাল ঘাম ছুটে যেত। এখন তার পরিবর্তে থানার আধিকারিকেরা ‘বড় কর্তাদের’ কাছ থেকে মোবাইলে পাচ্ছেন ‘গোপন বার্তা’, কোথায় রয়েছে বোমা। । জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই নম্বর শেয়ার করার পর থেকে গত ২৪ ঘন্টায় ডোমকল, ভগবানগোলা এবং লালগোলা থানা এলাকা থেকে কমপক্ষে ২০ টি সকেট ও সুতলি বোমা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বোমার সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে পুলিশ কর্তাদের দাবি। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার কুমারসানি রাজ বলেন, ‘ মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর, ডোমকল এবং সাগরপাড়া থানা এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে বোমাবাজির ঘটনায় দু’জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার অতীত ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে বোমা উদ্ধারের জন্য বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ পুলিশ সুপার আরও জানান, ‘বোমা তৈরি, সেগুলো মজুত রাখা এবং বোমাবাজির ঘটনায় যারা যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান জারি থাকবে এবং এফআইআর রুজু করে গ্রেপ্তার করা হবে।’ জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, বোমা উদ্ধারের জন্য যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে সেখানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার ভগবানগোলা থানার পুলিশ খুলারপুকুর পশ্চিম হাজীপাড়া এলাকায় আহমেদ জামান নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে আমরা দশটি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছি। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মতিন আলী এবং আদিল হোসেন নামে দু’জন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে দু’জনেই তাদের দোষ স্বীকার করেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় ওই নির্দিষ্ট নম্বরে গোপন সূত্রে আসা খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে লালগোলা থানার পুলিশ মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুমারী গ্রামে কৃষ্ণ মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে পুলিশ ৮ টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ কৃষ্ণ মন্ডলের দুই ছেলে প্রসেনজিত মন্ডল এবং বিশ্বজিত মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকে ডোমকল থানার পুলিশ রায়পুর-কারিগরপাড়ায় একটি মাঠে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। সূত্রের খবর সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত ৮ -১০ টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। অভিযান শেষ হলে উদ্ধার হওয়া বোমার সংখ্যা আরও বাড়াতে পারে বলে পুলিশকর্তাদের ধারণা। জেলা পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রাজনৈতিক হানাহানি এবং বোমাবাজিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিলেন প্রায় শতাধিক মানুষ। তারপরেও ভোটের দিন রাজনৈতিক হিংসায় একাধিকবার রক্তাক্ত হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা। এবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডোমকলের ঘোড়ামারা এলাকায় ঘরের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। তার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি এলাকায় একটি মাঠে বসে বোমা বাঁধার সময় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। এরপর ওই ব্যক্তির দেহের সন্ধান পেতেও পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পরে গঙ্গার ধারে একটি জায়গায় মাটির মধ্যে পোঁতা থাকা অবস্থায় ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর ওই এলাকা থেকে প্রায় ৯০ টির বেশি তাজা বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোমা এবং বিস্ফোরকের তথ্য দেওয়ার জন্য যে হেল্পলাইন নম্বরটি চালু করা হয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ সরাসরি থাকছে জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের হাতে। তার ফলে কোনও থানার আধিকারিকেরা জানতেও পারছেন না কোন ব্যক্তি বোমা উদ্ধারের জন্য তথ্য দিচ্ছেন। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই ভাবেই তারা ‘ইনফর্মার’দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছেন। গোপনে এই ‘ইনফর্মার’দের পুরস্কৃতও করা হবে বলে পুলিশের শীর্ষ কর্তারা জানিয়েছেন।

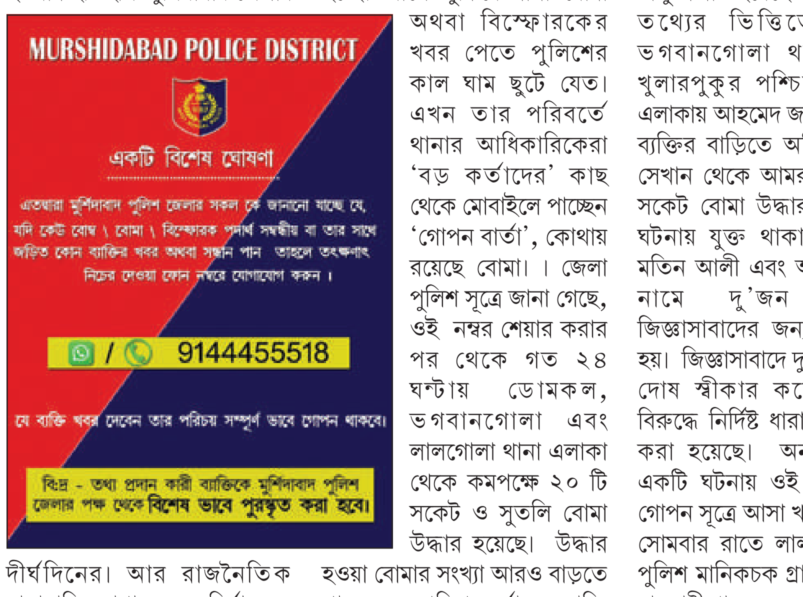

দু’মুখো পদ্ম গোখরো, বিরল সাপ উদ্ধার

অশোক দাস, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ নভেম্বর ঃ আশ্চর্যজনক ঘটনার সাক্ষী রইল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর। মঙ্গলবার চাঁদপুর প্রাইমারি স্কুলের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক বিরল প্রজাতির দু’মুখো পদ্ম গোখরোর বাচ্চা। একই শরীরে দুটি মাথা, দুটি জিভ এবং মাথার ওপর পদ্ম আকৃতির দাগ- এমন সাপ আগে কেউ দেখেননি বলেই জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দাসপুর থানার চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা বরুণ সিনহার বাড়ির কাছে এই সাপটি দেখা যায়। পরে সর্প বিশারদ এসে সাপটিকে উদ্ধার করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। সাপ দেখতে ভিড় জমে শতাধিক মানুষের। সর্প বিশেষজ্ঞের মতে, এটি এক বিরল প্রজাতির পদ্ম গোখরো যাকে স্থানীয়ভাবে ‘গেঁড়িভাঙা’ নামেও ডাকা হয়। সাধারণত এই প্রজাতির সাপ এক মাথা বিশিষ্ট হলেও, দু’মুখো সাপের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিরল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দাসপুরে । এলাকাবাসীর ভাষায়, এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি! - এক শরীরে দুটি মাথা, দুটি জিভ, দু’টো পদ্মচিহ্ন - সব মিলিয়ে বিরল এই সাপ এখন দাসপুরবাসীর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

অজয় নদে অবাধে চলছে বালি রমরমা কারবার, বেপরোয়া লরি যাতায়াতে আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩ নভেম্বর ঃ শারদ উৎসব মিটতেই নদী গর্ভে বালি উত্তোলনের হিড়িক শুরু। রাতের অন্ধকারে অজয় নদের বুক চিরে অবাধে চলছে বালি উত্তোলন। কোথাও ‘লোকাল নির্মাণে’-এর নাম করে দিনরাত ট্রাক্টরে করে চলছে বালি পাচার। আবার কোথাও রাতের অন্ধকারে লরি ডাম্পার ট্রাক্টরে চলছে বালি পাচার। আর তাতেই বেহাল হয়ে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। বেপরোয়া ট্রাক্টর যাতায়াতে আতঙ্কে গ্রামবাসী। এমনই নজিরবীহিন ঘটনা কাঁকসার বনকাটি, সাতকাহানি ও লাউদোহার গৌরবাজার মাধাইপুরে। অভিযোগ, শাসকদল ও পুলিশের মদতে চলছে অবৈধ বালির রমরমা কারবার। আবার পুলিশের জালে ধরা পড়লে মাঝপথেই রফা করে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। প্রশ্নের উঠেছে ভূমি রাজস্ব দফতরের ভূমিকায়। প্রসঙ্গত, বর্ষার মরশুমে নদীতে বালি তোলা, মোরাম ও মাটি খাদান চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। কারন এই সময় নরম মাটিতে ধস প্রবণতা ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। বর্ষা ও শারদ উৎসব মিটতেই একেবারে নতুন কায়দায় চলছে বালি পাচার। ‘লোকাল নির্মাণে’র নামে চলছে বালি উত্তোলন। তারপর নদী থেকে কিছুটা দুরে ওয়েব্রীজে মজুত করা হচ্ছে। এবং সেখান থেকে ডাম্পার লরিতে বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাচ্ছে। অজয় নদের কাঁকসার শিবপুর, কাজলাডিহি, কোটালপুকুর, পেয়ারাবাগান ঘাটে দিনরাত চলছে বলি পাচার। কমপক্ষে ৫০ টি ট্রাক্টর নদী থেকে বালি তুলে ১১ মাইল মোড়ে ওয়েব্রীজে মজুত করছে। তারপর সেখান থেকে লরি ও ডাম্পারে বোঝাই হয়ে শহরে যাচ্ছে। একইরকমভাবে বুদবুদের দামোদরে রনডিহা, শাকুড়ি, মুন্সীপুর, শালডাঙা ঘাটে অবাধে চলছে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন ও পাচার। দিনরাত কমবেশী ৪০ টি ট্রাক্টর রমরমিয়ে অবৈধ বালির চোরা কারবার চালাচ্ছে ওই এলাকায়। শালডাঙা ক্যানেল পাড় এলাকায় মজুত করছে। সেখান থেকে লরিতে ও ডাম্পারে বোঝাই করে শহরে যাচ্ছে। একইরকমভাবে লাউদোহার মাধাইপুর, গৌরবাজারে অজয় নদীর ওপর একাধিক অবৈধ বালিঘাট চলছে। এছাড়াও পান্ডবেশ্বরেও একইরকমভাবে অজয় নদীর ওপর রমরমিয়ে চলছে অবৈধ উপায়ে বালি পাচারের রমরমা কারবার। ওয়েব্রীজের আড়ালে চলছে এই বালি কারবার। দিনরাত শখানেক ট্রাক্টরে করে গৌরবাজারে গজিয়ে ওঠা ওয়েব্রীজে বালি মজুত করা হচ্ছে। গৌরবাজারের অবৈধ বালি বোঝাই লরি ডাম্পার গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে সোজা উঠছে কাঁকসার শিবপুর মলানদীঘিতে। তারপর সেখান থেকে মুচিপাড়ায় জাতীয় সড়কে ওঠে। গত পরশু দিন লাউদোহা পুলিশ দুটি বালি বোঝাই লরি ও ট্রাক্টর ধরে মামলা দায়ের করে। এদিকে অবৈধ বালি পাচারের প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা তথা পান্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক জীতেন্দ্র তেওয়ারী সমাজ মাধ্যমে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে পোষ্ট করেছেন। এদিকে অবৈধ বালি পাচারে প্রশ্ন উঠেছে ভূমি রাজস্ব দফতরের ভূমিকায়। অর্থনৈতিক সঙ্কটে যখন রাজ্য। তখন কোটি টাকার রাজস্ব লোকসান হচ্ছে রাজ্যের। জানা গেছে, বালি উত্তোলনে যেমন ভূমি রাজস্ব দফতরের নিয়ম মেনে অনুমতি নিতে হয়। তেমনই বালি মজুত করতে হলেও রয়েলটি দিয়ে অনুমতি নিতে হয়। আর এসবের তোয়াক্কা না করে অবাধে চলছে অবৈধ বালির চোরা কারবার। তার জেরে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লোকসান হচ্ছে। এছাড়াও বালির গাড়ি যাতায়াতে বেহাল হয়ে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। বেপরোয়া বালি বোঝাই ট্রাক্টর যাতায়াতে আতঙ্কিত কাঁকসার বনকাটি, সাতকাহানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, দিনরাত অনবরত বালির গাড়ি যাতায়াতে ভেঙে পড়েছে রাস্তা। সুষ্ঠভাবে যাতায়াত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাবাসুম খাতুন বলেন, গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। রাতের দিকে বালির ট্রাক্টর চলছে। বালি বোঝাই ট্রাক্টর যাতায়াতে ভেঙে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। ভারী গাড়ি যাতায়াতে রাস্তা বেশীদিন টেকসই হচ্ছে না। যদিও এবিষয়ে ভূমি রাজস্ব দফতর কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

পতিতালয়ে তরুণীকে বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর ঃ চাকরি দেওয়ার অজুহাতে অসমের এক তরুণীকে শিলিগুড়ির একটি পতিতালয়ে বিক্রি করার অভিযোগে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি মহিলা পুলিশ। ধৃত শিলিগুড়ির বাসিন্দা নমিতা দাস এবং অন্যজন হলেন জমিরন নিশা অসমের বাসিন্দা। পুলিশ তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে অনৈতিক পাচার আইন এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির অভিযোগে মামলা দায়ের করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে হাজির করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২২ অক্টোবর, অসমের এক ২১ বছর বয়সী মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে মহিলা জানিয়েছেন যে, অসমের বাসিন্দা জমিরন নিশা তার পরিচিতদের সুযোগ নিয়ে তাকে শিশু যত্নের চাকরি দেওয়ার অজুহাতে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে এবং তারপর প্রতারণার মাধ্যমে তাকে রেড-লাইট এরিয়ার নমিতা দাসের কাছে বিক্রি করে দেয়। অভিযোগ রয়েছে যে নমিতা দাস তাকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মেয়েটিও গর্ভবতী হয়ে পড়ে। একদিন সুযোগ পেয়ে সে কোনওভাবে সেখান থেকে পালিয়ে সরাসরি মহিলা থানায় যায়, যেখানে সে পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পর, মহিলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যে, অভিযুক্ত দুই মহিলা, জমিরন নিশা এবং নমিতা দাস পালিয়ে যায়। প্রায় এক মাস তদন্তের পর, মহিলা থানার পুলিশ সোমবার গভীর রাতে একটি রেড লাইট এরিয়া থেকে তাদের দুজনকেই গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার পুলিশ উভয় অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করে এবং মামলার তদন্তের জন্য তাদের রিমান্ড চেয়েছে, যাতে পুরো মানব পাচারকারী চক্রের মূলে পৌঁছানো যায়।

MANAPPURAM FINANCE LIMITED
Make Life Easy

मणप्पुरम फायनांस लिमिटेड CIN-L65910KL1992PLC006623
पंजीकृत कार्यालय: डब्ल्यू - 4/638ए, मणप्पुरम हाउस,
पी.ओ. वलपड़, त्रिशूर - 680 567, केरल, भारत

कब्ज़ा नोटिस
(सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जहाँ पर, अधोहस्ताक्षरी ने, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-07-2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित ऋण प्राप्तकर्ताओं से उपर्युक्त डिमांड नोटिस में उल्लेखित राशि 28,52,151/- रुपये (अट्ठाईस लाख बावन हजार एक सौ इक्यावन रुपये मात्र) जो दिनांक 26-07-2025 तक देय है, का भुगतान भविष्य के ब्याज सहित, उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया है: (1) श्री सागर बेरा, श्रीमंत बेरा, कटमुंडी, मंदारपुर, रामनगर, मंदारपुर प्राइमरी स्कूल, मंदारपुर, पूर्व मेदिनीपुर/पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन -721 433. (2) श्रीमती प्रतिमा बेरा, श्रीनंत बेरा, कटमुंडी, मंदारपुर, रामनगर, मंदारपुर प्राइमरी स्कूल, मंदारपुर, पूर्व मेदिनीपुर/पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन -721 433. (इसके बाद ऋण प्राप्तकर्ता, सह-ऋण प्राप्तकर्ता और गारंटर को सामूहिक रूप से ’ऋण प्राप्तकर्ता’ कहा जाएगा।)

ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, इस द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता तथा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (ड्शलीीळूं खपींशीशीीं (एपषीलशाशपीं) ठीश्रशी, 2002) के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 नवंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा ले लिया है। ऋण प्राप्तकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को पुन: प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

विशेष रूप से ऋण प्राप्तकर्ता/गारंटर तथा सामान्य जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें, क्योंकि ऐसा कोई भी लेन-देन मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के 28,52,151/- रुपये (अट्ठाईस लाख बावन हजार एक सौ इक्यावन रुपये मात्र) की राशि एवं उस पर देय ब्याज के लिए प्रभार के अधीन होगा।

आल संपत्ति का विवरण

आल संपत्ति का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 18.88 डेसिमल / 8224 वर्ग फीट है, जिसमें आवासीय भवन है, प्लॉट संख्या: 582, 644, 645, 659, 660, 661, 668 और 670, जेएल संख्या 144, मार्गाधिकार सहित, मौजा- कटमुंडी का खेतान संख्या 778, कटमुंडी गांव, एडीएसआर - रामनगर उप-पंजीकरण जिला, पूर्व मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसकी सीमा नीचे वर्णित अनुसार है:-

सीमाएँ
उत्तर में : बनबिहारी बेरा का प्लॉट
दक्षिण में : बनबिहारी बेरा का प्लॉट
पूर्व में : एजमल रोड
पश्चिम में : मोन्या बेरा का प्लॉट

स्थान : वलपड़
दिनांक : 03 - 11 - 2025

प्राधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनांस लि.

এসআইআর ইস্যুতে হেল্পডেস্ক চালু করলেন শংকর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর ঃ এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে অনুসরণের পথে বিজেপি! আমজনতার বিভ্রান্তি দূর করতে উদ্যোগী হলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে। ফর্ম পূরণ, প্রয়োজনীয় নথি ও জমা দেওয়ার নিয়ম নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের মনে কোনও সংশয় না থাকে, সে জন্য নিজেই মাঠে নেমেছেন বিধায়ক। তবে তাঁকে এই ভূমিকায় দেখে তৃণমূল নেতৃত্বের গলায় শোনা যাচ্ছে কটাক্ষের সুর। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। ওইদিন সকালে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ায় এসআইআর হেল্প ক্যাম্পে বসলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি জানান, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল আছে। এটা একটা ভোটার-বান্ধব প্রক্রিয়া। আমি এখানে বসেছি মানুষকে এনিয়ে সব বোঝাতে। অনেকেই বুঝতে পারছেন না। কারও কারও সংশয় আছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে এনুমারেশন ফর্মে কোথায় কী লিখতে হবে, তা আমি সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা কঠিন কিছু নয়। এরপরই এসআইআর নিয়ে শাসকদলকে বিদ্ধ করেছেন বিজেপি বিধায়ক। তাঁর কথায়, জনতাকে শুধু ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল। এসআইআর নিয়ে ভুল বোঝাচ্ছে। সেই ভয় এবং ভুল বার্তা যাতে মানুষের মধ্যে না থাকে, সেই কারণে আমি নিজে এখানে আছি। বলতে চাই, এসআইআর নিয়ে উদ্বেগ না করে এই ক্যাম্পে এলে সমস্ত রকম সহায়তা করা হবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **রঞ্জিত কর**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রীমতি কুমকুম সেন**
ঠিকানাঃ শিল্প সমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ রঞ্জিত কর
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 03/2021 নং বহি IV নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 03/2021
নামজারি কেস নংঃ MN/20225/0702/11159
উক্তর আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-২৭, খতিয়ান নং (R.S.)-7009, L.R.-4762 এরিয়া- 2.45 কাঠা (আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ রঞ্জিত কর
পিতা / স্বামীঃ শৈলেশ চন্দ্র কর
ঠিকানাঃ রাহুতবাগান, পোঃ দেবনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞপ্তি
জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- নরেন্দ্রপুর, জে এল নং- ২৯, L. R. - ১১৪০ নং খতিয়ানে, L. R.- ৮৬০ নং দাগে ০৮ শতক জমি।
জগৎবল্লভপুর থানার অধীন শ্যামপুর নিবাসী বেদনা বালা মাজী, স্বামী- ঁসতীশচন্দ্র মাজী গত ১৮।০৩।২০০৮ তারিখে A.D.S.R. বড়গাছিয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত -২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় নিবাসী **জয়দেব ঘোষ,** পিতা- হরিপদ ঘোষ মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি
জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- মাজুক্ষেত্র, জে এল নং- ৭৭, L. R. - ৪৩২ নং খতিয়ানে, L. R.- ৪৪৫, ১৩৪২ নং দাগে ০১ এবং ০০ শতক জমি।
জগৎবল্লভপুর থানার অধীন মাজুক্ষেত্র নিবাসী ১) তপন ধলে, ২) ক্ষুদিরাম ধলে উভয়ের পিতা- ঁবিশ্বনাথ ধলে মহাশয়দ্বয় গত - ২০২১ সালে A.D.S.R. আমতা অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত -১২৭১ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মাজুক্ষেত্র- জগৎবল্লভপুর নিবাসী **সমর কুমার ধলে,** পিতা- ঁ চাঁদমোহন ধলে মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি
জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- মাজুক্ষেত্র, জে এল নং- ৭৭, L. R. - ৩০৮৬, ৩০৮৯ নং খতিয়ানে, L. R.- ৪১৪ নং দাগে ০১ এবং ০১ শতক জমি।
জগৎবল্লভপুর থানার অধীন মাজুক্ষেত্র নিবাসী ১) প্রশান্ত ধলে, পিতা- ঁপ্রানকৃষ্ণ ধলে, এবং আমতা নিবাসী ২) উৎপল ভোঁড় পিতা- বিশ্বনাথ ভোঁড়, মহাশয়দ্বয় গত - ২০২৩ সালে D. S. R. - II হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত -৩২০৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জগৎবল্লভপুর থানার অধীন মাজুক্ষেত্র নিবাসী **গৌড় চন্দ্র ঘোষ,** পিতা- অষ্টপদ ঘোষ মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
(i) NIT No. 668/PWD/ROAD/BMC
Date : 03/11/2025
(ii) NIQ No. 669/PWD/ROAD/BMC
Date : 03/11/2025
e-Tender has been invited Different type of Civil and electrical works within ward no. 39 under BMC **(APAS SCHEME).**
[Tender I.D : (i) 2025_MAD_937981_1 to 15 and (ii) 2025_MAD_938019_1 to 3]
in www.wbtenders.gov.in,
Office Notice Board.
Last date of Bid submission : 26/11/2025 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি
জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- নরেন্দ্রপুর, জে এল নং- ২৯, L. R. ৩১, ৪২৮, ৪৩৯, ৭৭৬, ১৪২৫ ও ১৮০৭ নং খতিয়ানে, L. R.- ৫৫১ নং দাগে ০৮, ০৭, ০৬, ০৬, ০৬ ও ০৭ শতক জমি।
জগৎবল্লভপুর থানার অধীন নরেন্দ্রপুর নিবাসী **অষ্ট কুমার ওরফে অষ্টা চরন মান্না,** পিতা ঁশিবুপদ ওরফে শিবু মান্না, এবং অন্যান্য মহাশয় এবং মহাশয়াগন গত ০৮।০৮।২৩ তারিখে A.D.S.R. বড়গাছিয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭১০৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জগবল্লভপুর থানার অধীন নরেন্দ্রপুর নিবাসী সঞ্জয় দলুই, পিতা বটকৃষ্ণ মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি
জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- নরেন্দ্রপুর, জে এল নং- ২৯, L. R. ১০৬৯ নং খতিয়ানে, L. R.- ৫০২, ৫৩৮ ও ৬০৭ নং দাগে ৩৯, ২৫ ও ২৯ শতকজমি।
আমতা নিবাসী দূর্গা রানী ঘোষ, স্বামী গৌড় চন্দ্র ঘোষ, পিতা ঁবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ও অন্যান্য মহাশয় এবং মহাশয়াগন গত ১০।০২।২০১২ তারিখে A.D.S.R. বড়গাছিয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১০ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ৮ / ৩ এ, চৌরিঙ্গী লেন, কলকাতা নিবাসী **সুনীল কুমার আগরওয়াল,** পিতা সত্য পাল আগরওয়াল মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
[ক] টেন্ডার নং. ঃ ৭০/২৫/০০২৯ তারিখ ৩১.১০.২০২৫। নিম্নলিখিত সংশোধনীটি টি/কেস নং. ৭০/২৫/০০২৯-এর প্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে যা ‘‘ফ্রেট ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ- এর ডব্লুএজি-৯এইচ শ্রেণীর জন্য ইন্টিগ্রেটেড লোকোমোটিভ কিট’’ সংগ্রহের কাজের জন্য অর্থাৎ প্রাক্-দরপ্রস্তাব সভার তারিখ ও সময় পুনর্নির্ধারণের জন্য। **বিবরণ ঃ** বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ **পূর্বে (বিদ্যমান) ঃ ৩১.১০.২০২৫ সকাল ১১টা এখন এভাবে পড়তে হবে ঃ ২৫.১১.২০২৫ সকাল ১১টা। [খ] টেন্ডার নং. ঃ ৭০/২৫/৫০২২ তারিখ ৩১.১০.২০২৫।** নিম্নলিখিত সংশোধনীটি টি/কেস নং ৭০/২৫/৫০২২-এর প্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে যা ‘‘অনবোর্ড কবচ (কেএভিএসিএইচ) সরঞ্জাম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সূচনার কাজে’’র জন্য অর্থাৎ দফা তালিকা এবং টেন্ডারের পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করার জন্য। **ক্র. নং, বিবরণ, পূর্বে (বিদ্যমান) এখন যেভাবে পড়তে হবে তা নিম্নরূপ ঃ ১) এনআইটি-র দফার ক্র. নং ২ (পিএল নং. ২৯০৩০৪৩২০০১০), পরিমাণ=৬৫০ সেট,** সম্পূর্ণ দফা তালিকা এবং পরিমাণ অপসৃত করা হয়েছে। **২) এনআইটি-র দফার ক্র. নং ১ (পিএল নং. ২৯০১২১২৮০০১০),** পরিমাণ=৬৩৫০ সেট, **পরিমাণ ঃ ৬৩০০ সেট।**
এএমএম/এইচকিউ-II
PR6/238 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর পক্ষে
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO- Buniadpur, Dist.- Dakshin Dinajpur, Pin- 733121
TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in NIT No.-
1841/BPM/2025: Dt. 03/11/2025,
1842/BPM/2025: Dt. 03/11/2025,
1843/BPM/2025: Dt. 03/11/2025,
1844/BPM/2025: Dt. 03/11/2025
(Closing date-**14/11/2025,3.30 PM**),& NIT No- **1853/BPM/2025: Dt. 04/11/2025** (Closing date-**17/11/2025,3.30 PM**) and For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Chairperson
Buniadpur Municpality

যাত্রী সেজে টোটো ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ নভেম্বর ঃ শান্তিনিকেতনে যাত্রী সেজে টোটো ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল চার দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত উত্তর নারায়ণপুর এলাকায়। অভিযোগ, সোমবার রাতে মকরমপুর এলাকা থেকে একজন উত্তর নারায়ণপুর যাওয়ার কথা বলে যাত্রী সেজে মকরমপুর এলাকার বাসিন্দা রতন দাসের টোটোয় ওঠে। সেখানে পৌঁছতেই আরও তিনজন দুষ্কৃতী সেখানে জড়ো হয়ে টোটো নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। চালকের অভিযোগ, তিনি বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর করে টোটোটি ছিনিয়ে নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।

NOTICE OF INVITING e-TENDER
Applications are invited from bonafied contractors/agencies vide **e-Tender bearing no. 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519/ AGP/TN/2025 on dated 04.11.2025 & NIT bearing no. 502,503,504,505,506/ AGP/TN/2025 on dated 04.11.2025 under APAS**. The Last date for submission of Bids for e-Tender is **22.11.2025** (upto specified time in portal) & NIT is **22.11.2025.** The schedule for opening e-Tender and NIT has been fixed on **25.11.2025.** For more details visit :-**https:// wbtenders.gov.in.**
Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

Office of The
GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur
Nabagram, PS - Kandi, Dist.-Murshidabad
E-Tender Notice
Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No-(1) **MSD/KAN/GOK- II/APAS/07/2025-26.** Last date of submission **12/11/2025 up to 14.00 Hrs.** Bid Opening Date (Technical): **14/11/2025 at 14:00 Hrs.** and Financial: **17/11/2025 at 11:00 Hrs.**
For details visit
https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
eTender NIT_No: 1446/SGPII/ APAS/25-26, Dated: 03.11.25
For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for the total **35 (Thirty-five) Nos**. different works. Last date of download of document up to **14.11.2025 at 03.00 PM**. Bid Submission end date: **14.11.2025 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **17.11.2025 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/124/eNIT/25-26, Reference No. HOW/SANK/KGP/NIT/05/25-26 Dated: 16/10/2025
For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the total **33 (Thirty-three)Nos**. different works. Document download/sale date from **30.10.2025 16:30 Hrs to 05.11.2025 16:30 Hrs.** Bid submission end date **up to 05.11.2025 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: **07.11.2025 at 16.30 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or website **https:// wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-49/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O- Para, District-Purulia, **20(Twenty) nos.** works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **03.11.2025 up to 22.11.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **03.11.2025 up to 22.11.2025 at 16.00 PM**. And Opening on **24.11.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কো. লিমিটেড
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তলা, কলকাতা (WB)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিস ঃ বি-৩৮, নিচতলা, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (U.P.)-২০১৩০১
CIN: L28939WB1982PLCO35023
ওয়েবসাইট ঃ www.hepcl.co.in, ইমেলঃ harvatex@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২৫ (অনিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৫১.৯৭	৫১.৯৭	৫১.৯৭
২.	মোট খরচ	৫.১৬	৩.৯৩	৮.৮৭
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে অন্যান্য আয়, আর্থিক খরচ ও ব্যতিক্রমী আইটেম	৪৬.৮১	৪৮.০৪	৪৩.১০
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৪৬.৮১	৪৮.০৪	৪৩.১০
৫.	নিট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়ের জন্য	৩৬.১১	৩৬.৭৬	৩২.৪০
৬.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩৬.১১	৩৬.৭৬	৩২.৪০
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০
৮.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত	--	--	--
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা শেয়ার) মূল এবং মিশ্র	৫.০২	৪.৫০	৪.৬৫

বিঃদ্রঃ
(ক) উপরোক্ত তথ্যটি ৩১ মার্চ, ২০২৫-এ শেষ হওয়া সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি বহিঃপ্রকাশ যা SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রবিধান) ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hepcl.co.in এবং CSE www.cse.india.com-এ ফলাফল পাওয়া যাবে
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় বোর্ড অফ ডক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS-বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং
বোর্ডের পক্ষে,
স্থান ঃ নয়ডা **স্বা / - (মোহনন ট্রেইল)**
তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫ পরিচালক

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সি এফ ২১৭/এ/১, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলী জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

প্রশিক্ষণের বিষয়
Stitching Operator - Goods and Garments (LSS/Q5501)
(সেলাই কর্মী-গুড্স্ অ্যান্ড গার্মেন্টস্)
আসন সংখ্যা-১৫০। নূন্যতম যোগ্যতা :- **অষ্টম শ্রেণী**
নূন্যতম বয়স :- **১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর।**
পারিবারিক বার্ষিক আয় :- **সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকা।**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আসন সংখ্যা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	গ্রাম+পো - সরাচি, থানা - উস্তি, ব্লক - মগরাহাট - ১, পিন - ৭৪৩৩৭৫	Stitching Operator Goods and Garments (LSS/Q5501)	অষ্টম শ্রেণী	১৫০

বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন : ৯৮৩১৬৯০৫২৫/৯৪৩৩৩৬৩৩২০/৯০৫১১২২৬৩২
প্রশিক্ষণ রূপায়নে: Govt. College of Engineering and Leather Technology
অন লাইনে আবেদন করুন: www.wbbcdev.gov.in
আবেদনের শেষ তারিখ 20th November 2025

১১ হাজারের উপর রান, তবু দেশের জার্সি নয়! অথচ মেয়েদের বিশ্বজয়ে তিনিই নেপথ্য নায়ক

বিশেষ প্রতিবেদন

রাত গড়িয়েছে অনেকটা। ঘড়িতে ১২টা বাজতেই ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম গর্জে উঠল। ক্যাচ ধরলেন হারমনপ্রীত কৌর। সাদা বল তাঁর মুঠোয় আসতেই শেষ হল অর্ধশতকের অপেক্ষা। ভারত জিতল মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ইতিহাস লেখা হল নতুন করে। আর সেই মুহূর্তেই দেখা গেল এক আবেগঘন দৃশ্য-হারমন দৌড়ে গিয়ে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন কোচ অমল মুজুমদারকে। তারপর আলিঙ্গন। বোঝা গেল, ভারতের এই জয়ের আড়ালে লুকিয়ে এক সেনাপতির নীরব ছোঁয়া। অমল মুজুমদার-নামটা হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন। ১১,১৬৭ রান করেছেন ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে। কিন্তু একবারও ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ জোটেনি। মুম্বই রঞ্জি দলের অধিনায়ক, অনূর্ধ্ব-১৯ টিমে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়দের সতীর্থ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকেই করেছিলেন ২৬০ রান-রেকর্ড এখনও টিকে! অথচ জাতীয় দলে ডাক এল না কোনওদিন। হয়তো ভাগ্যের হিসেবখাতায় কিছু বাকি রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সে গড়মিল মিলিয়ে দিল এবার-মেয়েদের দলের কোচ হয়ে বিশ্বকাপ ছুঁলেন অমল। ২০২৩ সালের অক্টোবর। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট তখন দিকভ্রষ্ট। পাঁচ বছরে তিনবার কোচ বদল-রমেশ পওয়ার, ডব্লিউভি রমন, আবার পওয়ার। দল

ভুগছে বিভাজনে, অনাস্থায়, শৃঙ্খলার অভাবে। ঠিক তখনই দায়িত্ব নেন অমল মুজুমদার। মুম্বইয়ের সেই 'অলরাউন্ড শিক্ষক'মাঠে ফিরলেন নতুন উদ্যমে-হারমন-স্মৃতিদের হাল ফেরানোর লক্ষ্যে। কিন্তু ব। টার্গেট একটাইঃ ২০২৫ সালের ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ। প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু-গোড়ায় বিশ্বাস ফেরানো। নিজের কেরিয়ারে যে ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছেন, তাকেই বানালেন প্রেরণা। মেয়েদের বললেন, ''তোমরা আমার মতো হারিয়ে যেও না। তোমাদের কণ্ঠ কেউ যেন দমাতে না পারে।'' তাঁর কোচিং ফর্মুলা একেবারে সোজাসাপ্টা-প্রশংসা যেমন নিবিড়, তিরস্কারও তেমনই তীব্র। ইন্দোরে ইংল্যান্ডের কাছে চার রানে হারের পর ড্রেসিংরুমে অমল নাকি বলেছিলেন, ''তোমরা যদি নিজেদের বিশ্বাস না করো, কেউ তোমাদের বিশ্বাস করবে না!'' ঠিক সেই ম্যাচের পরই বদলে যায় দল। হারমন, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা-সবাই মিলে তৈরি করলেন নতুন অধ্যায়। প্রথমে নিউজিল্যান্ডকে হারানো, তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড রানচেজ, আর শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫২ রানের ঐতিহাসিক সাফল্য! অমল সবসময় বলেছেন, ''কোচ হিসেবে আমার কাজ মেয়েদের শেখানোয়, তাদের বিশ্বাস করানো, যে তারা বিশ্বসেরা।'' তাঁর এই দর্শনেই বদলে গেল দলের মনোভাব। ড্রেসিংরুমে নিষেধ অহেতুক জাঁকজমকে, কিন্তু বাধ্যতামূলক সম্মান ও সততা। তিনি জানেন, ভারতের মহিলা ক্রিকেটের আসল চ্যালেঞ্জ স্কিল নয়, মনস্তত্ত্ব। তাই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাদা সময় কাটাতেন, কথা বলতেন, মানসিক চাপ কমানোর জন্য আয়োজন করতেন ইনডোর সেশন। এমনকি, হারমনপ্রীতকেও মাঝে মাঝে বলতেন, ''তুমি এখন অধিনায়ক নও, শুধু খেলোয়াড়।'' চাপ মুক্ত রাখা, আনন্দ খেলা-এই দর্শনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের জন্ম। অমলের জীবনে এই জয় যেন এক নীরব পুনর্জন্ম। যিনি ২০ বছর ধরে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে মাঠ কেটেছেন, অথচ কখনও জাতীয় সঙ্গীতের তালে মাঠে নামেননি, সেই মানুষটাই আজ দেশের গর্বের কারিগর। ৫১ বছর বয়সে হাতে নিলেন বিশ্বকাপ। হরমনপ্রীতের চোখে জল, মুখে হাসি, আর কোচের পা ছুঁয়ে প্রণাম-এই তিনটি ছবিই বলে দেয়, মেয়েদের সোনালি অধ্যায়ের নিভৃর লেখক কে! এই জয় তাই কেবল ভারতের নয় এক ক্রিকেটারের প্রতিশোধ-নীরব, সুশৃঙ্খল কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী।

জীতেশের নেতৃত্বে যুব এশিয়া কাপে খেলবে ভারত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ নভেম্বরঃ সিনিয়রদের এশিয়া কাপ জেতা হয়ে গিয়েছে, এ বার পালা জুনিয়রদের। রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল ভারত। অধিনায়ক করা হয়েছে জিতেশ শর্মাকে। এই দলে সুযোগ পেয়েছেন বাংলা থেকে অভিষেক পোড়েল। ১৪ নভেম্বর থেকে কাতারে শুরু হবে রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ। এই এশিয়া কাপে কোনও বয়সের বাধা নেই। মূলত দেশের উঠতি তারকাদের সুযোগ দেওয়া হয়। এ বার ভারতের গ্রুপে রয়েছে ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও পাকিস্তান। এটা গ্রুপ বি। গ্রুপ এ-তে রয়েছে বাংলাদেশ, হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। এই আট দলের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা তাদের এ দল খেলাবে আর বাকিরা তাদের প্রধান দলই খেলাবে। অভিষেক পোড়েলের পাশাপাশি সুযোগ পেয়েছেন বিস্ময় বালক বৈভব। ১৪ বছর বয়সে তিনি রাইজিং এশিয়া কাপ খেলবেন। তাঁর প্রথম একাদশে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে অভিষেক পোড়েল অবশ্য সুযোগ কম প্রথম একাদশে খেলার। কারণ প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে জিতেশ শর্মা রয়েছে। ১৪ নভেম্বর প্রথম দিন নামবে ভারত। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। ১৬ নভেম্বর রয়েছে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচটা ওমানের বিরুদ্ধে। এটা রাইজিং এশিয়া কাপের

তৃতীয় মরশুম। প্রথমবার জিতেছিল ভারত, দ্বিতীয়বার জেতে আফগানিস্তান।

রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় এ দল। প্রিয়াংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, নমন ধীর (সহ অধিনায়ক), সূর্যবংশ শেডগে, জিতেশ শর্মা (অধিনায়ক) (উইকেটকিপার), রমনদীপ সিং, হর্ষ দুবে, আশুতোষ শর্মা, যশ ঠাকুর, গুরজাপনীত সিং, বিজয় কুমার বৈশাখ, যুধবীর সিং, অভিষেক পোড়েল (উইকেটকিপার), সূয়শ শর্মা

স্ট্যান্ড বাই প্লেয়ার। গুর্নুর সিং ব্রার, কুমার কুশাগ্র, তনুশ কোটিয়ান, সমীর রিজভি, শেখ রশিদ।

যুব এশিয়া কাপে ভারতের সূচি। • ভারত এ বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ১৪ নভেম্বর • ভারত এ বনাম পাকিস্তান এ, ১৬ নভেম্বর • ভারত এ বনাম ওমান, ১৮ নভেম্বর

এ বারের রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে খেলা হবে। মোট ১৫টা ম্যাচ। এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ২৩ নভেম্বর।

কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ ফিক্সিং!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার খিদিরপুর ক্লাবের দুই আধিকারিক। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের আটক করে। অভিযোগ, প্রিমিয়ার ডিভিশনের একাধিক ম্যাচের ফলাফল আগেভাগেই ঠিক করা হচ্ছিল। কলকাতার ফুটবলে এহেন ঘটনা নতুন করে লিগের সততা ও তদারকির সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্তের নাম আকাশ দাস ও রাহুল সাহা ওরফে রাজ। আকাশ দাস ক্লাবের টিম ম্যানেজার পদে আর রাহুল মিডিয়া ম্যানেজার। তদন্তে জানা গিয়েছে, দুজনেই আর্থিক লাভের বিনিময়ে ম্যাচের ফলাফল পরিবর্তনের চক্রান্তে যুক্ত। সূত্র অনুযায়ী, গোটা ঘটনায় ক্লাবের ভূমিকা সন্দেহজনক মনে হয়েছে তদন্তকারীদের। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক মাস আগে

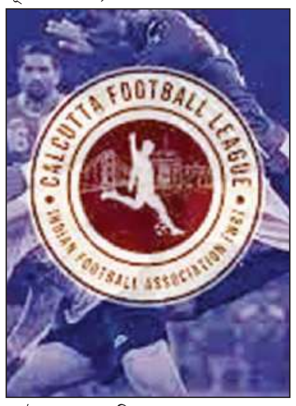

আইএফএ অভিযোগ দায়ের করে। জানানো হয়-প্রিমিয়ার লিগের কয়েকটি ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলছে কিছু ব্যক্তি এবং এর মাধ্যমে বেআইনি বেটিং চক্রে টাকা ঘুরছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা তদন্ত শুরু করে। ডিজিটাল নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহের পর দেখা যায়, অন্তত দু'টি ক্লাবের কর্মকাণ্ড সন্দেহজনক। তার মধ্যে একটি খিদিরপুর ক্লাব। তদন্তকারীরা আকাশ ও রাহুলের যোগাযোগের সূত্র ধরে তাদের বারাকপুর ও বেলঘরিয়া থেকে আটক করে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার বলেন, ''প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দু'জনই ম্যাচ ফিক্সিংয়ের কথা স্বীকার করেছে। তারা আরও কয়েকজনের নাম জানিয়েছে, যাদের ভূমিকা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা ক্লাবের কিছু খেলোয়াড়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে নির্দিষ্ট স্কোর নির্ধারণের জন্য আর্থিক লেনদেন করত। যার উৎস ও টাকার গতিপথ এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের তরফে নিজস্ব এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। মামলা রুজু হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির নতুন ধারা এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্টের ধারা ৬৬ ও ৪৩ অনুযায়ী। দু'জন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছে হেফাজতের আবেদন জানিয়ে। পুলিশ এখন জানতে চাইছে-কতগুলি ম্যাচ ফিক্স করা হয়েছে, কারা মূল চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং এর কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র আছে কি না।

আইসিসির বিশ্বকাপের সেরা একাদশে মোটে ৩ ভারতীয়! জায়গা জুটল না হরমনপ্রীতের

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৪ নভেম্বরঃ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক হয়েও জায়গা মিলল না সেরা একাদশে। ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেরা দলে নাম নেই ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের। মঙ্গলবার প্রকাশিত আইসিসির তালিকায় জায়গা পেয়েছেন মোট তিন ভারতীয় ক্রিকেটার-স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রদ্রিগেজ এবং দীপ্তি শর্মা। অন্যদিকে, চূড়ান্ত যুদ্ধ হারলেও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট পেয়েছেন সেরা একাদশের নেতৃত্বের দায়িত্ব। ব্যাট হাতে টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি রান-মোট ৫৭১, গড়ে ৭১.৩৭। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে পরপর দু'খানা শতরান। ওপেনিংয়ে তাঁর সঙ্গী স্মৃতি মান্ধানা, যিনি বিশ্বকাপে ৪৩৪ রান করেছেন ৫৪.২৫ গড়ে। তিন নম্বরে জেমাইমা আর অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন দীপ্তি। যিনি ব্যাটে ২১৫

রান ও বলে সর্বাধিক ২২ উইকেট নিয়েছেন। যদিও অনেকেই বিস্মিত হরমনপ্রীত কৌরের বাদ পড়ায়। টুর্নামেন্টে ২৬০ রান, পাশাপাশি মাঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় দল পরিচালনাও করেছেন। এতকিছুর পরেও নির্বাচক প্যানেল-ইয়ান বিশপ, মেল জোনস, ঈশা গুহ, গৌরব সাক্সেনা এবং সাংবাদিক এস্টেল বাসুদেবন শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাখেননি। সেরা দলে ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনজন করে খেলোয়া। রয়েছেন। প্রোটিয়াদের তফে উলভার্টের পাশপাশি জায়গা পেয়েছেন মারিজান কাপ ও নাদিন ডি ক্লার্ক। অস্ট্রেলিয়া থেকে অ্যাশলি গার্ডনার, আনাবেল সাদারল্যান্ড ও আলানা কিং। পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি উইকেটকিপার সিদরা নওয়াজ, যিনি তিনটি ক্যাচ ও চারটি স্টাম্পিং করেছেন। রিজার্ভ বা ১২তম খেলোয়াড় হিসেবে রাখা হয়েছে ইংল্যান্ডের সোফি এক্লেস্টনকে। বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের তিনজন তারকা জায়গা পেলেও অধিনায়কের বাদ পড়া নিঃসন্দেহে চমক। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তৈরি একাদশ। ট্রফি জেতার কৃতিত্ব নয়, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সই ছিল মূল মানদণ্ড। তাই খেতাব হাতে তুলেও হরমনের কপাল পুড়েছে।

বিশ্বজয়ের পর আকাশছোঁয়া ব্র্যান্ড ভ্যালু! দ্বিগুণ ফি বাড়ালেন জেমাইমা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপজয়ের সুবাদে অনেক স্টিরিওটাইপ আর আগল ভেঙেছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানারা। লড়াই শেষে মাঠের বাইরেও নয়া ট্রেন্ড সেট করল প্রমীলা ব্রিগেড! দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবার ওডিআই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই ব্র্যান্ড ভ্যালু বেড়েছে ২৫ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত। বিজ্ঞাপন দুনিয়া এখন কার্যত হরমন-জেমাইমা-স্মৃতি জ্বরে আক্রান্ত। ইকনমিক টাইমস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বজয়ের পর থেকেই একাধিক বড় ব্র্যান্ড যোগাযোগ করেছে হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মাদের সঙ্গে। তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ারের সংখ্যাও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাফিয়ে দু'গুণ। ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সংস্থা বেসলাইন ভেঞ্চার্সের ম্যানেজিং

ডিরেক্টর তুহিন মিশ্র বলেন, ''আজ সকাল থেকেই প্রচুর ব্র্যান্ড ইনকোয়ারি আসছে। শুধু নতুন চুক্তি নয়, আগের এন্ডোর্সমেন্টও রিনেগোশিয়েশনের পর্যায়ে। গড়ে ২৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত ফি বাড়ানো হচ্ছে।'' স্পটলাইটে জেমাইমা রদ্রিগেজ। তাঁর বৃদ্ধি সবচেয়ে নাটকীয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে অপরাজিত ১২৭ রান করার পর থেকেই বিজ্ঞাপন জগতে কদর তুমুল বেড়েছে। অন্যদিকে, স্মৃতি মান্ধানা এমনিতেই দেশের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া মহিলা ক্রিকেটার। নাইকি, হুন্ডাই, এসবিআই-সহ ১৬টি ব্র্যান্ডের মুখ তিনি। প্রতিটি চুক্তি থেকেই আয় প্রায় ১.৫ থেকে ২ কোটি টাকা। জেএসডবলু স্পোর্টসের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার করণ যাদবের মন্তব্য, ''ম্যাচ শেষ হতেই বিভিন্ন ব্র্যান্ড থেকে ১০-১২টি সেক্টরের অফার আসতে শুরু করেছে। এখন প্রতিটি প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' বর্তমানে জেমাইমার এন্ডোর্সমেন্ট ফি ৭৫ লক্ষ থেকে ১.৫ কোটি টাকার মধ্যে, চুক্তির সময়কাল ও শর্ত অনুযায়ী। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্র্যান্ড দুনিয়াও এই ঐতিহাসিক জয়ের অপেক্ষায় তৈরি ছিল। হিন্দুস্থান ইউনিলিভারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রিয়া নায়ার জানান, ভারত কাপ জিতলে সার্ফ এক্সেলের 'দাগ আছে হ্যায়' ক্যাম্পেন এবং রেক্সোনার নতুন বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরিকল্পনা খেতাব জয়ের আগেই ছকে ফেলা হয়। এ ছাড়া পিউমা, পেপসি, স্যুইগি ইনস্টামার্ট-সহ একাধিক সংস্থা ইতিমধ্যে নিজেদের প্রচারে ভারতের জয় উদযাপন করেছে। যেমন পিউমার বার্তা, 'প্রতিটি সন্দেহ, প্রতিটি ব্যর্থতা-সব পুড়ে ছাই। বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর।' তাই মনে করা হচ্ছে, এই উত্থান শুধু আবেগ নয়, বাজারের বাস্তব। ভারতের মহিলা ক্রিকেটাররা এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ। প্রশ্ন শুধু একটাই-এই সাফল্যের রকেটগতি তাঁরা কত দূর ধরে রাখতে পারবেন?

আল নাসের বনাম এফসি গোয়া

তিনটি খেলোয়াড়ি দ্বৈরথ বদলে দিতে পারে এএফসি লিগের ম্যাচের ফলাফল

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৪ নভেম্বরঃ আল নাসর বনাম এফসি গোয়া - দুই দলের মধ্যে আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। ৫ নভেম্বর, বুধবার, সৌদি আরবের আল আউয়াল পার্কে মুখোমুখি হবে দুই দল। যদিও এফসি গোয়া ইতিমধ্যেই

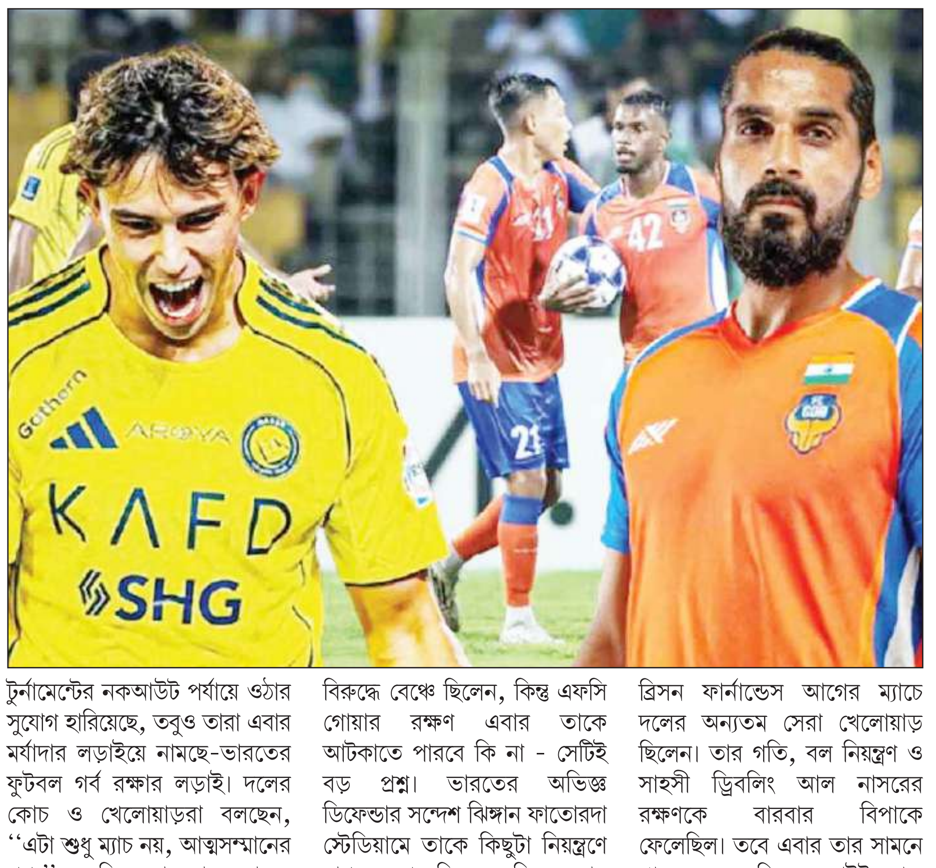

টুর্নামেন্টের নকআউট পর্যায়ে ওঠার সুযোগ হারিয়েছে, তবুও তারা এবার মর্যাদার লড়াইয়ে নামছে-ভারতের ফুটবল গর্ব রক্ষার লড়াই। দলের কোচ ও খেলোয়াড়রা বলছেন, ''এটা শুধু ম্যাচ নয়, আত্মসম্মানের প্রশ্ন।'' অন্যদিকে আল নাসর তাদের আগের ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয় পেলেও, এবার ঘরের মাঠে আরও শক্তিশালী একাদশ নামাতে চলেছে। ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত দ্বৈরথই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।

● জোয়াও ফেলিক্স বনাম সংদেশ ঝিঙ্গানঃ তারকার সঙ্গে প্রতিরক্ষার লড়াই

আল নাসরের পর্তুগিজ তারকা জোয়াও ফেলিক্স, যিনি ইতিমধ্যেই সৌদি প্রো লিগে নয়টি গোল করেছেন, এবার শুরু থেকেই মাঠে নামতে পারেন। গত ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে বেঞ্চে ছিলেন, কিন্তু এফসি গোয়ার রক্ষণ এবার তাকে আটকাতে পারবে কি না - সেটিই বড় প্রশ্ন। ভারতের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান ফাতোরদা স্টেডিয়ামে তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু এবার সৌদি আরবে পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। ফেলিক্স তাঁর গতি, পাসিং ও পজিশন সেন্স দিয়ে গোয়ার ডিফেন্সকে চাপে রাখতে পারেন। ঝিঙ্গানকে নিখুঁত ট্যাকলিং ও ঘন মার্কিংয়ের মাধ্যমে তাকে আটকাতে হবে, নইলে আল নাসরের গোল পাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই লড়াই হতে পারে 'ম্যাচের মোড় ঘোরানো দ্বৈরথ'।

● ব্রিসন ফার্নান্ডেস বনাম সুলতান আল ঘানামঃ উইংয়ের গতি ও প্রতিরোধের যুদ্ধ

এফসি গোয়ার তরুণ উইঙ্গার ব্রিসন ফার্নান্ডেস আগের ম্যাচে দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। তার গতি, বল নিয়ন্ত্রণ ও সাহসী ড্রিবলিং আল নাসরের রক্ষণকে বারবার বিপাকে ফেলেছিল। তবে এবার তার সামনে থাকবেন অভিজ্ঞ রাইট-ব্যাক সুলতান আল ঘানাম, যিনি সৌদি দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের একজন। ফাতোরদায় তাঁর পারফরম্যান্স যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু এবার তিনি ব্রিসনকে আটকে রাখতে আরও কড়া মার্কিং করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রিসনকে এবার আরও বেশি কৌশলী ও 'আনপ্রেডিক্টেবল' হতে হবে। একই সঙ্গে তিনি যদি বক্সে প্রবেশ করে ডিফেন্স ভাঙতে পারেন, তাহলে গোয়া গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারবে। এই দ্বৈরথ হবে একদিকে গতির, অন্যদিকে অভিজ্ঞতার-এবং দর্শকদের জন্য সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো লড়াই।

● অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল বনাম বোরহা হেরেরাঃ মিডফিল্ডের মস্তিষ্ক বনাম প্রতিরোধ

ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল আগের ম্যাচে গোয়ার জন্য দু ঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই মাঝমাঠে আল নাসরের গতি ও ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং একটি দৃষ্টিনন্দন গোলও করেন। গোয়ার স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা-র জন্য এটি হবে নিজের পারফরম্যান্স পুনরুদ্ধারের সুযোগ। তিনি যদি অ্যাঞ্জেলোর মুভমেন্ট বোঝে তাঁকে ব্লক করতে পারেন, এবং বল পুনরুদ্ধারে দক্ষ হন, তবে গোয়া ম্যাচে স্থিতি আনতে পারবে। অন্যথায় অ্যাঞ্জেলো আবারও মধ্যমাঠে রাজত্ব করবেন, যা গোয়ার রক্ষণকে ক্রমাগত চাপে রাখবে। এই লড়াইটাই নির্ধারণ করবে-গেমের টেম্পো কার হাতে থাকবে।

● ম্যাচের পূর্বাভাস

আল নাসর ঘরের মাঠে স্পষ্টতই ফেভারিট। তবে এফসি গোয়া যদি এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের সেরাটা দিতে পারে, তাহলে ড্র কিংবা অপ্রত্যাশিত জয় সম্ভব। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের আশা, গোয়ার ছেলেরা আন্ডারডগ হিসেবেই নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সৌদির মাঠে নিজেদের নাম ইতিহাসে তুলে ধরবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com